বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ, "ধ্যানযোগ," "বাসন্তী-গীতা", "প্রণতি", "Whispers and Heart-Beats" প্রভৃতি প্রণেতা,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্কৃত টীকাকার ও ইংরাজী অনুবাদক,
তত্ত্বরত্ন-বিদ্যাভূষণোপাধিক

৺শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ভাগবতরত্ন, বি.এ.

প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৪৫

মূল্য—৩৲

সূচী-পত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিকা (অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর)	।/০
অভিমত (মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ)	৸৶০

অবতরণিকা

বৈষ্ণবদর্শনের মূল ও ভিত্তি	১
সত্যের প্রমাণ	৬
সূত্রগ্রন্থ-পরিচয় ও ভাষ্যবৈচিত্র্য	২০
গৌড়ীয়-ভাষ্যের অনুপ্রাণনা	২৫
আমাদের অনুসৃত প্রণালী	২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীব-পরিচয়	৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবের স্বরূপ-নির্ণয়	৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুক্ত জীবের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি-নিরূপণ	৮৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীববিষয়ক বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সার-সঙ্কলন ...	৯৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব জীববাদের পরিপন্থী	১১৫

বিষয় পত্রাঙ্ক

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মায়াবাদ ১২৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ১৫০

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব জীববাদের সম্প্রসারণ ... ১৬৫

নবম পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রে বৈষ্ণব জীববাদের অনুপ্রবেশ ... ১৮২

দশম পরিচ্ছেদ

উপসংহার ১৮৬

পরিশিষ্ট ১৯১

ভূমিকা

'বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ' গ্রন্থখানির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণ মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি এই সম্মানে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি, কিন্তু আমি সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছি যে এই কার্য যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইলে ভাল হইত; কারণ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থকার একজন প্রবীণ ও চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার সুকৃতিলব্ধ দীর্ঘজীবন তিনি দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সপ্তসপ্ততিবর্ষ-অতিক্রমণে কলিকাতায় যে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, চারিত্র মহত্ত্ব, সরল জীবনযাত্রা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বহু প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলাম। এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা আশা করা যায়, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সর্বাংশে তাহার অনুরূপ হইয়াছে। কিন্তু আমি ভূমিকার ছলে গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আমার অধিকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করি না। পুস্তকের গুণাগুণ-সম্বন্ধে পাঠক-সমাজই প্রকৃত বিচারক। তবে বিষয়টি অতি গভীর, এই জন্য দুই-চারিটি কথা বলিয়া আমার কর্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দু দর্শনে জীববাদ যেরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল। বস্তুতঃ 'জীবের স্বরূপ কি?' এই প্রশ্নের সমাধানের উপর সমস্ত ধর্মতত্ত্ব বা চরিত্রনীতি, সমস্ত ভগবত্তত্ত্ব বা religion নির্ভর করে।

জীব বলিতে শুধু মানুষ বুঝায় না; অন্যান্য বহুপ্রকার প্রাণী জীব-নামধেয়। বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ এই সকল ইতর জীব ও মানবের মধ্যে একটি যোগ-সূত্র টানিয়া দিয়াছে। সুতরাং জীবতত্ত্বের স্বরূপ জানিতে হইলে মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মতে মানুষের সহিত ইতর প্রাণীর স্বরূপগত ভেদ স্বীকৃত হয় না।

জীবসমূহ বস্তুতঃ চৈতন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু হইলেও জড় জগতের একটি বিশিষ্ট অংশও বটে। জড় দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্যের নাম জীব। যদি তাহাই হয়, তবে দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ কি? দেহধারী চৈতন্যের উপর দেহের প্রভাব কিরূপ? যাঁহারা জড়তত্ত্ববিদ্ তাঁহারা সহজেই এই দুরূহ সমস্যার সমাধা করিয়া ফেলিয়াছেন! তাঁহারা বলেন, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ব্যতীত চৈতন্য আর কিছুই নহে। যদি তাহা হয়, তবে দেহবিমুক্ত অবস্থায় চৈতন্যের কোনও সত্তা আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে দেহবিমুক্ত চৈতন্যের সঙ্গে এই দেহ-প্রভাববিকৃত চৈতন্যের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

চৈতন্যের মধ্যে শুধুই কি তর-তম সম্বন্ধ? মানুষে একটু বেশী, ইতর প্রাণীতে কম? শুধুই কি এই পরিমাণজনিত

ভেদ ? অথবা স্বরূপগত ভেদও আছে ? মুক্তির জন্য যে মানব লালায়িত, তাহার সহিত কীটপতঙ্গ প্রভৃতির সাদৃশ্য কতটুকু ? পুরাণকার এ সমস্যার যে সমাধান করেন, তাহা বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ হইতে বড় বেশী দূরে নহে। পুরাণ বলেন, জীব বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া যখন মানব-জন্ম লাভ করে, তখনই সে মুক্তির অধিকারী হয়। সুতরাং মুক্তির কল্পনা কেবল মানবের জন্যই ব্যবস্থিত, ইতর প্রাণীর জন্য নহে। নিওহেগেলিয় মত কতকটা এইরূপ বটে (T. H. Green)। আবার মানবের চৈতন্যের মধ্যেও কি কোনও তারতম্য নাই ? মানুষের মধ্যে কেহ আহার বিহার ও যৌন-ব্যাপারেই নিমগ্ন, কেহ বা মুক্তি-পথের পথিক। ইহাদের চৈতন্য কি একই জাতীয় ? ফ্রয়েড—যিনি চৈতন্যের সঙ্গে স্নায়বিক বিকৃতির যোগ স্থাপন করিতে ব্যস্ত, তিনিও—চৈতন্যের (personality) মধ্যে তিনটি বিভাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—Id, Ego and Superego অর্থাৎ প্রবৃত্তি, বিচার ও বিবেক। মানবচিত্তের এইরূপ বিভাগ গ্রহণ-যোগ্য কি না, তাহাও বিবেচ্য। কিন্তু এইরূপ বিভাগ-স্বীকারের দ্বারা মনের জটিলতা এবং চৈতন্যের স্বাভাবিক দুরবগাহত্বই প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ জীবের জৈবত্ব বা personality-সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কতখানি, তাহাই প্রমাণিত হয়।*

---

* The chronology of the psychic processes (leading to the growth of the personality structure) is still one of the most obscure fields of analytic theory—The Ego and Mechanisms of Defence—Anna Freud.

জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। জীব অণুচৈতন্য এবং ব্রহ্ম বিভু-চৈতন্য, ইহা স্বীকার করিলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আপাততঃ একটা সমন্বয় সাধন করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু জড় জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। জড়জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে জীবের কতটুকু থাকে? শঙ্করাচার্যের সময়ে ইহা ধারণা করা গেলেও, এই বৈজ্ঞানিক যুগে জড় প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরাও জড়জগৎ লইয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্লেটোর দর্শনে শঙ্করের মায়াবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বার্ক্লে, হিউম প্রভৃতি জড়জগৎকে মানসিক ব্যাপারে পরিণত করিতে গিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জড় ও জীবের মৌলিক ভেদ লক্ষ্য করিয়া, ইঁহাদের পূর্ববর্ত্তী দার্শনিক স্পিনোজা তাহাদিগকে এক পরমার্থসত্তার 'গুণে' (Attributes) পরিণত করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে এক সূত্রে গাঁথিলেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে চৈতন্য ও জড়ত্ব (Thought and Extension) মূল সত্তারই দুইটি দিক্। স্পিনোজার এই অদ্বৈতবাদ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অপরাপর তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। লাইব্‌নিজ নূতন ধরণের এক ঐক্যবাদ প্রচার করিলেন, তাঁহার মতে মূল সত্তা এক—monads—চৈতন্য-বিন্দু, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি জাগ্রৎ, কতক সুষুপ্ত এবং কতক এতদুভয়ের মাঝামাঝি। কিন্তু অন্য কোনও বিশিষ্ট দার্শনিক উহা গ্রহণ

করেন নাই। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ বিচার করিয়া মোটের উপর বোধ হয় ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড় ও চেতনকে পরস্পর-বিরোধী ধর্মাবলম্বী-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ-দার্শনিকগণ অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া জড় ও চেতনের ব্যবধানটিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রেখায় পরিণত করিয়াছেন।

যাঁহারা জড়জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া অখণ্ড অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্যের চেষ্টাই এই দিকে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অন্য সমস্ত মতবাদ অপেক্ষা শাঙ্কর মত এই সমস্যার সমাধান-বিষয়ে সমধিক কৃতকার্য হইয়াছে। এই কারণে ভারতীয় যাবতীয় মতবাদের মধ্যে আচার্য শঙ্করের মতই যে সর্বাপেক্ষা আদরণীয় হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই মতের ন্যায় সুসঙ্গত অদ্বৈতবাদ জগতে অধিক প্রকটিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কি যুক্তির দিক্ দিয়া, কি পূর্ণতার দিক্ দিয়া, শঙ্কর-মতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ জীবের সহিত ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, ইহা অপেক্ষা অন্য কোনও উপায় পরিকল্পিত হইতে পারে কি না সন্দেহ।

কিন্তু ব্রহ্ম ও জীব যদি বস্তুগত্যা চৈতন্যৈকরস পদার্থ হয়,

তবে ব্যাবহারিক জগতে এরূপ প্রভেদ দেখা যায় কেন? জীব জ্ঞানময় কিন্তু অজ্ঞানও তাহাতে দেখা যায় কেন? জীব ব্রহ্মের ন্যায় বিভু, কিন্তু সর্বগতত্ব তাহাতে নাই কেন? জীব ব্রহ্মের ন্যায় যদি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ সত্তা হয়, তবে জীবের মধ্যে পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম আসিল কোথা হইতে? ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, অথচ সমধর্মী জীবের ভাগ্যে সুখদুঃখ ঘটিবে কেন?

এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মায়াবাদের সৃষ্টি। মায়া বা অবিদ্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ না থাকিলেও যে ভেদনিষ্ঠা দেখা যায়, তাহারই কারণ-রূপে অবিদ্যা বা মায়ার কল্পনা! মৌলিকতার দিক্ দিয়া এই মায়াবাদ ভাবুকতার ইতিহাসে চিরদিনই একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার বলিয়া পরিগণিত হইবে। আত্মা স্বরূপতঃ পাপপুণ্যের অতীত, কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে পাপপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু মায়ার মোহে পড়িয়া ভাবে আমি কর্তা। 'কর্তা' মনে করিলেই অভিমান, কামনা, বাসনা, দ্বন্দ্ব, কলহ সমস্ত আসিয়া জুটে। কামনা বাসনা অভিমান আসিলেই দুঃখ সুখ মোহ লোভ প্রভৃতি অপরিহার্য—ইহারই নাম মায়ার খেলা।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি অনেকটা এই পথে চলিয়াছে। তাহা হইলেও লৌকিক ব্যবহারে আমরা এই আভিজাত্যমূলক ধারণাকে (ব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব) সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসাৎ করিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্রহ্মের সঙ্গে সাজাত্যের দাবি করিতে হইলে যে

সাধন-সম্পৎ থাকা আবশ্যক, তাহা অনেকের পক্ষেই সুদূরপরাহত। কাজেই আমরা এই অভেদতত্ত্বে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। বৈষ্ণবেরা সেই জন্য ভেদাভেদ স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণবমতে জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপগত পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু পরিমাণগত পার্থক্য আছে—ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য, চিৎকণ। একই উপাদান কিন্তু পরিমাণের (degree) প্রভেদ মাত্র।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।

ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত, জ্ঞানময়। জীব সসীম, সান্ত, জ্ঞানাজ্ঞান-বিশিষ্ট। অণুচৈতন্য বলিয়াই জীবে জ্ঞান এবং অজ্ঞান উভয়ই পাশাপাশি বসতি করিতেছে। সুতরাং বৈষ্ণবেরা অদ্বৈতবাদকে বরণ করিয়াও উহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। মায়াবাদেরও প্রয়োজন হইল না। মায়া বা অবিদ্যার আবরণ উন্মোচিত হইলেই যে জীব ব্রহ্মভূত হইয়া যায়, বিন্দু সিন্ধুতে মিলাইয়া যায়, একথা বৈষ্ণব দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীব কর্তা এবং কর্মের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং পাপপুণ্য, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির আধার। এই ভেদাভেদবাদে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সাধারণ মানবের পক্ষে বোধ হয় সহজবোধ্য হইয়াছে। মুক্ত জীব ব্রহ্মের অংশরূপে ব্রহ্মানন্দের অধিকারী

বটে। জীব ভগবৎ-সেবার দ্বারা এই সংসারের সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সেবারই অধিকার প্রাপ্ত হয়।

বেদান্ত-মতে মুমুক্ষু জীব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা, যোগের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। বৈষ্ণব-মতে সাযুজ্য সার্ষ্টি প্রভৃতি লক্ষ্য নহে। জীব সেবার দ্বারা, ভজনের দ্বারা ভগবৎ-সেবারই অধিকার লাভ করে। এইরূপ আত্মোৎকর্ষই বৈষ্ণবের আদর্শ। সুতরাং যে দ্বৈতজ্ঞানে সাধনার আরম্ভ, সাধনার শেষেও সেই দ্বৈতবোধ অনবচ্ছিন্ন রহিয়া যায়। ভগবানের সহিত অভিন্নত্ব লাভ করা অপেক্ষা বৈষ্ণব দার্শনিক ভগবানের সেবার আনন্দই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছেন। রামপ্রসাদের উক্তি স্মরণীয় :—

চিনি হতে চাইনে মাগো চিনি খেতে ভালবাসি।

বৈষ্ণব সাধক বলেন,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপহুঁ-দাসের অনুদাস।
সেবা-অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন :—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজমন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণ-সেবনমৃতে ন সুখং কদাপি॥

শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত জীবের কোনও সুখ নাই। এই সেবার মধ্যে যে দাস্যভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাই বৈষ্ণবমতে জীব ও ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ। জীব নিত্য, ব্রহ্ম নিত্য, সম্বন্ধও নিত্য। এই দাস্য হইতেই জীবের সদ্‌গতি ; তাহার অন্তরায় মায়া।

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

—গীতা, ৭ম অঃ

এই অর্থে বৈষ্ণবেরা মায়াকে স্বীকার করেন, অন্য অর্থে নহে। মায়া মানুষের গলায় রজ্জু বাঁধিয়া সংসারে টানিয়া রাখে, জীব যে ভগবানের নিত্যদাস তাহা ভুলাইয়া দেয় :

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য।

এই মায়া বা অসৎ ভ্রমই অনর্থের কারণ :—

সদা সেবা অভিলাষ মনে করি বিশোয়াস
সর্বথাই হইয়া নির্ভয় ;
নরোত্তম দাসে বলে পড়িনু অসৎ ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥

অনর্থ-নিবৃত্তি হইলেই জীব আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখন

নিত্য সিদ্ধ প্রেম হৃদয়ে স্ফুরিত হয় ; অংশের মনে জাগে সমগ্রের সঙ্গে মিলিত হইবার প্রবল লালসা বা লৌল্য। ইহারই অপর নাম রাগানুগা ভক্তি।

বর্তমান গ্রন্থে যে ভাবে বৈষ্ণব-মত স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা পাঠে আমি উপকৃত হইয়াছি। আশা করি, সকলেই উপকৃত হইবেন। ইতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ভাদ্র, ১৩৪৬

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

---

* শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ভূমিকাটি তাঁহারই জীবদ্দশায় লিখিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার পূর্বলিখিত ভূমিকা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

"বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ"-সম্বন্ধে বৈষ্ণবদর্শন-পারদর্শী

মহামহোপাধ্যায় **পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ** মহাশয়ের

অভিমত

বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের চর্চ্চা আমাদিগের দেশে শিক্ষিতবৃন্দের মধ্যে ক্রমেই বাড়িতেছে ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা-প্রণালীর যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তিময় সাধনাপ্রণালী যাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সে সাধনা-প্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ যে দার্শনিকতত্ত্ব তাহার সন্ধান বা আলোচনা বিশেষভাবে করেন না। আমার মনে হয়, ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার ও উন্নতির পথ এখনও সংকুচিত হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণ মহাশয় "বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ" নামে যে গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমার মনে হয় যে, এতদিনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিকতত্ত্ব সরল ভাবে বুঝাইবার জন্য একখানি আবশ্যক গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ-সম্মত জীবতত্ত্ব। এই জীবতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে সাধনামার্গে প্রবেশ বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে অসম্ভব। আচার্য্য শঙ্কর

জীবকে বস্তুত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই স্বীয় ভাষ্যগ্রন্থ-সমূহে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ আচার্য্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি-বাক্যের উপরই নির্ভর করিয়া জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, অন্যদিকে বৈষ্ণব আচার্য্যগণও জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাদ যে শ্রুতিরই প্রতিপাদ্য তাহাই নিজ নিজ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের মতই গ্রাহ্য অথবা বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতই শ্রুতি-সম্মত ইহা লইয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই সন্দেহ হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। "বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদে"র লেখক বেদান্তভূষণ মহাশয় প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সন্দিগ্ধ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের মত অপেক্ষা বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতই যুক্তিসঙ্গত, সুতরাং তাহাই সুধীমণ্ডলীর গ্রহণীয় হওয়া উচিত। তিনি এই প্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের মতে কোন্ কোন্ বিষয়ে অসামঞ্জস্য প্রতীত হয়, তাহাও বিচারপূর্ব্বক দেখাইবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বৈষ্ণবদর্শনে জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ যে সকল বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন বিশেষ পরিশ্রম করিয়া বেদান্তভূষণ মহাশয় তাহা

সংগ্রহ করিয়াছেন, শুধু সংগ্রহ নয়, বাংলা ভাষায় সুন্দরভাবে তাহাদের প্রতিপাদনও করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বৈষ্ণব-মতানুসারে শুদ্ধ জীবতত্ত্বের আলোচনা বা অনুশীলন যাঁহারা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ অনুকূল হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। আশা করি বাঙ্গালী শিক্ষিতগণের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রচার ও আদর হইবে।

৺ কাশীধাম
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ওঁ

বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ

অবতরণিকা

বৈষ্ণবদর্শনের মূল ও ভিত্তি

বৈষ্ণবদর্শনের আদি মূল বেদ। বেদ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী সত্যবাক্ ঋষিগণের মুখনিঃসৃত আপ্তবাক্য এবং হিন্দুর অপৌরুষেয় প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পূজিত শাস্ত্র। ইহা বিশ্ববিবুধমণ্ডলী কর্ত্তৃকও বিশেষ সম্মানিত ও সমাদৃত। পুরাকালে এই ঋষিশাস্ত্র গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছিল। শিষ্যগণ তখন গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া ইহা শিক্ষা করিতেন, এইজন্য ইহার অপর নাম 'শ্রুতি'। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বভেদে বেদ চতুঃ-সংখ্যক। অগ্রে ইহা পদ্য, গান ও গদ্যভেদে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিসংখ্যক ছিল, এইজন্য ইহা 'ত্রয়ী' নামে খ্যাত। উত্তরকালে নূতন মন্ত্রসকল আবিষ্কৃত ও সঙ্কলিত হইয়া সঙ্কলয়িতা অথর্ব্বঋষির

নামানুসারে অথর্ব্ববেদ নামে চতুর্থবেদরূপে পরিগণিত হয়। প্রত্যেক বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ (১) এই চারিভাগে বিভক্ত। প্রধানতঃ প্রথম তিনভাগ কর্ম্মকাণ্ড এবং চতুর্থ বা অন্তভাগ 'উপনিষদ্' জ্ঞানকাণ্ড নামে অভিহিত। বেদের অন্ত অর্থাৎ 'শেষ' বা 'শীর্ষ' ভাগ বলিয়া এই জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদের নামান্তর 'বেদান্ত'। ইহাই 'বেদান্ত'শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। মুখ্যার্থে উপনিষদ্ই বেদান্ত। সাধারণতঃ উপনিষদ্ বাক্যকেই 'শ্রুতি' বলা হইয়া থাকে। উপনিষদ্,

---

(১) 'উপনিষদ্' নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক উপনিষদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত 'আল্লোপনিষদ্' নামক উপনিষদ্‌বিশেষের নামও শুনা যায়। এই সকল উপনিষদের সমস্তই বৈদিক উপনিষদ্ নহে। ঈশা, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি এই ৮ খানা 'বৈদিক' বলিয়া নির্ণীত। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ও শ্বেতাশ্বতর এই ৪ খানার বৈদিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নহে, কিন্তু ঋষিমতপ্রতিপোষক বলিয়া ইহাদিগকে 'আর্ষ' উপনিষদ্ বলা হয়। আর্ষলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মৈত্রী উপনিষদ্‌ও আর্ষশ্রেণীর অন্তর্গত। নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি উপনিষদ্ 'সাম্প্রদায়িক' এবং আল্লোপনিষদ্ 'কৃত্রিম' শ্রেণীভুক্ত। প্রথমোক্ত ১২ খানার মধ্যে ঈশা, কেন ও মাণ্ডূক্য ব্যতীত অপর ৯ খানা ব্রহ্মসূত্রকার তাঁহার সূত্র-প্রণয়নে এবং কৌষীতকি ব্যতীত অন্য ১১ খানা শ্রীমৎ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যরচনায় ব্যবহার করিয়াছেন।

উপনিষদের সারনিষ্কর্ষ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১) এবং ঔপনিষদ

---

(১) আচার্য্য শঙ্কর এই গ্রন্থকে সমস্তবেদার্থসারভূত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্যে ধৃত "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" এই শ্লোকে গীতা উপনিষদ্‌রূপ গো-মাতৃকার স্তনক্ষরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আকর্ষিত ক্ষীরসুধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

গীতা পূর্ব্বে, না ব্রহ্মসূত্র পূর্ব্বে, এই সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" ইত্যাদি বাক্যাংশে 'ব্রহ্মসূত্র' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থের ১৫শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে "বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্" এই বাক্যে 'বেদান্ত' শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়। এই বেদান্ত শব্দে বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রকেই লক্ষ্য করে, উপনিষদ্‌কে নহে, কারণ 'কৃৎ'-শব্দে কর্ত্তৃত্ব বুঝায় এবং উপনিষদ্ নিত্য অর্থাৎ 'অপৌরুষেয়', এই জন্য ইহার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না, সুতরাং 'কৃৎ'-শব্দ থাকাতে এখানে 'বেদান্ত' শব্দে 'ব্রহ্মসূত্র'কেই নির্দ্দেশ করে। এই শব্দদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বই বুঝা যায়। কিন্তু অন্যদিকে ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় পাদের ২১শ সূত্রে যে যোগীদের মৃত্যুর পর দ্বিবিধা গতির কথা সূত্রিত দেখা যায়, সূত্রের প্রধান প্রধান ভাষ্যকারগণের মতে তদ্দ্বারা গীতার ৮ম অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকোক্ত অনাবৃত্তি ও আবৃত্তিমার্গের কথাই বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা গীতার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব নির্দ্ধারিত হয়। যাঁহারা এই নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে গীতাতে যে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা প্রচলিত ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সঙ্কলনকে লক্ষ্য করা

দর্শন ব্রহ্মসূত্র (১) এই ত্রিসম্পদ্ বৈদিক ব্রহ্মবাদের

হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অপরদিকে, ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব-পক্ষীয়গণের যুক্তি এই যে গীতাতে পৌরাণিকভাবের বহুল সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ঈদৃশ সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত; সুতরাং ইহাদ্বারা ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ব-বর্ত্তিতাই প্রমাণিত হয়। তৃতীয় মত এই যে, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র সম-সাময়িক, সুতরাং গীতাতে ব্রহ্মসূত্রের এবং ব্রহ্মসূত্রে গীতার উল্লেখ কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

(১) ব্রহ্মসূত্রের অন্যান্য নাম বেদান্তসূত্র, ব্যাসসূত্র, বাদরায়ণসূত্র, শারীরক সূত্র, শারীরক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, ঔপনিষদ-দর্শন, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি। শাঙ্করভাষ্যের 'রত্নপ্রভা' টীকায় টীকাকার আচার্য্য গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন :—"শরীরমেব শরীরকং কুৎসিতত্বাৎ তন্নিবাসো শারীরকো জীবস্তস্য ব্রহ্মত্ববিচারো মীমাংসা তস্যামিত্যর্থঃ":— অর্থাৎ শরীরই কুৎসিৎ অর্থে ('ক' প্রত্যয় যোগে) শরীরক, শরীরকে যিনি বাস করেন তিনি শারীরক বা জীব।* এই জন্য জীবের ব্রহ্মত্ব-বিচার মীমাংসা-বিষয়ক সূত্রগ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম শারীরক সূত্র বা শারীরক মীমাংসা।

ব্রহ্মসূত্র বাদরায়ণ (অর্থাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস) প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ১।৩।২৬, ১।৩।৩৩, ৩।২।৪২, ৩।৪।১, ৩।৪।৮, ৩।৪।১৯, ৪।৩।১৫, ৪।৪।৭ ও ৪।৪।১২ এই ৯টী সূত্রে বাদরায়ণ নামের উল্লেখ থাকাতে সূত্রকার কখনই বাদরায়ণ হইতে পারেন না, অনেকে এই মত পোষণ করেন। সূত্রোক্ত বাদরায়ণ ব্যাসদেব না হইয়া ("বদরে বদরিকাশ্রমে অয়নং বাসো যস্য সঃ বাদরায়ণঃ" এই অর্থে) বাদরায়ণ নামক অন্য ঋষি হইতে পারেন, অন্যেরা এইরূপ বলেন। কোন

প্রস্থানত্রয় (১) নামে খ্যাত। গৌণার্থে এই প্রস্থানত্রয়ই বেদান্ত। (২)

বৈষ্ণবদর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তি বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন অবলম্বনে ব্যাখ্যাত বলিয়া এই দর্শন ষড়্‌দর্শনের (৩) মধ্যে

কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন, ব্রহ্মসূত্রে যখন বৌদ্ধ, জৈন ও ভাগবত-পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি মতের উল্লেখ আছে, তখন ইহা বেদ-সঙ্কলয়িতা ব্যাসের সমসাময়িক হইতে পারে না, অতএব ব্যাসদেব সূত্রকার নহেন। এই সকল মতের বিচার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে এই মতবৈষম্যের উল্লেখ করা হইল। কিন্তু যিনিই সূত্রকার হউন না কেন, তাহাতে ব্রহ্মসূত্রের মূল্য ও গৌরব কিঞ্চিন্মাত্রও খর্ব্ব হয় না।

(১) 'প্রস্থান' শব্দ গমনার্থক, এইস্থলে সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক বা প্রণালী-সঙ্গত ব্যাখ্যান বা বিবৃতি অর্থে ব্যবহৃত। উপনিষদ্ 'শ্রুতি'-প্রস্থান, গীতা 'স্মৃতি'-প্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্র 'ন্যায়'-প্রস্থান নামে অভিহিত।

(২) আচার্য্য সদানন্দ যোগীন্দ্র তৎকৃত 'বেদান্তসার' নামক গ্রন্থে "তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ" এই বাক্যে মুখ্য বেদান্ত উপনিষদের উপকারী অর্থাৎ তাহার তাৎপর্য্যবোধে সাহায্যকারীরূপে শারীরক সূত্রাদিকেও বেদান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বাক্যের টীকাকার নৃসিংহ সরস্বতী 'আদি' শব্দ দ্বারা ভগবদ্গীতাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রসমূহকেও বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। গৌণতর অর্থে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, বৃত্তি, টীকা প্রভৃতিকেও বেদান্ত বলা হয়।

(৩) কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলি-প্রণীত যোগদর্শন, কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, গোতম (মতান্তরে গৌতম) বা অক্ষপাদ-প্রণীত ন্যায়দর্শন, জৈমিনি-প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন এবং বাদরায়ণ বা বেদব্যাস

বেদান্তদর্শনের অন্তর্গত। ইহার অপর নাম ভাগবতদর্শন। বৈষ্ণব মতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। (১) এই অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাভূমি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইহাকে পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত করেন।

সত্যের প্রমাণ

জীববাদ দর্শনশাস্ত্রের একটী অতি দুরূহ প্রমেয় অর্থাৎ অবধার্য্য বিষয়। এমন গুরুতর বিষয়ের প্রমা অর্থাৎ নিশ্চয়-জ্ঞান অবধারণের জন্য কিরূপ প্রমাণ অর্থাৎ 'তন্নির্ণায়ক করণ বা

প্রণীত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন ষড়্দর্শন নামে বিশ্রুত। বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন হিন্দুদর্শন নহে। চার্ব্বাকদর্শন নিরীশ্বর।

(১) (ক) "অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৫ পরিচ্ছেদ।

(খ) "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥"

শ্রীমৎ জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকায় গরুড়পুরাণোক্ত উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মসূত্রাণামর্থঃ তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূতঃ ইত্যর্থঃ, তস্মাৎ তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্ব্বাচীন-মন্যদন্যদ্ভাষ্যং স্বস্বকপোলকল্পিতং, তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি।"— অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রসমূহের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত। এই হেতু এই স্বতঃসিদ্ধভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট অন্যান্য ভাষ্য অর্ব্বাচীন ও স্ব স্ব কপোলকল্পিত, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত ভাষ্যই আদরণীয়।

হেতু' গ্রহণীয় তৎসম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অনেক আলোচনা হইয়াছে। সেই আলোচনার সারমর্ম্ম অতি সংক্ষেপে এখানে সঙ্কলিত হইল।

শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ মধ্যে প্রমাণবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

আচার্য্য শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং ব্রহ্ম নিরূপণে প্রমাণ ত্রিবিধ :—শ্রুতি (বেদ বা শব্দ), গুরু ও অনুভূতি (অপরোক্ষানুভূতি)। (১) শ্রুতি ঋষিবাক্য এবং অপৌরুষেয়, অতএব ভ্রমপ্রমাদশূন্য। ইহা স্বতঃপ্রমাণ। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের (২) সাক্ষাৎ অনুভূতির নাম প্রত্যক্ষ। অনুমান ও অর্থাপত্তি নামক প্রমাণ প্রত্যক্ষসাপেক্ষ। এই সকল প্রমাণে ভ্রম থাকা সম্ভব, সুতরাং ব্রহ্মবিচারবিষয়ে এইগুলি নির্ভরযোগ্য নহে।

---

(১) যোগবাশিষ্ঠের মতও এই মতের অনুরূপ, যথা—

"স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সন্ততেনাবলোক্যতে ॥"—৪।৫৩

স্বানুভূতি, সুশাস্ত্র ও গুরু এই তিনের একবাক্যতা অর্থাৎ ঐক্যের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়।

(২) ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ—বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক মন। মতান্তরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই দশটি বহিরিন্দ্রিয়, এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়, মোট সংখ্যা চতুর্দ্দশ। অন্যান্যমতে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ১০, ১২, ১৩ এইরূপও দৃষ্ট হয়।

আচার্য্য রামানুজের মতে বস্তু তিন—চিৎ (চেতন), অচিৎ (অচেতন বা জড়) ও ঈশ্বর (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) এবং এই তিনের তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রমাণ তিনটী—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। (১) অনুমানের অর্থ পশ্চাদ্‌জ্ঞান (অনু=পশ্চাৎ, মান=জ্ঞান)। 'ব্যাপ্য (২) পদার্থের (ধূমাদির) দর্শনান্তর ব্যাপকবস্তুর (বহ্নি প্রভৃতির) নিশ্চয়কে অনুমিতি বলা হয়। অনুমিতির করণই (৩) অনুমান।' স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, অভাব, প্রতিভা (বা

---

(১) সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনেরও এই মত। চার্ব্বাক মতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। ন্যায়দর্শনমতে "প্রত্যক্ষাণুমানোপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি" (গৌতমসূত্র, ১।১।৩)—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিপ্রকার প্রমাণ। বেদান্তকারিকায় লিখিত আছে—

প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যা শব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টাবেদান্তিন স্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ॥

(২) 'যে পদার্থ না থাকিলে যে বস্তুর অভাব থাকে, সেই পদার্থের 'ব্যাপ্য' সেই বস্তু। সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য ও বহ্নি ধূমের ব্যাপক'।

(৩) 'যে জ্ঞান যে পদার্থের অনন্তর নিয়ত উৎপন্ন হয়, অথবা মধ্যে ব্যাপার থাকে, সেই পদার্থ সেই জ্ঞানের 'করণ'। বহ্নির জ্ঞান ধূম-দর্শনের অনন্তর উৎপন্ন হওয়াতে ধূমদর্শন বহ্নির অনুমিতির করণ।'

যোগজজ্ঞান) প্রভৃতি প্রমাণ প্রত্যক্ষসাপেক্ষ এবং উপমান ও অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। বেদই শব্দপ্রমাণ। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, সুতরাং শব্দই মুখ্য প্রমাণ। সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসাকারের মতে বেদ (আগম, আপ্তবাক্য বা শব্দ) স্বতঃপ্রমাণ।

এখানে বলা আবশ্যক, রামানুজের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক, সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। শঙ্করের মত ইহার বিপরীত। তাঁহার মতে জ্ঞান নিরপেক্ষ ও নির্ব্বিশেষ,—নির্ব্বিশেষ বস্তু স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ। শঙ্করের মতে অজ্ঞান ও মায়া একই বস্তু। রামানুজের মতে অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব এবং মায়া ভগবানের শক্তি। শঙ্কর ও রামানুজ দর্শনে এই গুরুতর মৌলিক প্রভেদ বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নহিলে উভয়ের মত-বিচারে ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীমৎ জীব গোস্বামী তাঁহার 'তত্ত্বসন্দর্ভ' নামক গ্রন্থে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা এই দশবিধ প্রমাণের উল্লেখ এবং ইহাদের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে তাহাতে বলিয়াছেন, এইগুলির মধ্যে "ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবদোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্"—'ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষরহিত বচনাত্মক শব্দপ্রমাণই মূলপ্রমাণ, কারণ অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে প্রমাতৃপুরুষের ভ্রমাদিদোষসম্ভাবনানিবন্ধন

মিথ্যাপ্রতীতি ঘটিতে পারে, এইজন্য উহারা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণ কিম্বা প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করা প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে সে আশঙ্কা নাই। ভৃত্যগণ যেমন রাজার অপেক্ষাধীন, অন্যান্য প্রমাণগুলি সেইরূপ শব্দ-প্রমাণের অপেক্ষাধীন। কিন্তু শব্দপ্রমাণ অন্য প্রমাণের অপেক্ষাধীন নহে, উহা স্বরাট্। স্থলবিশেষে অন্যান্য প্রমাণ শব্দপ্রমাণের যথাশক্তি সহায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ-প্রমাণ স্বাধীন,—উহা অন্যান্য প্রমাণনিচয়কে উপমর্দ্দিত (নিষ্পে-ষিত) করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। শব্দ-প্রমাণ-প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে অন্যান্য প্রমাণ বিরোধ-উত্থাপনে অসমর্থ। অন্যান্য প্রমাণের শক্তি যে বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না, শব্দপ্রমাণ সে স্থলে সাধকতম।' শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণই মুখ্য। অন্যান্য প্রমাণগুলি শব্দপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অনুগত।

শ্রীমৎ বলদেব তাঁহার 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটীর প্রমাণত্বই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং"—শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারি প্রকার প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই মতের সহিত তাঁহার মতের কোন বিরোধ নাই, কারণ ঐতিহ্য প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত, এবং শ্রীমৎ মধ্বও এই কারণেই প্রমাণ ত্রিবিধই বলিয়াছেন।

"তত্র মুখ্যা শ্রুতির্ভবেৎ"—উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ। কারণ, মায়া অর্থাৎ ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দ্বারা মিথ্যামুণ্ড-দর্শনস্থলে প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ ব্যভিচার হয় এবং পর্ব্বতে বৃষ্টিদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার পর অধিকতর ধূম উত্থিত হইলে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই ন্যায়ানুসারে অগ্নিনিশ্চয়ে অনুমানের ব্যভিচার হয়।

"অনুকূলো মতস্তর্কঃ শুষ্কস্তু পরিবর্জ্জিতঃ"—আচার্য্য বলদেব এই উক্তিতে শ্রুতির অনুকূল অর্থাৎ শ্রুত্যর্থপোষক যে তর্ক তাহাই স্বীকার করিয়াছেন এবং শুষ্ক তর্ক পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাও শ্রুতিপ্রমাণেরই মুখ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের ২।১।৬ সূত্রের ভাষ্যে শুষ্ক তর্কের বিরুদ্ধে স্বীয় মতের অনুকূলে কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উদ্ধার করিয়াছেন :—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।"
(কঠ, ১।২।৯)

—'হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম নচিকেতঃ), তুমি যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্কদ্বারা প্রাপ্য নহে, অন্যকর্ত্তৃক (অর্থাৎ বেদজ্ঞ আচার্য্য কর্ত্তৃক-ইতি বলদেব) উক্ত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইলেই তাহা সুবিজ্ঞেয় হয়।'

শুষ্ক তর্কের প্রতিকূলে উক্ত দর্শনের ২।১।১১ সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যের ভামতী টীকায় শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রণীত 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' (পূর্ব্ববিভাগ, ১ম লহরী, ৩৩) হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধার করা হইয়াছে :—

"যত্নেনাপাদিতোঽর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥"

—তর্ককুশল ব্যক্তিকর্ত্তৃক যুক্তিবলে সযত্নে লব্ধ অর্থ (সিদ্ধান্ত) ও অন্য প্রবীণতর তার্কিক কর্ত্তৃক অর্থান্তরে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। "অস্যা অপ্রতিষ্ঠা" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূ—বি, ১।৩২)—ইহার কারণ তর্কযুক্তির অপ্রতিষ্ঠতা (স্থিতিশূন্যতা) অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে অস্থিরতা বা অনিশ্চয়তা।

উক্ত সূত্রে যাহা শ্রুতি-সম্মত নহে তদ্রূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠি-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আচার্য্যগণ সকলেই একমত।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ রামানুজ লিখিয়াছেন—

"শাক্যৌলূক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-তর্কাণামন্যোন্য-ব্যাঘাতাৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে"—

'শাক্যসিংহ, ঔলূক্য (কণাদ), অক্ষপাদ (গৌতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী), কপিল ও পতঞ্জলির প্রবর্ত্তিত তর্কসমূহ পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধাপ্রাপ্ত, এই কারণে তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব প্রতীত হয়।'

শ্রীমৎ শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে প্রমাণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। দীর্ঘতানিবন্ধন মূল সংস্কৃত উদ্ধার না করিয়া আমরা স্থূলতঃ তাহার প্রয়োজনীয় অংশের ৺পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম :—

"যে বস্তু শাস্ত্রগম্য, তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উদ্যম করিতে নাই। কারণ এই যে, পুরুষ শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের কল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, সে সকল তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার (স্থির থাকার) সম্ভাবনা নাই। কেননা, কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যে-পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, এক পণ্ডিত অতি যত্নে একটী তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) প্রদর্শন করেন। আবার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। মানববুদ্ধি বিচিত্র, নানাপ্রকার, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত অর্থাৎ একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ হয় না। যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষদূষিত অর্থাৎ স্থির বা অব্যভিচারী হয় না, সেই হেতু তর্ক অবিশ্বাস্য। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থনির্ণয় করা অন্যায্য। * * * * কপিল, কণাদ প্রভৃতি সকলেই খ্যাতনামা—সকলেরই মাহাত্ম্য সর্ব্ববিদিত—অথচ তাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মতবৈপরীত্য দেখা যায়। (কপিলের মতে কণাদের ও

গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ-গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়)। * * * শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত অত্যন্ত গম্ভীর, দুরবগাহ ভাবযাথাত্ম্য অর্থাৎ অদ্বয় এবং মুক্তির কারণ জগৎকারণের কল্পনা করিতেও পারিবে না। রূপ না থাকায় সে বস্তু প্রত্যক্ষের অবিষয়, লিঙ্গ না থাকায় অনুমানের অতীত। * * * আরও দেখ, * * * সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। (আমার একপ্রকার, তোমার একপ্রকার, এরূপ নহে।) কারণ, সম্যক্‌জ্ঞান (যথার্থজ্ঞান) বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। একরূপাবস্থিত বস্তুই সত্য, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই সম্যক্‌জ্ঞান। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ, অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান। অতএব, সম্যক্‌জ্ঞানে মতামত থাকা যুক্তি-বিরুদ্ধ। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার ও বিরুদ্ধতর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্‌-জ্ঞান একই প্রকার। সম্যক্‌জ্ঞান কস্মিন্‌কালেও বিভিন্ন হয় না। * * * কতক তার্কিক গত, কতক বর্ত্তমান, কতক পরে হইবেক, সুতরাং সকল তার্কিক একসময়ে ও একস্থানে মিলিত হয় না। সেই কারণে তাঁহাদের জ্ঞানও এক বিষয়ে একরূপ হয় না। (তাঁহাদের জ্ঞানও ভিন্ন, জ্ঞেয় বস্তুও ভিন্ন, সুতরাং সেরূপ ব্যভিচরিত জ্ঞান অসম্যক্ অর্থাৎ অযথার্থ।) * * * বেদ নিত্য, তাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই সমবিদ্যমান। * * * এই কারণেই উপনিষদ্‌প্রভব জ্ঞানের সম্যক্‌তা ও তর্কপ্রভব জ্ঞানের অসম্যক্‌তা সিদ্ধ হয়।"

ইহার সার এই যে সত্যনির্ণয়ে বুদ্ধিপ্রভব তর্কের উপর নির্ভর করা যায় না, 'আগমানুসারি' তর্কের দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়।

বেদ-অর্থে সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্‌জ্ঞান মূল সত্য। বেদের অপর নাম শব্দ ও শ্রুতি। ঋষিগণ সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ মূলসত্য বা তত্ত্বের স্রষ্টা বা রচয়িতা নহেন, তাঁহারা ইহার দ্রষ্টা; তাঁহারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সত্যের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট সত্য অপরোক্ষভাবে প্রকটিত (revealed) হইয়াছিল; তাঁহারা অতীন্দ্রিয়তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের বাক্য সত্য। সত্য শাশ্বত বা নিত্য—সর্ব্বজনে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে এক, অপরিবর্ত্তনীয়; সুতরাং তাহা অপৌরুষেয়। প্রকৃতপক্ষে মূল সত্য কাহারও দ্বারাই রচিত হইতে পারে না, অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মনুষ্য আহরণ করিতে সমর্থ হয় মাত্র, জ্ঞানকে সে রচনা বা সৃষ্টি করিতে পারে না।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ অতীন্দ্রিয়তত্ত্বাবধারণে বা মূল সত্য নির্ণয়ে সাধারণতঃ sense বা ইন্দ্রিয়বোধ, understanding বা বুদ্ধি এবং reason বা যুক্তিতর্কসমন্বিত বিচারকেই একমাত্র সহায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ intuition বা অন্তর্জ্ঞান, আত্মাববোধ, সহজপ্রত্যয় বা অনুভূতি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতীয় আচার্য্যগণের মতে ইহাই চূড়ান্ত নহে। প্রতীচ্য আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত তত্ত্বনির্ণয়ে মানবীয় দিক্ অর্থাৎ পুরুষকারের দিক্

সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ইহাতে দৈব দিকের স্থান নাই। প্রাচ্যের আচার্য্যগণ তত্ত্ববিচারে দৈবদিক্ শ্রেষ্ঠ সহায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই ইঁহাদের নিকট বেদ, শব্দ বা শ্রুতি অর্থাৎ revelation-এর এত মূল্য। ইঁহাদের শ্রুতির এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের প্রমাণও প্রত্যক্ষ। সর্ব্বদাই দেখা যায়, আমরণ যুক্তিতর্কের বলে তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিয়াও অসংখ্য মানব যে অন্ধ সেই অন্ধই থাকে, অথবা অন্ধতর ও অন্ধতম হইয়া পরিণামে নাস্তিক ও কৃপার পাত্র হয়। "ষড়্দর্শনে দর্শন পেলো না, আগমনিগম তন্ত্রসারে"—ভক্ত রামপ্রসাদের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য।

নিম্নলিখিত কঠ ও মুণ্ডক শ্রুতির মর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেই বুঝা যাইবে, প্রাচ্য আচার্য্যগণের নিকট বেদ, শব্দ, শ্রুতি বা ঋষিবাক্য অর্থাৎ revelation-এর এত মূল্য কেন। শ্রুতিটী এই :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"
(কঠ, ১।২।২৩ এবং মুণ্ড, ৩।২।৩)

—'এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থধারণ-শক্তি বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহাকে (যে

সাধককে) ইনি অর্থাৎ আত্মা (ব্রহ্ম) আত্মদর্শনার্থ বরণ (১) করেন, তাঁহা দ্বারাই ইনি লভ্য ; তাঁহার নিকটে ইনি স্বকীয়া তনু অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন।'• এই বরণই সম্যক্ জ্ঞান-লাভ বা সত্যদর্শনাদির দৈব. দিক্ বা একমাত্র খাঁটি দিক্। ইহাতে সাধকের ব্রহ্মস্পর্শ, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণীশ্রবণ হইয়া থাকে, যুক্তিতর্কমূলক বিচার দ্বারা নহে। বেদ, শব্দ, শ্রুতি বা ঋষিবাক্য এই বরণেরই লিপিবদ্ধ নিদর্শন, এই জন্যই ইহার এত মূল্য।

শ্রুতির এইরূপ মূল্যদানে যদি কেহ মনে করেন, 'তবে বুঝি reason বা যুক্তিতর্কমূলক বিচারের কোনুই মূল্য নাই', তাহা হইলে নিতান্তই ভুল মনে করা হইবে। বিচারেরও যথোচিত মূল্য আচার্য্যগণ দিয়াছেন বলিয়াই সত্যের প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা

---

(১) এই বরণের ফল সম্বন্ধে কৌষীতকি উপনিষদে একটী অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে (কৌষী ১)। সাধক যখন ব্রহ্মের সহিত যোগের ভূমিতে উপনীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মালঙ্কারে ভূষিত হন, ক্রমে তাঁহার মধ্যে ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্মরস, ব্রহ্মতেজ ও ব্রহ্মযশ প্রবেশ করে, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও বাক্যালাপ হয়, এবং ব্রহ্ম হইতে তিনি যে অভিন্ন, "যত্ত্বমসি সোঽহমস্মি" (তুমি যে আমিও সে) ব্রহ্মকে তিনি এই কথা বলিতে সমর্থ হন। "স ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতঃ।.........তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি।.........তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি।.........তং ব্রহ্ম-তেজঃ প্রবিশতি।.........তং ব্রহ্মযশঃ প্রবিশতি।.........যত্ত্বমসি সোঽ-হমস্মি।" (কৌষী ১)।

সূত্রভাষ্যে ও অন্যত্র এত বহুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক তত্ত্বনির্ণয়ে বিচারই তত্ত্বান্বেষীর প্রধান সহায়, কিন্তু অতিপ্রাকৃতিক, ইন্দ্রিয়াতীত, অচিন্ত্য বস্তু-বিষয়ক তত্ত্বাবধারণে আচার্য্যগণ শ্রুতিপ্রমাণের স্থান সর্ব্বোপরি বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রুতি বা revelation ব্রহ্মপ্রকটিত সত্য, বিচার-লব্ধ তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইহা বিচারসহ। "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং"—এই যখন অবস্থা, তখন শ্রুত্যাদির প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে যুক্তিতর্কসমন্বিত বিচার (reason)-এরও যে প্রয়োজন আছে ইহা বলাই বাহুল্য। বিচারের কষ্টিপাথরে শ্রুতির সত্যতা এবং ইহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন ও সম্যক্ সমর্থিত হয়। যাহা শ্রুতি বা সম্যক্ জ্ঞান বা মূল সত্য, বিচারে তাহা 'সর্ব্বতোভদ্র' এবং নিত্য বলিয়াই প্রমাণিত ও নির্ণীত হয়। শ্রত্যনুমত বিচারই বেঁদান্তদর্শনের অবলম্বন। বাচস্পতি মিশ্র ভামতী টীকায় বলিয়াছেন, "শব্দাবিরোধিন্যা তদুপজীবিন্যা চ যুক্ত্যা বিবেচনং মননম্" (ভা, ১।১।২)। শ্রুতিবিরুদ্ধ যুক্তির কোনও আদর নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই। শ্রুতির অবিরোধি-যুক্তির দ্বারা সত্য নির্ণয় করিতে হয়।

শ্রীমৎ শঙ্কর প্রথমে ২।১।৬ সূত্রের ভাষ্যে স্মৃত্যুক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া পরে ২।১।২৭ সূত্রের ভাষ্যে তাহার পুনরুল্লেখপূর্ব্বক স্বীয় মতের সমর্থনে বলিয়াছেন—

"তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ ইতি॥

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ"

—'পৌরাণিকগণও একথা বলিয়াছেন :—যে বস্তু অচিন্ত্য, চিন্তার অগোচর, সে বস্তুকে তর্কারূঢ় করিবে না। যাহা প্রকৃতির পরে তাহাই অচিন্ত্য। (প্রকৃতি = প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের স্বভাব; পর—তদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ কেবল উপদেশের গোচর; লক্ষণ = স্বরূপ।) এই হেতু অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপবোধ শব্দমূলকই (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণমূলক নহে)।'

অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণ প্রধানতঃ ত্রিবিধ :—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। শব্দ মুখ্য প্রমাণ, ইহাই ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য। (১) বেদান্তদর্শন, তথা বৈষ্ণবদর্শন, শব্দপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার যুক্তিতর্কও শাস্ত্রানুসারী। বেদান্তদর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তি, ২।৪,৯)—'মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে', তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় ও অচিন্ত্য—

(১) মহর্ষি বাদরায়ণ স্বয়ং বেদান্তদর্শনের বহু সূত্রে শাস্ত্র বা ঋষিবাক্যকেই আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩), 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি' ইত্যাদি (২।১।১১), এবং 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (২।১।২৭) প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য।

অবাঙ্মনসোগোচর, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতীত। অতএব ব্রহ্মপ্রতিপাদনে শব্দই প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে একের তর্কলব্ধ সিদ্ধান্তকে যখন অন্য অধিকতর তর্ক-নিপুণ ব্যক্তি যুক্তিবলে খণ্ডবিখণ্ড করেন এবং এইরূপ পর পর প্রখরাৎ প্রখরতর তর্ককুশল ব্যক্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির মীমাংসা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-সিদ্ধ ধারাবাহিক সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের যখন সম্পূর্ণ পরাভব হয়, তখন অতীন্দ্রিয় ও অচিন্ত্য বস্তুনির্ণয়ে শব্দপ্রমাণই মুখ্য বা একমাত্র প্রমাণ,—আচার্য্যগণ একবাক্যে ইহাই বলিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আচার্য্যগণ শ্রুতির যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়াও অসংখ্য বিরোধিমতবাদ নিরসনের জন্য মল্লবেশে কত না তর্ক ও বিচারযুদ্ধ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তাবধারণ সহজ-সাধ্য নহে। ইঁহারা বিচারবিহীনভাবে অন্ধের ন্যায় কোন মতের অনুসরণ না করিয়া সম্যক্ বিচারিত বা মীমাংসা-পরিশোধিত বেদার্থবিজ্ঞানকেই স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সূত্রগ্রন্থ-পরিচয় ও ভাষ্যবৈচিত্র্য

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধনির্ণয়ই ব্রহ্মসূত্রের, তথা বৈষ্ণবাদি সমুদয় বেদান্তমতাবলম্বি-দর্শনের, মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ত্রিতত্ত্ব সম্বন্ধে মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণের মুখনিঃসৃত মহামূল্য বাণী বেদের নানাস্থানে উপনিষদের কলেবরে নিবদ্ধ আছে, সেই সমুদয়ের দার্শনিক

বিচারসম্ভূত চরমসিদ্ধান্ত অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকারে ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। বেদমূলক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামনীষী আচার্য্যগণ স্ব স্ব মতের অনুকূলে এই সূত্রগ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত। এই তিনের প্রধান আচার্য্য যথাক্রমে শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব। এই ত্রিবিধ প্রধান মতবাদ ব্যতীত আরও অনেকপ্রকার মতবাদ দৃষ্ট হয়। দার্শনিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেইগুলির প্রায় সমস্তই এই তিনের কোন না কোনটীর অন্তর্ভুক্ত, প্রভেদ যাহা লক্ষিত হয় তাহা মৌলিক নহে, পরন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা সামান্য এবং অবান্তর বা আনুষঙ্গিক-বিষয়-সংক্রান্ত।

ভাষ্যকারগণের মধ্যে দর্শনরাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্, প্রতিভার দীপ্তসূর্য্য, কুশাগ্রবুদ্ধি সন্ন্যাসাশ্রমী ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম শীর্ষস্থানীয় ও বিশ্ববিশ্রুত। আধুনিককালে ইনিই অদ্বৈতমতের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকৃত। ইঁহার ভাষ্য নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ একান্ত অদ্বৈতবাদ সমর্থক। এই ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য। ইহা সাধারণতঃ শাঙ্কর ভাষ্য নামে পরিচিত। অদ্বৈতবাদের মূল ঋগ্বেদের "একং সৎবিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতারিশ্বানমাহুঃ" (১।১৬৪।৪৬)—'বিপ্রগণ (মেধাবিগণ বা ঋষিগণ) সেই এককে বহু বলিয়া বর্ণনা করেন, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন'; এবং

"আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধ্যান্যন্ন পরঃ কিংচনাস" (১০।১২।৯২)—কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসশূন্যভাবে আত্মামাত্র অবলম্বনে জীবিত ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না'—এই দুই শ্রুতিতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১) ব্রহ্মর্ষি আরুণির উক্তিতে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে তদীয় শিষ্য ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতে (উপদেশে) অদ্বৈতমত আরও বিকশিত আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) ব্রহ্মসূত্রকার ১।৪।২২শ সূত্রে অদ্বৈতবাদী আচার্য্য কাশকৃৎস্নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে আচার্য্য গৌড়পাদের নাম সর্ব্বজনবিদিত। শ্রীমৎ শঙ্কর স্বীয় অদ্বৈতবাদ-সমর্থক ভাষ্যের জন্য সাক্ষাৎভাবে আচার্য্য উপবর্ষের নিকট ঋণী।

শৈবভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বৈদান্তিকগণের নিকট অতি সুপরিচিত। তাঁহার মতের নাম শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে নিম্বার্ক

---

(১) ছান্দ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ।

(২) মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ, ২।৪ ও ৪।৫ এবং জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, ৪।৩, ৪ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উপনিষদে আরুণি ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত পিপ্পলাদ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী। আরুণি এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক-আচার্য্য।

সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-আচার্য্য শ্রীমন্ নিম্বার্ক (১), শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-আচার্য্য শ্রীমদ্ রামানুজ, মাধ্বি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক-আচার্য্য শ্রীমন্ মধ্ব (২), রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্ বল্লভ ও গৌড়ীয় বা চৈতন্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যা-ভূষণ, এই সকল আচার্য্যের ভাষ্য এতদ্দেশে সুপরিচিত ও প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত। আচার্য্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদী ; ইঁহার ভাষ্যের নাম 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'। এই ভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত। আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ; সম্প্রদায়ের নামানুসারে ইঁহার ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য ; ইনি নিজে ইহাকে শারীরকভাষ্য বলিয়াছেন। আচার্য্য মধ্ব দ্বৈতবাদী ; ইঁহার মতের অপর নাম স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ ; ইঁহার ভাষ্যের নাম মাধ্বভাষ্য, পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন। আচার্য্য বল্লভ

---

(১) প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে নিম্বার্ক রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী। নিম্বার্কের অপর নাম নিম্বাদিত্য, নিয়মানন্দ ও ভাস্করাচার্য্য। ভাস্করাচার্য্য নামে ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একজন আচার্য্যও ছিলেন। নিম্বার্ক সম্প্র-দায়ের অপর এক নাম নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়। ইহাকে চতুঃসন বা সনকাদি সম্প্রদায়ও বলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্য সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই ঋষিচতুষ্টয়ের নামের প্রথমাংশ 'সন' হইতে 'চতুঃসন' নামের, এবং প্রথমঋষি সনকের নাম হইতে 'সনকাদি' নামের উদ্ভব।

(২) ইঁহার অপর নাম আনন্দতীর্থ ও পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী (১); ইঁহার ভাষ্যের নাম অণুভাষ্য। এবং আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী (২); ইঁহার ভাষ্যের নাম গোবিন্দভাষ্য। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় নামে অপর একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। ইহার প্রবর্ত্তক-আচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী। ইনি বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার। ইঁহার ভাষ্য অত্যন্ত দুর্ল্লভ এবং বঙ্গদেশে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব একপ্রকার নাই বলিলেও হয়। বিষ্ণুস্বামীর মতে জীব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, এইজন্য ইঁহার মত বিশুদ্ধাদ্বৈত নামে খ্যাত। (৩)

---

(১) কেহ কেহ ইঁহার মতকে শুদ্ধদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করেন। বল্লভের অনুবর্ত্তিগণের মতে ব্রহ্ম শুদ্ধস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জগৎ কার্য্যরূপে তাঁহাতে অবস্থিত। সুতরাং কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্বহেতু তাঁহাদের মতের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নাম সমীচীন। এই নামের বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, জীব ও ব্রহ্ম যখন এই মতে পৃথক, তখন ইহাকে শুদ্ধাদ্বৈত না বলিয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদ বলাই সঙ্গত।

(২) শ্রীমৎ জীব গোস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের উদ্ভাবন-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত।

(৩) আচার্য্য মধ্ব সাংখ্যপ্রভাবিত দ্বৈতবাদী, অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ সকলেই সবিশেষ অদ্বৈতবাদী। উপনিষদে জনক, প্রবাহণ, চিত্র প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এবং প্রজাপতি, ইন্দ্র, সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ সবিশেষ অদ্বৈতবাদী। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদে উপনিষদের এই সবিশেষ অদ্বৈতবাদ

গৌড়ীয় ভাষ্যের অনুপ্রাণনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং তিনিই ইহার উপাস্য। প্রবর্ত্তকের নামানুসারে ইহার অপর নাম চৈতন্য-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আচার্য্য নিম্বার্ককে বৈষ্ণবমতের প্রধান বা প্রবর্ত্তক আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। গৌড়ীয় মতের উপর নিম্বার্ক মতের প্রভাবও সুস্পষ্ট। গৌড়ীয় ও নিম্বার্ক এই উভয় সম্প্রদায়ই ভেদাভেদবাদী, এবং সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই পরিণামবাদী। চেতন ব্রহ্ম কিরূপে অচেতন বা জড়জগতে পরিণত হন, এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য নিম্বার্ক বলিয়াছেন "অসাধারণশক্তিমত্ত্বাৎ"।

সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যের ৮ম অধ্যায়ের ৭ম হইতে ৮ম খণ্ডে প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে এবং ৯ম হইতে ১২শ খণ্ডে ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে এবং কৌষীতকির ৩য় অধ্যায়ে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন সংবাদে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের খণ্ডন দ্রষ্টব্য। চিত্রের মত কৌষী, ১ম অধ্যায়ে, নারদ-সনৎকুমার সংবাদ ছান্দোগ্যের ৭ম অধ্যায়ে, প্রবাহনের মত ছান্দো, ৫ম অধ্যায়ে এবং জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ বৃহ, ৪।৩, ৪এ দ্রষ্টব্য। একান্ত অদ্বৈতবাদীর ব্যতিরেক বা নেতি নেতি প্রণালীর (logic of exclusionএর) পরিণাম একপ্রকার শূন্যবাদ। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মকে সবিশেষ অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব নঞ্ তৎপুরুষ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অন্বয় প্রণালী বা logic of inclusion বা comprehension-এর ফলে ব্রহ্ম পরমপুরুষ, জীব ও জগৎ তাঁহার প্রকাশ এবং জীব ও ব্রহ্মে প্রেমসম্বন্ধ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'অসাধারণ' শব্দের স্থলে 'অচিন্ত্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য শব্দও নিম্বার্কই ব্রহ্মের শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন। গৌড়ীয় মতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নাম নিম্বার্ক-প্রভাবেরই ফল।

গৌড়ীয় মতের উপর আচার্য্য রামানুজের ভক্তিবাদের প্রভাবও প্রভূত। এই ভক্তিবাদ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বিকশিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে অধিকতর মনোহর ও শক্তিশালী করিয়া বঙ্গ ও উৎকলকে ভক্তি-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিল। "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়" এই প্রচলিত বাক্য এখনও সেই প্লাবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মাধ্ব মতের প্রভাবও গৌড়ীয় মতের উপর সামান্য নহে। মহাপ্রভুর জীবিতকালে তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য ছিল না। তিনি মাধ্ব ভাষ্যকেই সর্ব্বোত্তম বিবেচনায় ইহার ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। যে যে স্থলে মধ্বের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল, সেই সেই স্থলে তিনি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। (অঙ্কনাদি মাধ্বসাধনও গৌড়ীয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।) শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণের 'প্রমেয়-রত্নাবলীর' 'কান্তিমালা' টীকায় "মধ্বোমুনিরস্মৎপূর্ব্বাচার্য্যঃ" এই বাক্যে শ্রীমন্ মধ্বকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার গোবিন্দভাষ্য যে মাধ্বভাষ্যের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত এবং স্থানে স্থানে এই দুইয়ের মধ্যে যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীচৈতন্য শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্যের সমসাময়িক এবং উভয়ের মধ্যে বিচার হইয়াছিল। গৌড়ীয় মত ও বল্লভীয় মত একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার ভাষ্যে কোন কোন স্থলে, বল্লভের অনুসরণ করিয়াছেন। বল্লভের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীচৈতন্য শেষ বয়সে মধুর ভাবের সাধন করিয়াছিলেন। বল্লভের পুষ্টিমার্গ (বা পুষ্টিভক্তিমার্গ বা রাগমার্গ) সাধনের পরিণতি গৌড়ীয় মধুর ভাব সাধন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বল্লভীয় ভাষ্যের প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছে।

উল্লিখিত সমুদয় প্রভাবই অল্পাধিক পরিমাণে শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রধান অনুপ্রাণনা ও উপাদান তিনি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীমৎ রূপ ও শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয় এবং সর্ব্বোপরি এই শিষ্যদ্বয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমৎ জীব গোস্বামী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ জীব গোস্বামীর টীকাসহ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত', বৈষ্ণবতোষিণী ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ভাষ্য 'সিদ্ধান্তসার', এবং শ্রীমৎ জীব গোস্বামীর ভাগবতের টীকা 'ক্রমসন্দর্ভ' এবং তৎকৃত 'ষট্সন্দর্ভ' ও 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা গোবিন্দভাষ্য সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রাণিত। এই গোস্বামী ত্রয়ের সমস্ত গ্রন্থই অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে লিখিত।

আমাদের অনুসৃত প্রণালী

উপরি-উক্ত বিভিন্ন বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণের সূত্রব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র ঐকমত্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ইঁহাদের সিদ্ধান্তে গুরুতর অনৈক্য নাই। ইঁহাদের কেহই একান্ত অদ্বৈতবাদী নহেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বৈত ও সবিশেষ অদ্বৈত এই দ্বিবিধমত দৃষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতমত নিরসনে সকলেই বদ্ধপরিকর। ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই ইঁহারা সুশৃঙ্খলভাবে বিরোধি-মতের বিচার এবং স্বীয় স্বীয় মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের সূত্র ও অধিকরণ বিভাগ সম্বন্ধে ইঁহাদের মধ্যে স্থলে স্থলে বৈষম্য আছে। কোন কোন স্থলে পাঠভেদও দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শঙ্করের ২।১।১১ সূত্রকে রামানুজ দুইটী সূত্রে বিভক্ত করিয়াছেন। শঙ্করের ২।২।৩৮ সূত্রটী রামানুজে নাই। মধ্বের ১।১।৯ সূত্রটী শঙ্করে নাই। শঙ্করের ৩।৩।৪৮ ও ৪৯ সূত্রদ্বয় মধ্বের ৩।৩।৪৬ সূত্র। শঙ্করের ৪।৩।৫ সূত্র নিম্বার্কে নাই। শঙ্করের ২।৩।২৬ ও ২৭ সূত্রকে নিম্বার্ক এক করিয়া সংখ্যা ২৬ করিয়াছেন, রামানুজ এক করিয়া সংখ্যা ২৭ করিয়াছেন এবং বলদেব এক করিয়া সংখ্যা ২৫ করিয়াছেন। ১।২।২০ সূত্রের শঙ্কর ও রামানুজের পাঠ ভিন্ন। ইত্যাদি ইত্যাদি। সূত্র সংখ্যায় এবং স্থলবিশেষে পাঠেও ভাষ্যকারদের মধ্যে

এইরূপ বৈষম্য থাকাতে, আমরা বক্তব্যবিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে শঙ্করভাষ্যের গৃহীত সূত্রসংখ্যা গ্রহণপূর্ব্বক, প্রয়োজনানুসারে শঙ্করের অদ্বৈতমত উল্লেখ করিয়া, বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের অনুসরণে দ্বৈত ও প্রধানতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে (অদ্বৈত-বাদানুযায়ী) জীববাদের আলোচনা করিব, এবং এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মসূত্রোক্ত জীবতত্ত্ববিষয়ক সূত্রনিচয় এবং সেই সঙ্গে তদ্বিষয়ক বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে উল্লিখিত সুপরিচিত ও প্রামাণিক বৈষ্ণব ভাষ্য সকলের আলোচনা ও যথাসম্ভব তুলনামূলক বিচার দ্বারা বৈষ্ণবদর্শনসম্মত জীববাদ-বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্যমূলেই আমাদের এই নিবন্ধের সূচনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবপরিচয়

জীববাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে জীবপরিচয় অর্থাৎ 'জীব বলিতে কাহাকে বুঝায়' ইহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। দেহাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেহদ্বারা সীমাবদ্ধ (সহজ কথায়, দেহধারী) আত্মার নাম জীব। শাস্ত্রমতে জীব চতুর্ব্বিধ। ঐতরেয় উপনিষদে (ঐত, ৩।৩) "অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানিচোদ্ভিজ্জানি"—অণ্ডজ (পক্ষিসর্পাদি), জারুজ বা জরায়ুজ (মনুষ্যাদি), স্বেদজ (তাপজাত দংশ-মশক-যূক-মক্ষিকাদি) ও উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষাদি)—জীবের এই চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে "অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু প্রাণোহি জীবমনুধাবতি।" (১১।৩।৩৯)—প্রাণ অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ সমুদয় জীবের অনুসরণ করে—এই বাক্যে অণ্ড অর্থাৎ অণ্ডজ, পেশি অর্থাৎ জরায়ুজ, তরু অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ এবং অবিনিশ্চিত অর্থাৎ স্বেদজ, এই চারি শ্রেণীর জীব উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি" (৬।৩।১)।—'সেই সেই ভূতসমূহের তিনটি বীজ বা কারণ—(ইহারা) অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ', এই বাক্যে অণ্ডজ, জীবজ বা জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকার জীবের উল্লেখ দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্রকার ৩।১।২০ সূত্রে ছান্দোগ্যোক্ত জীবের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করিয়া তৎপরবর্ত্তি-সূত্রদ্বারা শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত এই বৈষম্যের নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন—

"তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য" (ব্র, সূ, ৩।১।২১)

ছান্দোগ্যোক্ত 'তৃতীয় শব্দ' অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারা 'সংশোকজ' অর্থাৎ স্বেদজ জীবের 'অবরোধ' অর্থাৎ সংগ্রহ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ স্বেদজজীব উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত, কেননা উদ্ভিজ্জ যেমন ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়, তেমনই স্বেদজ দংশ-মশকাদিও ঘর্ম্ম-জলাদি ভেদ করিয়া জন্মলাভ করে। গোবিন্দ-ভাষ্য বলেন, এই দুয়ের মধ্যে লৌকিকভেদের কারণ এই যে উদ্ভিজ্জ স্থাবর অর্থাৎ স্থায়ী এবং স্বেদজ জঙ্গম অর্থাৎ গমনশীল, অতএব সূত্রকারের এই সমাধানের দ্বারা নির্ণয় হইল জীব চতুর্ব্বিধ।

জীবের এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই বেদান্ত ও বেদান্ত-সূত্রকারের সহিত একমত।

জীব শব্দের এই ব্যাপক অর্থ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানাচার্য্য ৺ডক্টর্ স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের বলে তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিজ্জের জীবত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে জীবশব্দের নানাপ্রকার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—'শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য'; 'ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রাণসমূহের ধারণ-কর্ত্তা' ("প্রাণান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ ধারয়ন্ জীব উচ্যতে"—ইতি

ভাগবত); 'উপাধি (১)-প্রবিষ্ট ব্রহ্ম'; 'অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্ম'; 'অন্তঃকরণগত চিৎপ্রতিবিম্ব'; 'অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য'; 'অবিদ্যাগত চিৎ-প্রতিবিম্ব' (সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি) (২); 'পূর্ব্বাপর-

---

(১) দেহ, বাক্, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ প্রভৃতিকে আত্মার 'উপাধি' বলা হয়। কোন কোন স্থলে বৃত্তিবিভাগ অনুসারে অন্তঃকরণকে মনঃ প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সংশয়াদিবৃত্তিক মন, নিশ্চয়াদিবৃত্তিক বুদ্ধি, গর্ব্ববৃত্তিক অহঙ্কার (বিজ্ঞান) এবং স্মৃতিপ্রধানবৃত্তিক চিত্ত।—(ব্র, স্থ, ২।৩।৩২ এর শাঙ্করভাষ্য টীকা)। 'উপাধি-প্রবিষ্ট ব্রহ্ম', 'অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্ম' এবং ঈদৃশ অন্যান্য সংজ্ঞা শঙ্করমতানুযায়ী। শঙ্কর নানাস্থানে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন 'অবিকৃত-ব্রহ্মই স্বীয় অবিদ্যাদ্বারা সংসারী অর্থাৎ জীবভাবাপন্ন হন।' 'কৌন্তেয় অর্থাৎ কুন্তীপুত্র কর্ণ যেমন কোনরূপ বিকারপ্রাপ্ত না হইয়াই রাধেয় (রাধাপুত্র) হইয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রহ্মও অবিকৃত থাকিয়াই জীবভাবাপন্ন হন।' উক্ত ভাষ্যের বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য (মণ্ডন মিশ্র) সেই কথাই অন্য একটী দৃষ্টান্তদ্বারা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাজসূনোঃ স্মৃতিপ্রাপ্তৌ ব্যাধভাবো নিবর্ত্ততে।
তথৈবমাত্মনোঽজ্ঞস্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যতঃ॥—

রাজপুত্রের স্মৃতি প্রাপ্তি হইলেই তাহার ব্যাধভাব নিবর্ত্তিত হয়। তদ্রূপ অজ্ঞ আত্মারও 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা জীবভাব নিবর্ত্তিত হয়।

(২) শঙ্করভাষ্যের 'সংক্ষেপশারীরকম্' নামক 'প্রকরণ-বার্ত্তিক'কার। ইঁহার অপর নাম নিত্যবোধাচার্য্য। ইনি শাঙ্করমতাবলম্বী।

কালস্থায়ী, সুখোপলব্ধি ও সুখসাধনপদার্থবিষয়িণী ইচ্ছার কর্ত্তা' (ন্যায়দর্শন)।

বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা জীব বলিতে দেহাবচ্ছিন্ন অস্মৎ-শব্দ-বাচ্য বা অহঙ্কারাত্মক অর্থাৎ 'আমি' এই জ্ঞানবিশিষ্ট জীব-শ্রেষ্ঠ মানবাত্মাকেই বুঝিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবের স্বরূপ নির্ণয়

'জীববাদ' বলিতে বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয়াবস্থ জীবের স্বরূপ-বিষয়ক মতের বিচার ও সেই বিচারলব্ধ সিদ্ধান্তকে বুঝায়। কর্ত্তৃত্বাদি বিভূতি স্বরূপের অন্তর্গত। এইজন্য আমরা এখন জীবের স্বরূপ-নির্ণয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৬সংখ্যক সূত্র হইতে ৫৩সংখ্যক সূত্র (অর্থাৎ শেষ সূত্র) পর্য্যন্ত অংশে জীব-সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্বের এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে মুক্ত জীবের স্বরূপাদি বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। আমরা প্রথমে এক একটী করিয়া ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের উল্লিখিত সূত্রসমূহের জীববিষয়ক তত্ত্বের আলোচনাদ্বারা বৈষ্ণবদর্শন-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

(১) জীব নিত্য

উপনিষদে জীবের উৎপত্তিবোধক ও অজত্ববোধক এই উভয়বিধ শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। এই 'শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি' অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যনিবন্ধন জীব (আকাশাদির ন্যায়) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, না ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য, এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। এই সংশয় নিরাকরণ একান্ত প্রয়োজন।

[ক] জীবের উৎপত্তিবোধক শ্রুতি

প্রথমতঃ আমরা জীবের উৎপত্তিবোধক কয়েকটী শ্রুতির উল্লেখ করিব।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত" (২।৬)—'তিনি (পরমাত্মা) তপস্যা করিয়া এই সমুদয় (অর্থাৎ জীবাদি যাহা কিছু আছে সমস্ত) সৃষ্টি করিলেন।'

শ্রীভাষ্যধৃত তৈত্তিরীয়ের অপর এক শ্রুতিতে আছে, "যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যাম্" (তৈত্তি, অন্ত, ১।১)—'যাঁহা হইতে জগৎ-প্রসূতি প্রসূত হইয়াছেন এবং যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' তৈত্তিরীয়ের অন্যত্র আছে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (৩।৩)—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত (জীবাদি) জন্মলাভ করে।'

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে, "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ" (৬।৮।৪ ও ৬) 'হে সৌম্য, সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মই এই সমস্ত প্রাণিগণের মূল।'

যজুর্বেদীয় সুবালোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "এতস্মাজ্জায়তে" (২।১।৩)—'(সমস্ত পদার্থ) ইহা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়।'

যজুর্বেদ আরও বলেন, "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" (২ অষ্ট —শ্রীভাষ্যধৃত)—'প্রজাপতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' এই সমুদয় শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে জীব সৃষ্ট, ইহার জন্ম আছে।

[খ] জীবের অজত্ব ও অমরত্ববোধক শ্রুতি

কিন্তু উপনিষদে এমন বহু শ্রুতি আছে যাহা জীবের অজত্ব ও অমরত্ববোধক। এই স্থলে তাহার একটী মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে, পরে স্থানান্তরে আরও উল্লেখ করা যাইবে।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃশাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" (১)—(১।২।১৮)।

—'বিপশ্চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানী আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই, ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই, ইহা হইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত

---

(১) এই শ্রুতিটি গীতার ২য় অধ্যায়ে ২০শ শ্লোকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(অপক্ষয়বর্জ্জিত) ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।'

ইহাতে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, জীব যদি নিত্যই হন, তাহা হইলে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি কিরূপে সঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার সূত্র করিলেন—

"চরাচরব্যপাশ্রয়স্তুস্যাৎ তদ্ব্যপদেশোভাক্ত- (১) স্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ।" (২।৩।১৬)

[পদচ্ছেদ ঃ—'তদ্ব্যপদেশঃ' (জীবের জন্ম মৃত্যু কথন) ভাক্তঃ স্যাৎ (গৌণ হয়), ইহা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর কথন 'চরাচর-ব্যপাশ্রয়ঃ' (স্থাবর ও জঙ্গম শরীরবিষয়ক), 'তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ' ('তদ্ভাবে' শরীরভাবে অর্থাৎ দেহযোগ হওয়াতে)

---

(১) 'অভাক্তঃ' ইতি বা পাঠঃ। শ্রীমৎবলদেব 'অভাক্তঃ' পাঠ গ্রহণ করিয়া এই সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এই—'চরাচরব্যপাশ্রয়স্তদ্ব্যপদেশো জঙ্গম-স্থাবর-শরীরবাচকস্তত্তচ্ছব্দো ভগবত্যভাক্তো মুখ্যঃ স্যাৎ। কুতঃ তদ্ভাবেতি। তদ্ভাবস্য সর্ব্বেষাং শব্দানাং ভগবদ্বাচকভাবস্য শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধং ভবিষ্যত্বাৎ। তদ্বুদ্ধেরুদ্দেশ্য-ত্বাদিতি যাবৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। ইত্যাদয়ঃ। (শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধমিতি বেদান্তাধ্যয়নাৎ তদর্থানুভবাৎ চোত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ। তদ্বুদ্ধেস্তা-দৃশজ্ঞানস্য। ইতি টীকায়াং।)—ইহার অর্থ এই 'চরাচরবাচী অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমবাচী শব্দসকল ভগবানে মুখ্যই হইবে, গৌণ নহে। কারণ, শব্দসকলের ভগবদ্বাচক ভাব শাস্ত্রশ্রবণের পরই হইয়া থাকে। তাদৃশ জ্ঞানই উদ্দেশ্য। শ্রুতিতেও এইরূপই বলিয়া থাকেন।' ইত্যাদি। শ্রীমৎ

'ভাবিত্বাৎ' (জন্মমৃত্যু হয় বলিয়া)]—ইহার অর্থ এই, জীবের যে জন্মমৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে তাহা চরাচর অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম দেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া নহে; জীবের জন্মাদি ভাক্ত (metaphorical)

রামানুজ 'ভাক্তঃ' পাঠ গ্রহণ করিয়া দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—'প্রথমপক্ষে তিনি বলিয়াছেন, জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণস্বরূপ; ব্রহ্ম সে সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ীভূত বিশেষ্য—প্রকারী; সুতরাং প্রকারীভূত ব্রহ্মের অধীন জগতে যত শব্দ আছে, সমস্তই তাদৃশ বিভূতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বাচক; তবে যে ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলিও ব্রহ্মেরই প্রকার, এই জন্য ব্যবহারক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝাইয়া দেশকেও (ব্রহ্মের প্রকার বা অংশমাত্রকেও) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহা মুখ্যার্থ নহে। দ্বিতীয় পক্ষে তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থবোধে শক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি চরাচর সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও ব্রহ্ম অর্থে অভাক্ত অর্থাৎ গৌণার্থ নহে, মুখ্যার্থই বটে; কারণ ব্রহ্মই নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই নামের (শব্দের) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন; অর্থাৎ নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কোন শব্দই তাঁহাতে অপ্রযুক্ত হইতে পারে না।'

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ।)

অর্থাৎ ঔপচারিক বা গৌণ, মুখ্য নহে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অর্থাৎ জীবের জন্ম ও অজত্ব সম্বন্ধে উপরি-উক্ত শ্রুতিবিরোধ ভঞ্জনার্থে আচার্য্য মধ্ব ব্যোমসংহিতার নিম্নলিখিত বচন উদ্ধার করিয়া উপাধি (অর্থাৎ আধার বা দেহাদি) অপেক্ষায়ই নিত্যজীবের উৎপত্তির যুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বচনটী এই—

"উৎপদ্যন্তে চিদাত্মানো নিত্যানিত্যঃ পরাত্মনঃ।
উপাধ্যপেক্ষয়া তেষামুৎপত্তিরপি গীয়তে॥"

চিন্ময় পরমাত্মা হইতে নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু উপাধি অপেক্ষায়ই নিত্য পদার্থের উৎপত্তি কথিত হয়।

এই ১৬শ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য অতি বিশদ। তাহাতে উক্ত হইয়াছে, 'দেবদত্ত (অর্থাৎ অমুক) জন্মিয়াছে, দেবদত্ত (অর্থাৎ অমুক) মরিয়াছে, এইরূপ লৌকিক উল্লেখ ও শাস্ত্রে জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের বিধান থাকায় ভ্রম হইতে পারে যে (ক্ষিত্যাদি) পঞ্চমহাভূতের ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি ও প্রলয় আছে। এক্ষণে সে ভ্রম অপনোদিত হইতেছে। শাস্ত্র ও কর্ম্মফলসম্বন্ধ, এই দুই হেতুতে নিশ্চিত হয়, জীবের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। জীব শরীরবিনাশের সঙ্গে বিনষ্ট হইলে পারলৌকিক ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহার-বোধক শাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না। বিশেষতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত" ইতি (ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩) 'জীবপরি-

ত্যক্ত দেহই মরে, জীব মরে না।' যদি বল, জীব জন্মে ও মরে এই লৌকিক ব্যপদেশের (প্রয়োগের) গতি কি ? গতি আছে। লোকমধ্যে যে জীবের জন্ম-মরণ-সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়, সে সংজ্ঞা বা প্রয়োগ গৌণ। জন্ম ও মরণ, এই দুই শব্দের মুখ্য আশ্রয় কি, যাহার অনুগুণে এই দুই শব্দ জীবে গৌণ বা ঔপচারিকরূপে প্রযুক্ত হয় ? তাহা বলিতেছি। স্থাবর ও জঙ্গম, এই দ্বিবিধ দেহবিষয়েই জন্ম-মরণ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। স্থাবর-জঙ্গম দেহই জন্মে ও মরে, সেই জন্য স্থাবর-জঙ্গম দেহের উপরেই (দেহের ভাব অভাব দৃষ্টে) জন্ম-মরণ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। জীব সেই জন্মমরণবান্ দেহে থাকে, সেইজন্য জীবে তাহা (জন্ম-মরণ-শব্দ) উপচারক্রমে প্রযুক্ত হয়। দেহের ভাবে অর্থাৎ বিদ্যমানতায় বা উৎপত্তিতে জন্ম, এবং তাহার অবিদ্যমানতায় বা বিনাশে মরণ। শরীরের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব দেখিলে ঐ দুই শব্দের প্রয়োগ হয়, না দেখিলে হয় না। শরীরসম্বন্ধ ব্যতীত কেবল জীবের জন্ম বা মরণ কখন কেহ দেখেন নাই, কেহ কখন দেখাইতেও পারিবেন না। শ্রুতিও শরীর সংযোগে জন্ম ও শরীর বিয়োগে মরণ হওয়া দেখাইয়াছেন। যথা,—"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ" (বৃহ, ৪।৩।৮), —'(সেই) এই পুরুষ (আত্মা) শরীরপ্রাপ্তে জায়মান ও শরীরত্যাগে ম্রিয়মাণ হন।' শাস্ত্রে যে জাতকর্ম্মাদি বিধান আছে, পুত্র জন্মিলে যে সংস্কারবিশেষ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে, তাহাও জীবের শরীর প্রাদুর্ভাবঘটিত। কারণ,

জীবের প্রাদুর্ভাব (জন্ম) হয় না, দেহেরই প্রাদুর্ভাব হয়। পরমাত্মা হইতে আকাশাদির ন্যায় জীবের উৎপত্তি হয় কি না তাহা পর সূত্রে বলা হইবে। এ সূত্রে বলা হইল যে, দেহাশ্রিত স্থূল উৎপত্তি-বিনাশ জীবে উপচারিত, বাস্তবতঃ জীবে তাহা নাই, জীবে তাহার অভাব আছে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল জীবের জন্ম মরণ নাই। অর্থাৎ জীব অজ ও নিত্য।' এই সিদ্ধান্তে শাঙ্কর ও বৈষ্ণব দর্শনে কোনও মতদ্বৈধ নাই।

[গ] জীবের নিত্যত্ববোধক শ্রুতি

উপরে যে সকল শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে পূর্ব্বোদ্ধৃত কঠোপনিষদের 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' ইত্যাদি শ্রুতি ভিন্ন অন্য সমস্তগুলিই প্রধানতঃ জীবের অর্থবিশেষে জন্ম-মরণের সত্তাস্বীকারসূচক এবং গৌণভাবে নিত্যত্বপ্রমাপক শ্রুতি।

এখন বিশেষভাবে জীবাত্মার নিশ্চিতসত্তাজ্ঞাপক বা সাক্ষাৎ ভাবে নিত্যত্ববোধক শ্রুতির আলোচনা করা যাইতেছে।

উপরে শাঙ্করভাষ্যে বৃহদারণ্যকের যে শ্রুতি ৩৯ পৃষ্ঠায় আংশিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সমগ্রটী এই—

"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামণ্‌ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি।" (৪।৩।৮) ইহার বঙ্গানুবাদ এই, এই পুরুষ জন্মলাভ করিয়া শরীর লাভ করিলে পাপের সহিত সংসৃষ্ট হন। যখন ইনি উৎক্রমণ করেন এবং মৃত হন, তখন পাপসমূহকে পরিত্যাগ করেন। এখানে

এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—উদ্ধৃত শ্রুতিতে যখন জীবের জন্ম, মরণ ও উৎক্রমণের কথা আছে, তখন জীবের নিত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ (সঙ্গত) হয়? এই প্রশ্নের সমাধানে ব্রহ্মসূত্রকার সূত্র করিলেন—

“নাত্মাশ্রুতে নি᾽ত্যত্বাচ্চতাভ্যঃ” (২।৩।১৭)

[এই সূত্রে ‘শ্রুতেঃ’ ও ‘অশ্রুতেঃ’ এই দুই প্রকারের পাঠ আছে। রামানুজ, মধ্ব ও বলদেব ‘শ্রুতেঃ’ এবং শঙ্কর ও নিম্বার্ক ‘অশ্রুতেঃ’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।]

সূত্রের অর্থ এই—‘ন আত্মা’ (আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হন না)। কেন? ‘শ্রুতেঃ’ (ইহার উৎপত্তিনিষেধক শ্রুতি আছে বলিয়া অথবা ‘অশ্রুতেঃ’ পাঠে ‘বেদে এমত শ্রবণ’ অর্থাৎ ‘শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি কথন’ নাই বলিয়া)। ‘চ’ (এবং) ‘তাভ্যঃ’ (অনেক শ্রুতি হইতেই) ‘নিত্যত্বাৎ’ নিত্যত্ব হেতু, অর্থাৎ আত্মার (জীবের) নিত্যত্ববোধক অনেক শ্রুতি আছে বলিয়া, অথবা ইহার উৎপত্তি-বোধক শ্রুতি নাই বলিয়া)।

শাঙ্করভাষ্যের আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ভামতী টীকার পত্রতলস্থ টীকায় এইরূপ আছে ঃ—আত্মা জীবো নোৎপদ্যতে। কস্মাৎ? অশ্রুতেঃ। উৎপত্তিপ্রকরণে হ্যস্যোৎপত্তিশ্রবণং নাস্তি। অপিচ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ অজত্বাদিশব্দেভ্যশ্চ তস্য নিত্যত্বমবগম্যতে।—আত্মা আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন পদার্থ নহেন। কেননা শ্রুতি উৎপত্তি-প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি বলেন নাই,

প্রত্যুত 'অজ-জন্মরহিত' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার নিত্যতাই বলিয়াছেন।

এই নিত্যত্ববোধক শ্রুতির মধ্যে 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' ইত্যাদি কঠ-শ্রুতি পূর্ব্বে উল্লেখ. করা হইয়াছে, এখন অপর কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৯ম শ্রুতি বলেন—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ"

—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ঈশ্বর ও অনীশ্বর (অর্থাৎ জীব), উভয়ই জন্মরহিত। আচার্য্য শঙ্কর এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, জীবের অজত্ব ঈশ্বরস্বরূপত্ব হেতু, অর্থাৎ স্বরূপাংশে জীব ঈশ্বরের সহিত এক বলিয়া তাঁহাকে জন্মরহিত বলা হইয়াছে।

উক্ত উপনিষদের ৪।৫ম শ্রুতি বলেন,—

"অজোহ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে"

[এক অজাকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে] এক অজ (অর্থাৎ আত্মা) সেবকভাবে ভজনা করে। এই শ্রুতিও জীবের অজত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব জ্ঞাপক।

উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে, শ্বেত ৬।১৩শ শ্রুতি বলেন,—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্"

—যিনি নিত্য (জীব বা বস্তু) সমূহের মধ্যে নিত্য (যিনি নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক—শ্রীভাষ্য) এবং চেতনাবদ্‌দিগের মধ্যে চেতনাবান্ (চেতনসমূহেরও চৈতন্য-সম্পাদক

—ইতি শ্রীভাষ্য)—এই উক্তিতে আশ্রয়ের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) নিত্যত্ববশতঃ আশ্রিতের (অর্থাৎ জীবের)-ও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল।

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মার নিত্যত্বই জানা যাইতেছে। অতএব উল্লিখিত উভয়বিধ শ্রুতির দ্বারা প্রমাণিত হইল আত্মা উৎপন্ন হন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মা যদি উৎপন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রভবই না হন তাহা হইলে "একস্মিন্ বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতম্" (এক ব্রহ্মকে জানিলে এই সমস্ত জানা হয়),—এই যে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা শ্রুতিতে আছে (১) তাহা উপপন্ন হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে শ্রীমৎ রামানুজ বলিয়াছেন,—

"ইত্থমুপপদ্যতে—জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বাচ্চ।"

হাঁ, এইরূপে উপপন্ন হয়—যেহেতু জীব-ও কার্য্যপদার্থ, এবং যেহেতু কার্য্যপদার্থ কখনই কারণ হইতে অন্য বা অতিরিক্ত হইতে পারে না, [সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়]।

---

(১) ছান্দোগ্যের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদে ইহার এইরূপ বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে :—'একটি মৃৎপিণ্ড (অর্থাৎ ঘট, শরাব ইত্যাদি) জানিলে সমস্ত মৃন্ময়বস্তু (মৃত্তিকা) জানা যায় ; একটি নখনিকৃন্তন (নরুণ) জানিলে সমুদয় লৌহময় বস্তু জানা যায়, ভাষাদ্বারা কুণ্ডলবলয়াদির পার্থক্য না করিলে সমুদয় সুবর্ণময় বস্তু এক সুবর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং মৃত্তিকা প্রভৃতিই সত্য।'

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'জীবো ব্রহ্মৈব'—জীব ব্রহ্মই, (এইমাত্র বিশেষ যে ব্রহ্ম নিরুপাধিক, জীব সোপাধিক)—এইমত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীব বহু, এবং এই বহুত্ব উপাধি নিমিত্ত নহে (ইহা মায়িক নহে)। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে হইবে।

শ্রুতি ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টি 'নানা'তে পূর্ণ, ইহাতে বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই ভেদে একত্বের বৈলক্ষণ্যই সুস্পষ্ট। এই অবস্থায় ব্রহ্মের একত্ব কিরূপে সিদ্ধ (বা সঙ্গত) হয়? শঙ্করদর্শন সৃষ্টিকে মায়িক বলিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং পরে (অর্থাৎ প্রলয়কালে) একমাত্র পারমার্থিক সত্বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে একত্ব নিশ্চয় করেন। কিন্তু আচার্য্য রামানুজের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও তাহাদের নিয়ন্তা বর্ত্তমানের (অর্থাৎ সৃষ্টিকালের) ন্যায় কার্য্যকরী অবস্থায় না থাকিলেও স্বরূপতঃ অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থান করে। ইহার অর্থ এই যে 'ভোগ্যের ভোগযোগ্যতা, ভোক্তার ভোক্তৃত্ব-শক্তি অবিলুপ্ত থাকে, এবং তখন নিয়ম বা শাসনের কোন আবশ্যকতা থাকে না বলিয়াই ঈশ্বর তখন তাহা করেন না সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার সেই নিয়ন্তৃত্ব বা শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে, অর্থাৎ বর্ত্তমানের সমস্তপদার্থই তখনও সূক্ষ্মশক্তি-রূপে বর্ত্তমান থাকে, কেবল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নাম ও রূপের বিভাগ থাকে না মাত্র, সমস্তই অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকে। এই অবিভাগাবস্থা লইয়াই তৎকালে ব্রহ্মকে এক ও

অদ্বিতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্তু একেবারেই অদ্বৈতভাব নিবন্ধন নহে।' এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, রামানুজের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদাই চেতনাচেতনবস্তুসমন্বিত থাকেন। যখন 'তাঁহা হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের অযোগ্য অতি সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন, চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরসম্পন্ন থাকেন, তখন তিনি 'কারণাবস্থ ব্রহ্ম', আর যখন 'নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশাপ্রাপ্ত চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরসম্পন্ন হন, তখন সেই তিনিই 'কার্য্যাবস্থ ব্রহ্ম'। '

এই (১৭শ) সূত্রের ভাষ্য-শেষে শ্রীমৎ রামানুজ ২।১।৩৪শ ও ২।১।৩৫শ সূত্র উদ্ধৃত করিয়া নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার সিদ্ধান্তের উপসংহার করিয়াছেন।—উদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ে 'জীবভেদ ও তাহার কর্ম্মপ্রবাহ, উভয়েরই (নিত্যত্ব, অতএব) অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে অনাদি অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই মুগ্ধ (মোহগ্রস্ত) হন, অন্যের মতে পারমার্থ বা যথার্থভূত অনাদি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, কেননা, (ইহার মতে) ব্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন অপর কোনরূপ পদার্থ নাই। অপরের (অর্থাৎ তৃতীয়) মতে স্বয়ং ব্রহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত হন, এবং অনিষ্ট (অনভি-লষিত, অনীপ্সিত) কর্ম্মফলও ভোগ করেন। নিয়ন্তার ভোক্তৃত্ব না থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞতানিবন্ধন আপনা হইতে অপৃথগ্‌ভূত ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এই জন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ করেন (এইরূপ উক্ত হইয়াছে)।' এই ত্রিবিধ মতেই

জীবের বন্ধন ও কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব ব্রহ্মে আরোপিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ মত অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীমৎ রামানুজ স্বীয়মত এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—'আমাদের মতে কিন্তু, স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতনবস্তুময়শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ—উভয়াবস্থায় অবস্থান করিলেও সর্ব্বদা সর্ব্ববিধদোষ-সংস্পর্শবর্জ্জিত এবং সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান করেন। সমস্ত অপুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের অপ্রার্থনীয় দুঃখাদি এবং স্বরূপের যে অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিশেষণীভূত চেতনাচেতনবস্তুগত [ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে]; "ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্"—অতএব সমস্তই সুসঙ্গত সমীচীন হইতেছে।

আচার্য্য বলদেবের এই সূত্রভাষ্যের উপসংহার এই :—"শ্রুতয়শ্চাঞ্জস্যং ভুঞ্জীরন্। তস্মাৎ জীবস্যোৎপত্তির্নেতি।"—'শ্রুতিসকল মুখ্যার্থই প্রাপ্ত হইবে। অতএব জীবের উৎপত্তি স্বীকার্য্য নহে।'

আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের উপসংহার এই—

অবিকৃত ব্রহ্মই শরীরসম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপরুদ্ধ (নষ্ট) হয় না। উপাধিনিবন্ধন লক্ষণভেদ ঘটনা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ ও জীবলক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে। এই হেতুবাদ দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, আত্মা উৎপন্নও হন না, লয়প্রাপ্তও হন না।

(২) জীব জ্ঞাতৃস্বরূপ, জ্ঞানগুণসারত্বহেতু জ্ঞানস্বরূপ, এবং স্বতশ্চৈতন্য, আগন্তুক চৈতন্য নহেন

সৌগত (বৌদ্ধ) ও কপিল (সাংখ্য) মতে চিন্মাত্রই (শুধু চৈতন্যই) আত্মার (জীবাত্মার) স্বরূপ। কপিল বলেন, আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী। শ্রুতিতেও এই মতের সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে দেখা যায়, "য আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃহ, ৩।৭।২২) এই মাধ্যন্দিনীয় শাখীদের পাঠানুযায়ী শ্রুতির স্থলে কাণ্বশাখিগণ "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞানই কর্ত্তৃভূত আত্মার স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপ উক্তি তৈত্তিরীয় (আন, ৫।১) (১) শ্রুতিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রেও (২) আত্মার জ্ঞান-স্বরূপত্বের উল্লেখ আছে। অপরপক্ষে, বৈশেষিক-দর্শনকার কণাদের মতে আত্মা স্বতশ্চৈতন্য নহেন, তিনি আগন্তুক (অস্বভাবসিদ্ধ) চৈতন্যসম্পন্ন অর্থাৎ অচিৎস্বভাব পাষাণাদির তুল্য জড়স্বরূপ, "নিজে জ্ঞানস্বরূপ নহেন, বিভিন্ন কারণের সহযোগে তাঁহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং চৈতন্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্যগুণ নহে, আগন্তুক অনিত্য।"

---

(১) বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপিচ—বিজ্ঞানই (আত্মাই) যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্মসমূহও সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

(২) "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ" (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।৬) —'প্রকৃতপক্ষে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও অত্যন্ত নির্ম্মল।'

'সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিতেও তাহার চৈতন্যোপলব্ধি হয় না, অথচ জাগরণ সময়ে জ্ঞান-সাধনগুলি বিদ্যমান থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; এই সমস্ত কারণে বুঝা যায়, জীবের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও নহে, জ্ঞাতৃত্বও নহে, পরন্তু চৈতন্য ইহার গুণমাত্র এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তুক।' শ্রুতিও সুষুপ্তিসময়ে আত্মার জ্ঞানাভাবের কথা বলেন। ছান্দোগ্যে ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে (৮।১১।২) দেখিতে পাওয়া যায় "নাহ খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি।"—(ইন্দ্র বলিলেন) 'হে ভগবন্, ইহা (অর্থাৎ সুষুপ্ত আত্মা) নিশ্চয়ই এখন আপনাকে এইরূপে জানে না যে "আমি হইতেছি অমুক" (অথবা এই [সুষুপ্ত] ব্যক্তি আমিই) এবং ইহা এই ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না, এ সময়ে ইহা বিনাশপ্রাপ্তই হয়। তখন প্রজাপতি বলিলেন, "এবমেবৈষ মঘবন্নিতি"—হে মঘবন্, ইহা এইপ্রকারই।'

মোক্ষদশায়ও জ্ঞান থাকে না, এই কথা বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে ঃ—"ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" (৬।৫।১৩)—'প্রয়াণের পর (মোক্ষদশায়) আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না।'

'তবে যে, জীবকে 'জ্ঞানস্বরূপ' ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই জীবের অসাধারণ গুণ, এই জন্য লক্ষণাদ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জীব ভিন্ন আর কাহারও জ্ঞান নাই, জীবেরই উহা নিজস্বগুণ ; এই অসাধারণ ভাবসূচনার জন্য

গুণকেই গুণীরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের স্বরূপ নহে।'

শ্রীভাষ্যে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কর বলেন 'যুক্তিতে আগন্তুক চৈতন্য-তাই পাওয়া যায়। যদ্রূপ অগ্নির সহিত ঘটের সংযোগ হইলে লৌহিত্যগুণ জন্মে, তদ্রূপ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মার চৈতন্যগুণ জন্মে। আত্মা নিত্যচৈতন্যরূপী হইলে অবশ্যই সুপ্ত, মূর্চ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট অবস্থায় তত্তদবস্থব্যক্তিদের চৈতন্যদর্শন থাকিত। ঐ সকল অবস্থায় যে চৈতন্য থাকে না, চৈতন্যের অভাব হয়, তাহা ঐ সকল অবস্থার পর তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। তাহারা বলে, 'আমরা অচেতন ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।' অপিচ, যখন তাহারা স্বস্থ হয়, তখন তাহাদের চৈতন্যাগম হইয়া থাকে। আত্মা কখন চেতন, কখন অচেতন এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদিতচৈতন্য নহেন, কিন্তু আগন্তুক চৈতন্য।'

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বাদরায়ণ সূত্র করিলেন :—

"জ্ঞোঽতএব" (২।৩।১৮)

[পদচ্ছেদ :—জ্ঞঃ অতএব—এইকারণেই (তিনি অর্থাৎ জীবাত্মা) জ্ঞ।]

এই সূত্রের 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

শঙ্কর বলেন 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ জ্ঞান, নিত্যচৈতন্য, সুতরাং জীব নিত্যচৈতন্য বা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ। "পূর্ব্বোক্ত হেতুই তাহার হেতু। অর্থাৎ যেহেতু (পূর্ব্বসূত্রমতে) আত্মা উৎপন্ন হন না, অবিকৃত পরব্রহ্মই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে জীবভাবান্বিত আছেন, সেইহেতু তিনি নিত্যচৈতন্যরূপী, আগন্তুক চৈতন্য নহেন।" তাঁর মতের সমর্থনে তিনি বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, যথা, "বিজ্ঞানের প্রকরণে, তিনি সুপ্ত হন না, স্বয়ম্প্রকাশ থাকেন, থাকিয়া লুপ্তব্যাপার ইন্দ্রিয়দিগকে দেখেন (সে সকলের সাক্ষী থাকেন)।" "সেই সময়ে এই পুরুষ (আত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বয়ম্প্রকাশ)।" "যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞাতা, সাক্ষী, তাঁহার বিলোপ নাই।" অন্যত্র "ঘ্রাণ লইতেছি, ইহা যিনি জানেন তিনিই আত্মা।" শঙ্কর আরো বলেন, সুপ্ত পুরুষের চৈতন্য থাকে না, এইরূপ যে বলা হয়, ইহার প্রতিবাদে শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মা সুপ্তিকালে দেখেন না এমত নহে, দেখেন, অথচ দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা (প্রকাশক বা সাক্ষী), তিনি অবিনাশী, সেইজন্য তখনও তাঁহার বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতীয় থাকে না, কেবল তিনিই থাকেন, অন্যসময়ে তাঁহা হইতে এসকল (দ্রষ্টব্য) বিভক্ত হয়, তাই তিনি তাহা দেখেন। উদাহৃত শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন যে, পুরুষ সুপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতনপ্রায় হন। অর্থাৎ সে অবস্থা চৈতন্যাভাব-বশতঃ ঘটে না, বিষয়াভাববশতঃই ঘটে। যেরূপ প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে প্রকাশক বস্তুর অনভিব্যক্তি ঘটে

(প্রকাশক না থাকার ন্যায় হয়), তেমনি দ্রষ্টব্যের অভাবে দ্রষ্টারও অনভিব্যক্তি ঘটে ; তাঁহার স্বরূপের অভাব হয় না। বৈশেষিক-দের তর্করাশি শ্রুতিবাধিত সুতরাং সে সকল তর্ক সত্তর্ক নহে, তাহা তর্কাভাস (তর্কের মতন).।" শঙ্কর তাঁহার বিচারের এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন, ঃ—"তস্মান্নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এবাত্মেতি নিশ্চিনুমঃ।"—উল্লিখিত কারণে আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপই আমরা এই নিশ্চয় (সিদ্ধান্ত) করিলাম।

রামানুজের মতে 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ জ্ঞানবান্, সুতরাং জীব জ্ঞাতৃস্বরূপ। নিম্বার্ক ভাষ্য করিয়াছেন, 'অহমর্থভূতমাত্মা জ্ঞাতা ভবতি'।—অহং পদের অর্থভূত জীবাত্মা জ্ঞাতা।

এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজের সিদ্ধান্ত এইরূপ ঃ—

এই আত্মা (জীব) জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহেন এবং জড়স্বরূপও নহেন, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ জ্ঞাতৃস্বরূপ, কারণ শ্রুতিতে এই কথাই বলা হইয়াছে। "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রে যে 'শ্রুতি' উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সূত্রে 'অতঃ' শব্দ দ্বারা তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ (জ্ঞাপন) করা হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে রামানুজ ছান্দোগ্য হইতে ৫টী, বৃহ-দারণ্যক হইতে ২টী এবং প্রশ্নোপনিষদ্ হইতে ২টী শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন (১)। তন্মধ্যে ছান্দোগ্যের ৮।১২।৪ শ্রুতিতে আছে,

(১) ছান্দোগ্য ৮।১২।৪, ৮।১২।৫, ৮।৭।১, ৮।১২।৩, ৭।১৬।২, বৃহদারণ্যক ৬।৩।৭, ৬।৫।১৫, প্রশ্ন ৪।৯, ৬।৫

"অথ যো বেদেদং জিঘ্রানীতি, স আত্মা"—'আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, ইহা যিনি জানেন (অনুভব করেন) তিনিই আত্মা'; বৃহদারণ্যকের ৬।৫।১৫ শ্রুতিতে আছে, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ", "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ"—'অরে (মৈত্রেয়ি), বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' 'এই পুরুষ জ্ঞাতাই বটে'; এবং প্রশ্নোপনিষদের ৪।৯ শ্রুতিতে আছে, "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ"—'এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, আস্বাদনকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা।'

শ্রীমৎ বলদেবের সিদ্ধান্ত এই :—

শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ জীবের জ্ঞানরূপতা সত্ত্বেও জ্ঞাতৃস্বরূপতা স্বীকার করিতে হইবে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপত্ব সত্ত্বেও উহার জ্ঞাতৃস্বরূপতা বলিতে হয়। কারণ, "এষ হি দ্রষ্টা,"—ইত্যাদি প্রশ্নীশ্রুতিতে এইরূপই উক্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিবলেই আত্মার উভয়রূপতা স্বীকৃত হয়; যুক্তিবলে নহে। শ্রুতির শব্দ-মূলকত্বই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। স্মৃতিতেও জীবকে জ্ঞাতৃস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ উভয়ই বলিয়াছেন। জীবের এই উভয়স্বরূপতা অস্বীকারে জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতির বিরোধ ঘটে। অতএব জীব জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃস্বরূপ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।—এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে 'জ্ঞান' জীবের সার গুণ এবং এই জ্ঞানগুণসারত্ব 'হেতুই' জীবকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, অন্য অর্থে নহে।

(৩) জীব অণুস্বরূপ

এখন জীব কিম্পরিমাণ অর্থাৎ ইহার পরিমাণ কি,—ইনি কি অণু (ক্ষুদ্র), না মধ্যম পরিমাণ (দেহপরিমাণ), না মহৎ-পরিমাণ (বিভু) ইহাই বিচার করা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

"উৎক্রান্তি-গত্যাগতীণাম্" (৩।২।১৯)

[পদচ্ছেদে এই সূত্রের আক্ষরিক অর্থাৎ শব্দানুযায়ী (literal) বঙ্গানুবাদ এই ঃ—(আত্মার দেহ হইতে) উৎক্রান্তির (নির্গমনের), গতির (গমনের) ও আগতির (আগমনের শ্রবণহেতু).]

শ্রীমৎ শঙ্করের মতে বর্ত্তমান (১৯শ) সূত্র হইতে ২৮শ সূত্র পর্য্যন্ত ১০টী সূত্র সিদ্ধান্তসূত্র নহে, ২৯শ সূত্রটীই সিদ্ধান্ত সূত্র, সুতরাং তিনি পূর্ব্বপক্ষভাবেই এই সূত্রের আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সূত্রে বলা হইয়াছে, আত্মা অজ (উৎপত্তিহীন) এবং নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে অবিকৃত ব্রহ্মই (শরীরসম্পর্কে) জীব এবং ব্রহ্ম অনন্ত অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার (শঙ্করের) মতে জীব অণু নহেন, বিভু। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তমত এখানে প্রকাশ না করিয়া তিনি পূর্ব্বপক্ষরূপে জীবের উৎক্রান্তি ও গত্যাগতিবিষয়ক অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জীবের পরিচ্ছেদ বা পরিমিতত্ব অর্থাৎ অণুত্বজ্ঞাপক শ্রুতি উদ্ধার করিয়া তত্তৎশ্রুতির অনাকুলত্ব (অসঙ্কীর্ণতা বা স্থিরতা অর্থাৎ প্রামাণিকতা) উপপাদন অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা সমর্থনের জন্য বিচার আরম্ভ করিতেছেন।

উৎক্রান্তিবিষয়ক শ্রুতি এই—“স যদাস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি” (তৈত্তি)—‘জীব যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত বা বহির্নির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের ও প্রাণের সঙ্গে নির্গত হয়।’

গতিবিষয়ক শ্রুতি এই—“যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি” (কৌষী ১।২)—‘যে কেহ এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, দেহ পরিত্যাগকরতঃ লোকান্তরগামী হয়, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।’

আগতি-শ্রুতি এই—“তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে” (বৃহ, ৪।৪।৬)—‘কর্ম্ম করিবার জন্য চন্দ্রলোক হইতে তাহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আগমন করে।’

এই শ্রুতিত্রয় উদ্ধার করিয়া শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—“ন হি বিভোশ্চলনমবকল্পত ইতি। সতি চ পরিচ্ছেদে শারীর-পরিমাণত্বস্যার্হত পরীক্ষায়াং নিরস্তত্বাদণুরাত্মেতি গম্যতে”—বিভুর অর্থাৎ পূর্ণ বা ব্যাপক পদার্থের চলন অর্থাৎ উৎক্রান্তি গতি ও আগতি কল্পনার অতীত (কেননা যিনি পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী তাঁহার আবার যাওয়া কি ? এবং তাঁর যাওয়ার স্থানই বা কোথায় ?) অতএব পরিচ্ছদে নির্ণীত হওয়ায় (এবং আর্হত [জৈন] মত পরীক্ষায় দেহপরিমাণ নিরস্ত হওয়ায়) ‘আত্মা অণু’ ইহাই গ্রাহ্য।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শঙ্করের সিদ্ধান্ত তদীয় ২৯শ সূত্রের ভাষ্যের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

অপরপক্ষে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, এই সূত্রে সূত্রকার নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহারা এই সূত্রকে সিদ্ধান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্বার্ক তাঁহার ভাষ্যে আবশ্যকীয় শ্রুতি (বৃহ ৬।৪।২,—উৎক্রান্তি, কৌষী ১।২,—গতি, বৃ ৬।৪।৬,—আগতি) উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "জীবোঽণুঃ.................. উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ"—'শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার উৎক্রান্তি, গতি ও পুনরাগমন উল্লেখ থাকায় আত্মা অণুপরিমাণ (অর্থাৎ বিভুস্বভাব নহেন)।'

রামানুজও নিম্বার্কের ন্যায় শ্রুতিবাক্য (বৃহ ৬।৪।২,—উৎক্রান্তি, কৌষী ১।২,—গতি, এবং বৃহ ৬।৪।৬,—আগতি) উদ্ধার করিয়া এই কথাই বলেন ; "বিভুত্বেহেতা উৎক্রান্ত্যাদয়োনোপপদ্যেরন্।" "অণুরেবায়মাত্মা।" 'জীবের বিভুত্বপক্ষে (সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে)......উৎক্রমণাদি ক্রিয়াগুলিও উপপন্ন হইতে পারে না', অতএব 'এই আত্মা অণুপরিমাণই (সূক্ষ্মই) বটে।'

শ্রীমৎ বলদেব বলেন, সূত্রস্থ ষষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চম্যর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি সূত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

'উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি দর্শনে জীবের অণুত্বই স্বীকার্য্য হইতেছে।'

তিনি বলেন পরবর্ত্তী ২১শ সূত্রে যে 'নাণুঃ' এইরূপ আছে তাহা হইতে এই সূত্রে অণুশব্দ উহ্য আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তিনি মুণ্ডক ৩।১।৩৭, বৃহ ৪।৪।২, বৃহ ৬।৪।২, বৃহ ৪।৪।১১,

বৃহ ৪।৪।৬ উদ্ধৃত······করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "পরমাণু-রেবায়ং জীবো ন বিভুঃ" 'এই জীব পরমাণুই, বিভু নহেন।' জীবের দেহবিয়োগ বা দেহস্বামিত্বের নিবৃত্তির অর্থাৎ দেহের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগের নাম উৎক্রান্তি। সেই উৎক্রান্তি জীবে সম্ভব হইলেও, গমনাগমন যখন দেহসাধ্য ব্যাপার তখন পুনরাগমন তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়? কেহ এই প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে পূর্ব্বোক্ত সূত্রের পরিশিষ্ট বা পূরকরূপে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

"স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ" (২।৩।২০)

[পদচ্ছেদ ঃ—(জীবস্য) জীবের 'উত্তরয়োঃ' (গতি ও আগতির) (উপপাদ্যত্বম্) যুক্তিযুক্ততা 'স্বাত্মনা চ' (তাহার নিজের স্বরূপ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বনিবন্ধনই স্বীকার করিতে হইবে)— (শ্রীভাষ্য)। ইহার তাৎপর্য্য এই—গতি ও আগতি এই দুইটী ব্যাপার কর্ত্তৃত্বসাপেক্ষ, অর্থাৎ কর্ত্তার চলন ব্যতীত হইতে পারে না। এই কারণেও জীবের অণুত্বই স্বীকার্য্য, কারণ বিভু বা সর্ব্বব্যাপীর পক্ষে গমনাগমন অর্থহীন।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শঙ্করের মতে এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষ। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই ইহাকে মূলসূত্র ধরিয়া জীবের অণুত্বই স্বীকার করিয়াছেন, বিভুত্ব নহে।

এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য এই—"উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ স্থিরস্যাপি গ্রাম্যস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ স্যাৎ, (পরন্তু) উত্তরয়োঃ (গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনৈব সম্ভবাজ্জীবোঽণুঃ।" অর্থাৎ 'উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি

যাহা পূর্ব্বকথিত শ্রুতিতে জীবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎক্রান্তি যদি বা কখনও গমনশীল ভিন্ন পুরুষের সম্বন্ধেও উক্ত হইতে পারে, যেমন গ্রামস্বামিত্ব কোন· পুরুষের নিবৃত্তি হইলে তাহা উৎক্রান্তি শব্দের অভিধেয় হয় (যথা এই পুরুষ গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন) ; কিন্তু শেষোক্ত দুইটী (গতি ও আগতি) ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আত্মার আছে বলিতে হইবে, অতএব জীবাত্মা অণুস্বভাব, বিভু নহেন।

এখন কেহ বলিতে পারেন, শ্রুতিতে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" বৃহ, ৬।৩।৭—'ইন্দ্রিয়াদির মধ্যবর্ত্তী এই যে প্রাণময়' এইরূপে জীবের প্রস্তাবের পর "স বা এষ মহানজ আত্মা" (বৃহ, ৬।৪।২৫)—'সেই এই মহান্ অজ আত্মা, এইরূপ আত্মার মহত্ত্ববাচক অতএব অণুত্ব-বিরোধী শ্রুতি থাকায় জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে।'

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

"নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ" (২।৩।২১)

পদচ্ছেদ :—'ন অণুঃ', জীব অণু নহে, শ্রুতিতে অনণুত্বের অর্থাৎ তদ্বিপরীত মহত্ত্বের উপদেশ থাকাতে—'অ—তৎ—শ্রুতেঃ' ; 'ইতি—চেৎ' ইহা যদি বল—'ন' তাহা সঙ্গত নহে, 'ইতর-অধিকারাৎ' [নিম্বার্ক]—কারণ উক্ত শ্রুতিতে (বৃহ ৬।৪।২৫) যে মহত্ত্ব উপদেশ করা হইয়াছে তাহা 'ইতর' (অর্থাৎ ব্রহ্মের) 'অধিকারাৎ' অধিকার হেতু—অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধে, জীবের সম্বন্ধে নহে বলিয়া।

শ্রুতি জীবের প্রস্তাবারম্ভে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি বাক্যে জীবাত্মা বিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত "স বা এষ মহানজ আত্মা" এই বাক্যের পূর্ব্বেই "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" (বৃহ ৬।৪।১৩) ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার বিষয়ে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এইটী লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

শঙ্করমতে এই সূত্রটীও পূর্ব্বপক্ষের অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইহা মূলসূত্র।

ইহার পরবর্ত্তী নিম্নোদ্ধৃত সূত্রটি সাক্ষাৎভাবে জীবের অণুত্ব-পরিপোষক।

"স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ" (২।৩।২২)

অর্থ—শ্রুতিতে স্বশব্দ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অণুশব্দ এবং উন্মান অর্থাৎ অল্প হইতেও অল্প পরিমাণ (অর্থাৎ তৎসূচক বাক্য) থাকায় (the fact of the self's measurement by division being given in the scriptures) এই দুই হেতুতেও (জীবের অণুত্বই বুঝিতে হইবে)।

নিম্বার্কভাষ্যঃ—"এষোণুরাত্মা" (মুণ্ডক, ৩।১।৯), "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ" (শ্বেত, ৫।৯) ইতি স্বশব্দোন্মানাভ্যাং জীবোঽণুঃ।

অস্যার্থঃ—"জীবাত্মা অণুপরিমাণ, জীব কেশাগ্রের শত ভাগের শতভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অণু শব্দ ও উন্মান (অল্প হইতেও অল্পবাচক) শব্দ থাকায়, জীব অণুস্বভাব, বিভু (মহৎ)-স্বভাব নহেন।"

বলদেব তাঁহার ভাষ্যের উপসংহারে বলিয়াছেন—"আনন্ত্য-শব্দো-মুক্ত্যভিধায়ী। অন্তো মরণং তদ্রাহিত্যমানন্ত্যমিত্যর্থাৎ" —জীবকে যে কোথাও কোথাও অনন্ত বলা হইয়াছে তাহা বদ্ধ জীবের উদ্দেশে নহে, মুক্ত জীবের উদ্দেশে। আনন্ত্যের অর্থই অন্ত (অর্থাৎ মরণ) রাহিত্য।

এই সূত্রে কোনও মতদ্বৈধ নাই। শুধু শঙ্করের মতে ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

এই স্থলে প্রশ্ন এই—জীব যদি অণুরূপই হইল, তাহা হইলে তাহার সকল দেহে উপলব্ধি অর্থাৎ সুখদুঃখাদির বোধে বিরোধ উপস্থিত হয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে সূত্রকার বলিতেছেন—

"অবিরোধশ্চন্দনবৎ" (২।৩।২৩)

এই সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্যার্থ এই—এক বিন্দু চন্দন দেহের একদেশে স্পৃষ্ট হইলে যেমন সমস্ত দেহকে পুলকিত করে, সেইরূপ জীবাত্মা স্বরূপতঃ অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও সমস্ত দেহকে প্রকাশিত করেন, এবং সমস্ত দেহব্যাপী সুখাদির অনুভব করেন, সুতরাং জীবাত্মার অণুত্ব স্বীকারে সমস্ত দেহব্যাপী ভোগের কিছু বাধা হয় না।

এইরূপ শ্রুতি চন্দনদৃষ্টান্তের সঙ্গতিসমর্থক। আচার্য্য বলদেবকৃত এই সূত্রভাষ্যের উপসংহার এই :—

"স্মৃতিশ্চ অণুমাত্রোঽপ্যয়ংজীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষ ইতি—"

'হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্ব-

শরীরের আনন্দপ্রদ হয়, জীবও তদ্রূপ একস্থানে স্থিত হইয়াও সর্ব্বদেহ ব্যাপক হয়েন।'

এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে চন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে ; কারণ চন্দনবিন্দু দেহের 'স্থানবিশেষে অবস্থান করে বলিয়া সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার অবস্থানের ঐরূপ কোন স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকায় সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব সঙ্গত হইতে পারে না।'

এইরূপ আপত্তি নিরসনের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

"অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাঽভ্যুগমাদ্ধৃদি হি" (২।৩।২৪)

পদচ্ছেদ ঃ— 'চেৎ' (যদি এইরূপ বল যে), 'অবস্থিতি-বৈষম্যাৎ' (চন্দনাদি বস্তুসমূহের দেহের 'স্থানবিশেষে অবস্থান হেতু'), 'ইতি' ('ইহা' অর্থাৎ 'সর্ব্বশরীরময় তৃপ্তি উৎপাদন' হইয়া থাকে), 'ন' (তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলি 'না', 'এইরূপ বলা —সমীচীন নহে')। 'হৃদি' (হৃৎপদ্মমধ্যে এই আত্মার অধিষ্ঠান) 'হি' (নিশ্চয়ই) 'অভ্যুপগমাৎ' ('স্বীকৃত হওয়া হেতু') "অবস্থিতির বৈষম্যপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তের বৈষম্যও বলা যায় না ; যেহেতু জীবেরও হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত হইয়া থাকে"—বলদেব ভাষ্য।

নিম্বার্ক ভাষ্য ঃ—"অবস্থিতিবিশেষভাবাৎ দৃষ্টান্তবৈষম্যম্ ইতি চেন্ন দেহৈকদেশে হরিচন্দনবৎ "হৃদিহ্যেষ আত্মা" (প্রশ্ন, ৩।৬) ইতি জীবস্থিত্যভ্যুপগমাৎ।"—অস্যার্থঃ ঃ—'চন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে, কারণ দেহের স্থানবিশেষে চন্দনের অবস্থিতি হেতু চন্দন

এইরূপ সমস্ত দেহকে পুলকিত করিতে পারে, কিন্তু দেহে আত্মার এইরূপ স্থানবিশেষে উপস্থিতি সিদ্ধ নহে, তদুত্তরে বলিতেছি যে, "হৃদয়ে এই আত্মা অবস্থান করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মার চন্দনবৎ দেহের একদেশে উপস্থিতিও উপদিষ্ট আছে।'

শ্রীমৎ রামানুজ আত্মার হৃদয়ে অবস্থিতির সমর্থনসূচক অপর একটী শ্রুতিও উদ্ধৃত করিয়াছেন ; সেইটী এই :—

"কতম আত্মা"—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্ত-র্জ্যোতিঃ"—(বৃহ, ৬।৩।৭)—'কোন্‌টী আত্মা ?'—'প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময়পুরুষ যাহা হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ।'

একদেশবর্ত্তী আত্মার সমগ্র দেহব্যাপী কার্য্যকারিতা কিরূপ তাহা প্রদর্শনের জন্য এখন সূত্রকার প্রকারান্তরে আত্মার শরীর-ব্যাপ্তি প্রতিপাদন করিতেছেন :—

"গুণাদ্বালোকবৎ" (২।৩।২৫)

[পদচ্ছেদ :—(আত্মাও) 'আলোকবৎ'—(আলোকের ন্যায়) 'গুণাৎ' (স্বীয়গুণ অর্থাৎ জ্ঞানগুণের দ্বারা) ('সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে')। (রামানুজমতে 'পরমত—নিষেধার্থে 'বা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।')—নিম্বার্কমতে বা=অথবা।]

নিম্বার্কভাষ্য :—"দেহে প্রকাশো জীব-গুণাদেব, কোষ্ঠে দীপালোকাদিবৎ"—অস্যার্থ :—'অথবা যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র দীপ স্বীয় গুণে বৃহৎ গৃহকেও আলোকিত করে, তদ্বৎ জীব

অণু হইলেও স্বীয়গুণে সমস্ত দেহেই ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া প্রকাশিত করেন।'

শ্রীমৎ মধ্বও প্রদীপাদি আলোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তিনি সূত্রের 'গুণ' শব্দের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া দৃষ্টান্তের অন্যরূপ পরিস্ফুট ব্যাখ্যা দ্বারা ইহার সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। "যথালোকস্থ প্রকাশগুণেন ব্যাপ্তিঃ জ্যোতীরূপেণাব্যাপ্তিঃ এবং চিদ্রূপেণ ব্যাপ্তিরিতি বা"—যেমন প্রদীপাদি আলোক 'প্রকাশ-গুণে' ব্যাপক হয় এবং জ্যোতী (প্রদীপাদি) অব্যাপক থাকে, সেইরূপই জীব সূক্ষ্ম (অর্থাৎ অব্যাপক) হইলেও তাহার 'চিদ্‌গুণে' ব্যাপক হয়।

সূর্য্য একদেশস্থিত হইয়াও নিখিললোক স্বীয় প্রভাদ্বারা আলোকিত করেন, পদ্মরাগাদি মণিসকলও একদেশস্থিত হইয়া প্রভাদ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত করে। সূর্য্য বা ঐ সকল মণি হইতে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে সূর্য্য ও মণিসকলের পরিমাণের হ্রাস হইত। কিন্তু তাহা তো নিতান্ত অসম্ভব। অতএব 'প্রভা' শব্দে গুণই বোধিত হয়। তদ্রূপ জীবেরও স্বীয় গুণেই সমস্ত-দেহে ব্যাপ্তি বুঝিতে হইবে।—বলদেবের সিদ্ধান্ত এইরূপ।

পূর্ব্বপ্রদত্ত প্রদীপ, সূর্য্য, মণি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যায়, গুণসকল গুণীর স্থান হইতে স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করে, "জীব হইতে জ্ঞানের আধিক্য" দেখা যায়, "যেহেতু জীবের জ্ঞান সর্ব্বথা ব্যাপক হয়"—ইহা যে অযুক্ত নয়, মণিপ্রভার ন্যায় জ্ঞাতার

আত্মা ও (প্রভাস্থানীয়) জ্ঞান যে আশ্রয় (আত্মা) হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্‌ভাবে অন্যত্রও থাকিতে পারে (যাহা পূর্ব্বে [১ম সূত্রে] নিরূপিত হইয়াছে) তাঁহাই এখন অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিতেছেন :—

"ব্যতিরেকো গন্ধবৎ" (২।৩।২৬)

[পদচ্ছেদ :—ব্যতিরেকঃ (স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান) গন্ধবৎ (গন্ধের মত)। নিম্বার্কভাষ্য—"গুণভূতস্য জ্ঞানস্য ব্যতিরেকস্তু (অধিকদেশবৃত্তিত্বং) গন্ধবদুপপদ্যতে (অল্পদেশস্থাৎ পুষ্পাৎ গন্ধস্য অধিকদেশবৃত্তিত্ববৎ) উপপদ্যতে।" অস্যার্থ :—"পুষ্পের গুণ গন্ধ যেমন অল্পস্থানস্থিত পুষ্পাদি হইতে দূরবর্ত্তী (গুণি ব্যতিরিক্ত প্রদেশে) স্থান ও স্বীয় বৃত্তির (ব্যাপ্তির) বিষয় করে, তদ্রূপ জ্ঞান যাহা জীবাত্মার গুণ, তাহাও সমস্ত দেহে বৃত্তিযুক্ত হয়।"]

সুতরাং পুষ্প হইতে গন্ধের ন্যায় (ক) জীব হইতে জ্ঞানের ব্যতিরেক বা ব্যাপ্তির আধিক্য স্বীকার্য্য।

শ্রুতি প্রভৃতিতেও ঐরূপই দর্শিত হইয়া থাকে এই মর্ম্মে সূত্র করা হইয়াছে :—

"তথা চ দর্শয়তি" (২।৩।২৭)

(নিম্বার্ক 'চ'র পরিবর্ত্তে 'হি' লিখিয়াছেন)

(ক) গন্ধ বস্তুতঃ পৃথিবীরই গুণ, পুষ্পাদির নহে। পুষ্পাদিকে আশ্রয় করাতেই ইহাদের গুণ বলিয়া প্রতীতি হয়। এইরূপ স্মৃতিতে ও বিভিন্ন দর্শনে আছে।

[পদচ্ছেদ ঃ—'তথা চ' (সেইরূপই) (শ্রুত্যাদি) 'দর্শয়তি' (প্রদর্শন করিতেছেন)]।

শ্রুতি—যথা, "স এষ প্রবিষ্ট আলোমভ্য আনখেভ্যঃ"—(সেই এই [জীব] লোম এবং নখসমূহ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট)—নিম্বার্ক।

"জানাত্যেবায়ং পুরুষ"—শ্রীভাষ্য। (এই পুরুষ [জীব] নিশ্চয়ই জানেন অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা)।

অতএব জীব যে আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় ইহা দর্শিত হইল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, জীব ও জীবের জ্ঞান পৃথক্, এই দুইয়ে ভেদ আছে, ইহা সিদ্ধ হয় কিরূপে ?

উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"পৃথগুপদেশাৎ" (২।৩।২৮)

যেহেতু (শ্রুতিতে) পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে।

'শ্রুতি জ্ঞান হইতে জীবের (জ্ঞাতার) ভেদ উপদেশ করিতেছেন'—নিম্বার্ক।

শ্রুতি বলেনঃ—"নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" (বৃ, ৬।৩।৩০)—বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না।

"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" (বৃ, ৫।৭।২২), (যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন)।

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈত্তি, আন ৫।১)—যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞ প্রকাশ বা বিস্তার করেন। "প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্য" প্রজ্ঞা

দ্বারা শরীরকে আশ্রয় করিয়া (কৌষীতকি)—নিম্বার্ক ও বলদেব কর্তৃক উদ্ধৃত।

নিম্বার্ক—"প্রজ্ঞয়া শরীরমারুহ্য ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞান হইতে জীবের ভেদ উপদেশ করিয়াছেন। জীব ও তাহার জ্ঞান এই উভয়ের জ্ঞানত্ব বিষয়ে ভেদ না থাকিলেও জীব ধর্ম্মী, জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম, এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে উভয়কে ভিন্ন বলা হয়।"

অন্যত্র আছে—"বেদে কহিতেছেন, জীব জ্ঞানের দ্বারা দেহকে অবলম্বন করিতেছেন, অতএব জীব কর্ত্তা হইলেন, জ্ঞান করণ হইলেন; এই ভেদ কথনের হেতু জানা গেল যে জীব জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয়, বস্তুতঃ ক্ষুদ্র।"

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলদেব বলেন, 'জীবের জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তি প্রভৃতিতেও সেই জ্ঞান থাকিতে পারে, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা ঘটে' 'এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে (সূত্রকার) উত্তর করিতেছেন, পৃথক্ উপদেশ হেতু জীবের নিত্যজ্ঞান স্বীকার্য্য হয়।'

এখন প্রশ্ন এই, জ্ঞান এবং জ্ঞাতা যদি পৃথক্ই হইল তাহা হইলে 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি স্থলে আত্মাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" (২।৩।২৯)

অগ্রে আমরা রামানুজমতে এই সূত্রের অর্থ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

[পদচ্ছেদ ঃ—'তদ্‌গুণসারত্বাৎ' (তৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ বলিয়া) 'তু' (কিন্তু) 'তদ্ব্যপদেশঃ' (জ্ঞানস্বরূপত্বের ব্যবহার) 'প্রাজ্ঞবৎ' (পরমাত্মার ন্যায়)]। ("তু" শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে)।

ইহার বিবৃতার্থ এই—যেমন জ্ঞানই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মার (ব্রহ্মের) সারভূত গুণ বলিয়া তাঁহাকে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তি, আন, ১।১।২) এই বাক্যে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'জ্ঞান-স্বরূপ' বলা হইয়াছে, তেমনই জ্ঞানরূপ গুণই আত্মার সার বা প্রধান গুণ বলিয়া আত্মাকে 'বিজ্ঞান' (তৈত্তি, আন, ৫।১এ) এবং 'জ্ঞানস্বরূপ' (বিষ্ণু, পু, ১।২।৬) বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীমৎ রামানুজের ভাষ্য-সরলার্থে 'তদ্‌গুণসারত্বাৎ' শব্দের ব্যাখ্যার পরেই ইহার ভাবার্থ লিখা হইয়াছে—'ন তু জ্ঞান-স্বরূপত্বাৎ'—'কিন্তু জ্ঞানময় বলিয়া নহে'।

নিম্বার্ক এই সূত্রকেও জীবের অণুত্বজ্ঞাপক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের অর্থ এই—'বৃহৎ গুণ আছে', এই অর্থে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন 'ব্রহ্ম' বলা হয়, এইরূপ জীবাত্মারও গুণের 'বিভুত্ব' [ব্যাপকত্ব] থাকায় "নিত্যং বিভুং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কোন কোন স্থলে ইঁহাকে 'বিভু' বলা হইয়াছে ; পরন্তু স্বরূপতঃ জীবাত্মা বিভু নহেন। প্রাজ্ঞ আত্মা (পরব্রহ্ম) বাস্তবিক স্বরূপতঃ বৃহৎ, অণু নহেন, তথাপি তিনি গুণেও বৃহৎ হওয়াতে তাঁহাকে 'বৃহন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে

'বৃহৎগুণবিশিষ্ট' অর্থে 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে, জীবাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অণু, গুণেই তাঁহাকে 'বিভু' বলা হইয়াছে। ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ।

শ্রীমৎ বলদেবের ভাষ্য রামানুজ ভাষ্যের অনুরূপ। তিনি বলেন, "জীব জ্ঞাতা হইলেও তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্বের ব্যপদেশ (কথন) হইয়া থাকে। বিষ্ণু (অর্থাৎ ব্রহ্ম) যেরূপ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানবিশিষ্টরূপে উক্ত হইয়াও আবার 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন, তদ্রূপ জ্ঞানই আত্মার সারগুণ অর্থাৎ "ব্যভিচাররহিত স্বরূপানু-বন্ধী" গুণ বলিয়া আত্মাকেও জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। অতএব জ্ঞাতা জীবই যে জ্ঞানস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন, ইহা স্থির হইতেছে"।

মাধ্বভাষ্যের মর্ম্মও ইঁহাদেরই অনুরূপ।

এই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য অভিনব ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই শঙ্করের ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই, পরন্তু তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে ১৯ হইতে ২৮ সূত্র পর্য্যন্ত বাদীর অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষের মতে জীবের ক্ষুদ্রতা স্থাপন হইল এবং এই সমুদয় সূত্র সূত্রকারের নিজমতপ্রকাশক নহে। ২৯শ সূত্র তাঁহার মতপ্রকাশক সিদ্ধান্তসূত্র।

এই সূত্রের 'তদ্' শব্দে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই 'জ্ঞান' বুঝিয়াছেন, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে জ্ঞানের কথা আছে। কিন্তু

শঙ্করের মতে তদ্ শব্দ 'বুদ্ধি' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, যদিও বুদ্ধি শব্দ পূর্ব্বে কুত্রাপি নাই।

আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে বলিয়াছেন —সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিষেধক। অর্থাৎ আত্মা অণু, এ পক্ষ গ্রাহ্য নহে।

"তস্যা বুদ্ধেগু'ণাস্তদ্‌গুণা ইচ্ছা দ্বেষঃসুখংদুঃখমিত্যেবমাদয়স্তদ্‌গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্যাত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি স তদ্‌গুণসারস্তস্যভাবস্তদ্‌গুণসারত্বম্। নহি বুদ্ধেগু'ণৈর্ব্বিনা কেবলস্যাত্মনঃ সংসারিত্বমস্তি। বুদ্ধ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি লক্ষণং সংসারিত্বমকর্ত্তুরভোক্তুশ্চাসংসারিণো নিত্যমুক্তস্য সত আত্মনঃ। তস্মাৎ তদ্‌গুণসারত্বাদ্‌বুদ্ধিপরিমাণেনাঽস্য পরিমাণব্যপদেশঃ।"—'ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, এ সকল তাহার অর্থাৎ বুদ্ধির গুণ (ধর্ম্ম)। ঐ সকল গুণই প্রাধান্যরূপে আত্মার সংসারভাবের কারণ। সেই জন্যই আত্মা তদ্‌গুণসার অর্থাৎ বুদ্ধিগুণপ্রধান। যেহেতু বুদ্ধিগুণ প্রধান, সেই হেতু তিনি বুদ্ধিগুণ অনুসারে ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ উল্লিখিত হন। বুদ্ধির যোগ ব্যতীত কেবল (অসহায়) আত্মার সংসারিত্ব নাই। উপাধিভূত বুদ্ধির ইচ্ছাদিগুণে অধ্যস্ত হন, তাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসার হয়। অসংসারী কেবল ও নিত্যমুক্ত আত্মার আবার সংসার! অতএব বুদ্ধিগুণ অনুসারেই তাঁহার সেই সেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত আছে।' অর্থাৎ "শ্রুতিবাক্যে বুদ্ধির পরিমাণের দ্বারা আত্মার পরিমাণ

উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাজ্ঞ আত্মা ব্রহ্মের যেমন 'অণীয়ান্ ব্রীহের্বাযবাদ্বা (ব্রীহি ও যব হইতেও অণু) ইত্যাদি বাক্যে ক্ষুদ্রত্বাদি উপদেশ করা হইয়াছে, তদ্বৎ জীবাত্মাসম্বন্ধীয় উপদেশও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণুস্বভাব নহেন, বিভুস্বভাব।"

"তিনি যে শ্রুতিতে অণু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সে কথন বুদ্ধ্যাদি-উপাধি-অনুসারে। পরমাত্মা যেমন সগুণোপাসনার জন্য সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম আখ্যায় অভিহিত হন, তেমনি, জীবাত্মাও বুদ্ধিগুণ প্রাধান্যে পরিচ্ছিন্ন ও সংসারী বলিয়া কথিত হন।" (শঙ্করভাষ্যের ফুটনোট)।

আচার্য্য শঙ্করের এই মতের আলোচনা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে করা যাইবে।

জ্ঞানশব্দের দ্বারা আত্মার ব্যপদেশ, অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে দোষাবহ নহে পরবর্ত্তী সূত্রেও ইহাই বলিতেছেন ঃ—

"যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ" (২।৩।৩০)

ইহার অর্থ এই—'জ্ঞানের 'যাবদাত্মভাবিত্বাৎ' অর্থাৎ আত্মার সমনিয়তবৃত্তিত্ব বা নিত্যসহচরত্ব গুণ আছে বলিয়া, অর্থাৎ 'আত্মা যতদিন, তাহার জ্ঞানগুণও ততদিন, আত্মা যেমন অবিনাশী, তাহার জ্ঞানগুণও তেমনি অবিনাশী ও তৎসহচর', এইজন্য আত্মাকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা 'ন দোষঃ' দোষাবহ নহে ; 'তদ্দর্শনাৎ' কারণ সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা, প্রকাশ-

গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া অগ্নিকে 'প্রকাশ' শব্দের দ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।'

আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—যদি বল, বুদ্ধিগুণ সংযোগেই আত্মার সংসারিত্ব ঘটে, তবে বুদ্ধি ও আত্মা যখন বিভিন্ন, তখন এই সংযোগাবসান অবশ্য হইবে, তাহা হইলে মোক্ষও তৎকালে আপনা হইতেই হইবে, এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, এই দোষের আশঙ্কা নাই ; কারণ বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাব আছে, যতদিন জীবের সংসারিত্ব, যতদিন সম্যক্‌দর্শনদ্বারা সংসারিত্ব দূর হয় না, ততদিন তাহার বুদ্ধিসংযোগ নিবারিত হয় না। শাস্ত্রে এইরূপ দেখাইয়াছেন ; যথা, "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি শ্রুতি।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না।

এইস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়—সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় যখন জ্ঞান থাকে না, তখন জ্ঞান কখনই আত্মার স্বরূপানুবন্ধী অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ গুণ বা ধর্ম্ম হইতে পারে না ; ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ।" (২।৩।৩১)

[পদচ্ছেদঃ—'পুংস্ত্বাদিবৎ' (পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্বের ন্যায়) 'অস্য' (ইহার অর্থাৎ জ্ঞানের) 'সতঃ' (সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় বিদ্যমানতার) 'অভিব্যক্তিযোগাৎ' (অভিব্যক্তি সম্ভব বলিয়া)। 'তু' শব্দ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত।]

ইহার সরলার্থ এই—যেমন পুংস্ত্বাদি (পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব)

বাল্যকালে অনভিব্যক্তরূপে অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে বা বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই যৌবনে অভিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ও সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি কালে বীজভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং এই জন্যই জাগ্রৎ অবস্থায় পুনরায় তাহার অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। অতএব জ্ঞান জীবের নিত্যসহচর।

এখন সূত্রকার আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে আত্মার সর্ব্বগতত্বে বা ব্যাপকত্বে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—

"নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা" (২।৩।৩২)

[পদচ্ছেদ ঃ—'নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ' (সর্ব্বদাই বিষয়োপলব্ধি ও তাহার অভাব (অর্থাৎ অনুপলব্ধি) হইবার সম্ভাবনা) 'অন্যতরনিয়মঃ' (কেবলই উপলব্ধি বা কেবলই অনুপলব্ধির নিয়ম) 'বা' (অথবা) 'অন্যথা' (অন্যরূপ হইলে অর্থাৎ এরূপ না হইলে)]।

ইহার শ্রীভাষ্যের সরলার্থ এই—'আত্মা যদি সর্ব্বগত জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান, কখনও বা জ্ঞানাভাব হইতে পারিত না। অতএব আত্মা মহান্ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু অণু ও জ্ঞানগুণবান্।'

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-

তীর্থ মহাশয় এই সূত্রের শ্রীভাষ্যের এইরূপ তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—'সময়বিশেষে যে কোন কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আবার হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এখন এ বিষয়ে তিনটী প্রশ্ন করা হইতেছে—(১) আত্মা কি উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়েরই হেতু? (২) কিংবা কেবল উপলব্ধিরই হেতু? (৩) অথবা অনুপলব্ধিরই হেতু? যদি উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে এক সময়েই আত্মার উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি, উভয়ই ঘটিতে পারে; অথচ তাহা অনুভববিরুদ্ধ; যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই উপলব্ধি থাকিতে পারে, কখনও কোনও বিষয়ে অনুপলব্ধি ঘটিতে পারে না; আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি বা অজ্ঞান থাকিতে পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না; অথচ আত্মাকে অণুপরিমাণ ও জ্ঞানগুণবান্ বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না।'

এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্যের মর্ম্ম এই—'জীবাত্মা সর্ব্বগত এবং স্বরূপতঃই বিভুস্বভাব স্বীকার করিলে, উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি (জ্ঞান ও অজ্ঞান) উভয়ই জীবাত্মার নিত্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবাত্মা অণু না হইয়া স্বরূপতঃ ব্যাপকস্বভাব হইলে তাঁহার নিত্যসর্ব্বজ্ঞত্ব (উপলব্ধি) সিদ্ধ হয়; এবং পক্ষান্তরে সংসারবন্ধ ও (অজ্ঞানও) থাকা দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার সেই অজ্ঞানও নিত্য হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধ মোক্ষ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় উভয়ই নিত্য হয়। অথবা হয় নিত্যই বদ্ধ অথবা নিত্যই মুক্ত, এইরূপ

দুইটীর একটী ব্যবস্থা করিতে হয়। বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হওয়ার সঙ্গতি কোন প্রকারে হয় না।’

শঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—‘আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণ অবশ্য আছে স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিলে নিত্যোপলব্ধি অথবা নিত্য-অনুপলব্ধি মানিতে হইবে; কারণ ইন্দ্রিয়াদি করণ আত্মার সম্বন্ধে নিত্য বর্ত্তমান থাকায়, নিয়ামক অন্তঃকরণের অভাবে আত্মার নিত্যই বাহ্য-বিষয়ের উপলব্ধি হইবে। যদি ইন্দ্রিয়াদি সাধন থাকা সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি আত্মার না হয়, তবে অনুপলব্ধির নিত্যত্বই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; অথবা আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটির শক্তির প্রতিবন্ধ মানিতে হইবে; কিন্তু আত্মার শক্তির প্রতিবন্ধ সম্ভবপর নহে; কারণ পূর্ব্বে ও পরক্ষণে অপ্রতিবন্ধ শক্তি দেখিয়া মধ্যে অকস্মাৎ ইহার শক্তির প্রতিবন্ধ হওয়া স্বীকার করা যায় না; অতএব যাহার অবধান ও অনবধানবশতঃ উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি ঘটে, এইরূপ অন্তঃকরণ থাকা স্বীকার করিতে হয়।’

আচার্য্য শঙ্করের এই ব্যাখ্যা অতিশয় কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারাও জীবাত্মার বিভুত্ব প্রতিপন্ন হয় না। এই ব্যাখ্যার অসমীচীনতা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

এতৎবিষয়ক পরবর্ত্তী সূত্রসমূহদ্বারাও আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা অসমীচীন বলিয়া মনে হয়।

(৪) জীব কর্ত্তা

পরবর্ত্তী সাতটী সূত্রকে (৩৩—৩৯) কর্ত্রধিকরণ বলা হয়। পূর্ব্বে আত্মার অণুত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন এই অধিকরণে আত্মার কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপনের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

"কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (২।৩।৩৩)

—(আত্মা) 'কর্ত্তা', 'শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' (শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষার জন্য)। শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন "স্বর্গকামো যজেত" (স্বর্গাভিলাষী যাগ করিবে), এবং "মুমুক্ষুর্ব্রহ্মোপাসীত" (মোক্ষাভিলাষী ব্রহ্মোপাসনা করিবে)। এই সকল ভোগ ও মোক্ষের উপায়নির্দ্দেশক শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্য জীবের কর্ত্তৃত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" (৩।২৭) ইত্যাদি বাক্যে যে প্রকৃতির গুণসমূহের কর্ত্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব যে প্রকৃতির গুণসমূহের সংসর্গ দ্বারাই সম্পাদিত হয়, কেবলই স্বরূপ দ্বারা নহে, এই স্বকীয় ও পরকীয় কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের বিবেক প্রদর্শনের জন্যই কেবল গুণসমূহের কর্ত্তৃত্বের কথাই গীতাতে কথিত হইয়াছে, ইত্যাদি বিবিধ তর্কযুক্তি দ্বারা আচার্য্য রামানুজ আত্মার কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যেও এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপই। শঙ্কর যখন জীবকে বিভুস্বভাব বলেন, তখন সব কর্ম্মই ব্রহ্মের কর্ম্ম বলিতে হয়। তাহা হইলে ভোগ ও মোক্ষ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোপদেশ সর্ব্বৈব

মিথ্যা হইয়া যায়, এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রদর্শন করিয়া ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদে সূত্রকার যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহার কোনও সার্থকতা থাকে না। এই অবস্থায় সমস্ত ব্রহ্মসূত্র পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যে পূর্ণ হয়। সুতরাং শঙ্করের এই সূত্রের ব্যাখ্যার তেমন কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

পরবর্ত্তী কতিপয় সূত্রেও আত্মার কর্ত্তৃত্বের কথাই বলা হইতেছে—

"বিহারোপদেশাৎ" (২।৩।৩৪)

ইহার অর্থ এই—'জীব শরীরে বিহার করেন, শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" (বৃহ, ৪।১।১৮)—'(এই আত্মা) স্বীয় শরীরমধ্যে যথেচ্ছ-ভাবে বিচরণ করে।'

এতদ্দ্বারা এই শ্রুতি আত্মার কর্ত্তৃত্বই উপদেশ করিতেছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে কোন বিরোধ নাই। এই সূত্রোক্ত 'বিহার' শব্দটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শঙ্কর যে আত্মাকে স্বরূপতঃ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত বলেন, তাঁহার এই মত ঠিক হইলে আত্মার 'বিহার' কথার কোনই অর্থ থাকে না, অতএব শঙ্করের উক্ত মত সমীচীন নহে।

"উপাদানাৎ" (২।৩।৩৫)

জীব প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে 'উপাদান' রূপে গ্রহণ করেন, শ্রুতি এইরূপও উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"এবমেবৈষ এতান্

প্রাণান্ গৃহীত্বা” ইত্যাদি (বৃহ, ৪।১।১৮)। ‘গ্রহণ’কার্য্য আত্মার কর্ত্তৃত্বাবধারক।

এই সূত্রের ব্যাখ্যাতেও বিরোধ নাই।

“ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ”

(২।৩।৩৬)

—শ্রুতিতে “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে”—বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা যজ্ঞ বিস্তার করেন—এই বাক্যে শ্রুতি আত্মার যজ্ঞরূপ (‘ক্রিয়ায়াং’) ক্রিয়াতে ‘ব্যপদেশ’ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য। ‘ন চেৎ’—যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যদি ‘আত্মা’ না বুঝাইয়া ‘জ্ঞান’ (বুদ্ধি) বুঝায় এইরূপ বল, তাহা হইলে জ্ঞান বা বুদ্ধি যখন ক্রিয়াসাধনকরণ, তখন ‘বিজ্ঞান’শব্দের পরে করণ-বিভক্তি তৃতীয়া হইয়া ‘বিজ্ঞানেন’ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা যখন হয় নাই তখন প্রথমা বিভক্ত্যন্ত ‘বিজ্ঞান’ শব্দ দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্বই উপদেশ করা হইয়াছে, জ্ঞানের (বা বুদ্ধির) কর্ত্তৃত্ব নহে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যাতেও বিরোধ নাই। জীবাত্মা যদি কর্ত্তা হইলেন, তাহা হইলে তিনি অনিষ্টোৎপাদক কর্ম্ম কেন করেন, ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

“উপলব্ধিবদনিয়মঃ” (২।৩।৩৭)

‘জীবাত্মা কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব ‘উপলব্ধি’ করিলেও সর্ব্বদাই যে ইষ্টকর্ম্ম করিবেন তাহার কোন ‘নিয়ম নাই’। (অথবা,

ইষ্টকর্ম্মের যে সর্ব্বদাই ইষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে তাহার কোন 'নিয়ম নাই')।

এই সূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যার ফলও একই প্রকার।

"শক্তিবিপর্য্যয়াৎ" (২।৩।৩৮)

এই সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য এই :—"বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে করণ-শক্তির্হীয়তে, কর্ত্তৃশক্তিঃ স্যাৎ, অতো জীব এব কর্ত্তা"।

'বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে, তাহার করণত্বের লোপ হয়, তাহা কর্ত্তৃশক্তি হইয়া পড়ে ; অতএব জীবই কর্ত্তা'।

এই সূত্রের রামানুজ ভাষ্য অন্যরূপ। তিনি 'শক্তিবিপর্য্যয়াৎ' এর অর্থ করিয়াছেন 'ভোক্তৃত্বশক্তির বৈপরীত্য হেতু'। তাহার ভাষ্যের সরলার্থ এই—'আত্মা যদি কর্ত্তাই না হয়, তাহা হইলে ভোক্তৃত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্ত্তৃরূপ বুদ্ধির পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয় ; সুতরাং ভোক্তৃত্বশক্তিরও বিপর্য্যয় হইতে পারে। অতএব আত্মাই কর্ত্তা।'

শাঙ্করভাষ্যের ফলিতার্থও এইরূপ।

"সমাধ্যভাবাচ্চ" (২।৩।৩৯)

এই সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্যের ব্যাখ্যা এই—'আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, শাস্ত্র যে চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিতিরূপ 'সমাধি'র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অচেতন বুদ্ধি, যাহা নিজের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না, তদ্দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং 'সমাধি'র 'অভাব' প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ সমাধির উপদেশও

বৃথা হইয়া যায়।' অতএব এই কারণেও আত্মার কর্ত্তৃত্বই সিদ্ধ হয়।

ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা এই—সমাধিকালে বুদ্ধি থাকে না। যদি আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে সমাধির লোপাপত্তি হয়; এই হেতু আত্মাকে কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবে।—চিত্তবৃত্তির নিরোধকে সমাধি বা যোগ কহে। (পাতঞ্জল যোগসূত্র ১ম ও ২য় দ্রষ্টব্য)—

শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যাও ফলে এইরূপই।

আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ইহার কর্ত্তৃত্বের কখনও বিরাম হইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি করা যায় না; বরং এইজন্য বলা হইয়াছে—

"যথাচ তক্ষোভয়থা" (২।৩।৪০)

ইহার নিম্বার্ক ভাষ্য এই—"আত্মেচ্ছয়া যথা তক্ষা (সূত্রধরঃ) তথা করোতি ন করোতি ইত্যুভয়থা ব্যবস্থা সিধ্যতি, বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে ইচ্ছাভাবাত্তবস্থাঽভাবঃ।"

ইহার বিবৃতার্থ এই—'তক্ষা (সূত্রধর) ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়ায় কুঠারাদি থাকিতেও যদৃচ্ছাক্রমে কখন কর্ম্ম করে, কখন করে না, উভয়প্রকারই করিতে দেখা যায়; কিন্তু সূত্রধরের বুদ্ধিমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা হইলে, কখনও ইচ্ছা হওয়া, কখনও না হওয়া, এইরূপ অবস্থাভেদ ঘটিতে পারে না।'

শাঙ্করভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ, যথা—'যেমন তক্ষা (সূত্রধর) বাস্য (বাইস্) প্রভৃতি অস্ত্রবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম

করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও দুঃখী বোধ করে, পরন্তু গৃহে আগমন করিয়া বাস্যাদি অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থ ও সুখী হয়, তদ্রূপ জীবও অবিদ্যাহেতু দ্বৈতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া স্বপ্ন-জাগরণাদি অবস্থাতে আপনাকে কর্ত্তা ও দুঃখী বোধ করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার কর্ত্তৃত্বাদি ভাব অপগত হয়, এবং সে মুক্তিলাভ করে। জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বরূপগত নহে, তাহা অজ্ঞানমূলক; সূত্রধর যেমন বাস্যাদি উপকরণ অপেক্ষায়ই কর্ত্তা হয়, পরন্তু স্বীয় শরীরে অকর্ত্তাই থাকে; তদ্রূপ আত্মাও ইন্দ্রিয়াদি করণের অপেক্ষায় কর্ত্তা হয়েন, স্বরূপতঃ তিনি অকর্ত্তা। এই সাদৃশ্যমাত্র প্রদর্শন করাই দৃষ্টান্তের মর্ম্ম। পরন্তু আত্মা সূত্রধরের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট নহেন; সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদিকরণের গ্রহণ সূত্রধরের বাস্যাদি অস্ত্রগ্রহণের সদৃশ নহে, এই অংশে দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য নাই। আত্মার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ থাকাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না; অতএব অবিদ্যাকৃত কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই বিধিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত। "কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, যাহাতে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা "অনুবাদ" মাত্র, ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অবিদ্যাকৃত কর্ত্তৃত্বকেই অনুবাদ করিয়া আত্মার সম্বন্ধে প্রকাশ করে। বাস্তবিক তদ্দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব কখনও প্রমাণিত হয় না।" ইত্যাদি।

আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইহার আলোচনা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে হইবে।

পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্র দ্বারাও শঙ্করের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত হয়।

(৫) জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন, এবং ঈশ্বরের প্রেরণা জীবের কর্ম্মানুযায়িনী

আত্মার কর্ত্তৃত্ব কি স্বায়ত্ত?—এই সংশয় নিরসনের জন্য বলা হইয়াছে—

"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" (২।৩।৪১)

ভাষ্য :—তজ্জীবস্যকর্ত্তৃত্বং পরাদ্ধেতোঽস্তি। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।—জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সমস্তই পরের অর্থাৎ পরমাত্মার অধীন, শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন,—যথা—অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ (তৈত্তি, আরণ্য, ৩।১১।১০)। (নিম্বার্ক)।

'তু' শব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তিসূচক। (রামানুজ)।

পরমেশ্বর কাহারও দ্বারা উত্তম কর্ম্ম, কাহারও দ্বারা অধম কর্ম্ম করাইলে তাঁহাতে বৈষম্যদোষের আরোপ হয় না, এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ" (২।৩।৪২)—

"ঈশ্বরের প্রেরণা 'কিন্তু' 'জীব'কৃত 'প্রযত্নসাপেক্ষ' অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম বা চেষ্টানুযায়িনী। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে

ঈশ্বর তাহাকে ধর্ম্ম্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। কারণ শাস্ত্রোক্ত 'বিহিত প্রতিসিদ্ধ' কর্ম্মের অর্থাৎ বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্র-নির্দ্দেশের 'অবৈয়র্থ্য' অর্থাৎ সফলতা বা সার্থকতা আছে, তৎসমস্ত নিরর্থক নহে, তদ্দ্বারা জীব-প্রযত্নেরও সিদ্ধি হয়।"

এখন সূত্রের অংশাধিকরণ আরম্ভ হইল। এই অধিকরণে জীব যে ব্রহ্মের অংশ ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

(৬) জীব ব্রহ্মের অংশ ও বহু

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি
দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে" (২।৩।৪৩)

[অংশঃ নানাব্যপদেশাৎ, অন্যথা চ, অপি-দাশ-কিতব-আদিত্বম্ অধীয়তে—একে]—দাশঃ=কৈবর্ত্তঃ, কিতবঃ=দ্যূত-সেবীঃ, ধূর্ত্তঃ।

এই সূত্রের বিবৃতার্থ এই—জীব পরমাত্মার 'অংশ', যেহেতু শ্রুতিতে তাহার ভেদ 'ব্যপদেশ' (নির্দ্দেশ)ও আছে, আবার 'অন্যথা'—অন্যপ্রকারে—অভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে, (এমন কি) কেহ কেহ ('একে')—যেমন অথর্ব্বশাখিগণ—কৈবর্ত্ত এবং ধূর্ত্তগণকেও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন ('অধীয়তে')। অতএব অংশী হইতে অংশ পদার্থটি যখন ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, তখন জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হইল।

শঙ্করের মতেও এই সূত্রের মর্ম্ম এইরূপই। নানাপ্রকার বিচারের পর শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"অতো ভেদাভেদা-

বগমাভ্যামংশবত্বাবগমঃ”—‘অতএব শ্রুতি বিচারদ্বারা (ব্রহ্মের সহিত জীবের) ভেদ ও অভেদ এই উভয় সিদ্ধান্ত হওয়ায়, জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অবগত হওয়া যায়।’ শঙ্কর একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ভেদাভেদসিদ্ধান্ত পরিস্ফুট করিয়াছেন। ‘জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্য অবিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই, যেমন অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে বিশেষ বা ভেদ নাই।’

পরবর্ত্তী সূত্রগুলির দ্বারাও জীবের অংশভাবই নিশ্চিত হয়।

“মন্ত্রবর্ণাচ্চ” (২।৩।৪৪)

ইহার নিম্বার্কভাষ্য এই—

“পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীতি মন্ত্রবর্ণাজ্জীবো ব্রহ্মাংশ”—‘সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের একপাদ’, ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের এই মন্ত্রবর্ণ (মন্ত্রাক্ষর বা বচন) হইতেও জানা যায় যে জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ। ‘পাদ’শব্দটি অংশবাচক। জীবের বহুত্বনিবন্ধন মন্ত্রে ‘বিশ্বানি ভূতানি’ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া ‘অংশ’ শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং “নাত্মাশ্রুতেঃ” এই সূত্রে ও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, এই জন্যই ‘আত্মা’ শব্দে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।’ (রামানুজ)

রামানুজের উল্লিখিত ভাষ্যার্থে প্রদর্শিত হইল যে জীব ব্রহ্মের অংশ এবং জীব একজাতীয় হইলেও বহু।

“অপিচ স্মর্য্যতে” (২।৩।৪৫)

স্মৃতিও ‘জীব ব্রহ্মের অংশ’ এইরূপই বলিয়াছেন। যথা,

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা, ১৫।৭)—'জীবলোকে আমার (ব্রহ্মের) অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন।'

"প্রকাশাদিবত্তু নৈবংপরঃ" (২।৩।৪৬)

[আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রে 'তু' শব্দটি ব্যবহার করেন নাই।]

—যেমন সূর্য্যাদি প্রকাশক বস্তু, তদংশভূত কিরণের মল-মূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শের দ্বারা দুষ্ট হয় না, তদ্রূপ পর অর্থাৎ পরমাত্মাও (তাঁহার প্রভাস্থানীয় অংশ—[রামানুজ]) জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা দুষ্ট হয়েন না। (নিম্বার্কভাষ্য)।

"স্মরন্তি চ" (২।৩।৪৭)

গীতাদি স্মৃতিতেও এইরূপই আছে যে জীবের সুখ দুঃখে ঈশ্বরের সুখদুঃখ হয় না।

যথা—"ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা"।

"অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জোতিরাদিবৎ" (২।৩।৪৮)

ব্রহ্মাংশরূপতাহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত সমতা থাকিলেও, তাঁহার দেহসম্বন্ধহেতুই তাঁহার প্রতি শাস্ত্রোক্ত 'অনুজ্ঞাপরিহার', অর্থাৎ অনুমতি (বা বিধি) ও নিষেধের ব্যবস্থা আছে; যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও যজ্ঞাগ্নি গ্রহণীয় হয় এবং শ্মশানাগ্নি পরিত্যজ্য হয়।

"অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" (২।৩।৪৯)

(অসন্ততেঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ অব্যতিকরঃ কর্ম্মণস্তৎ ফলস্য বা বিপর্য্যয়ো ন ভবতি)—[নিম্বার্ক]।

—জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই যখন পৃথক্ পৃথক্ (অর্থাৎ সর্ব্বগত নহে), তখন কর্ম্ম ও তৎফলের বিপর্য্যয় বা সাঙ্কর্য্য ঘটে না, অর্থাৎ একের কৃতকর্ম্ম ও তৎফল অপরকে আশ্রয় করে না।

আচার্য্য শঙ্কর ইহার অন্যরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'কর্ত্তা ও ভোক্তা যে আত্মা তাঁহার সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই, জীব স্বীয় উপাধিগত দেহনিষ্ঠ, তাঁহার অপর দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই। উপাধিগত শরীরের সর্ব্বব্যাপিত্ব না হওয়াতে, তন্নিষ্ঠ জীবেরও সকল দেহের সহিত সম্বন্ধ হয় না; অতএব কর্ম্ম অথবা কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম হয় না। যে জীব যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহারই, এবং তৎফলভোগও তাহারই হয়।

শঙ্করের এই ব্যাখ্যা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গ্রহণ করেন নাই, ইহা জীবের স্বরূপগত বিভুত্বের অনুকূলে। আমরা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে ইহার সমালোচনা করিব।

পরবর্ত্তী সূত্রের শাঙ্করভাষ্যও নিম্বার্ক, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের অনুমোদিত নহে।

(৭) জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহেন

"আভাস এব চ" (২।৩।৫০)

শঙ্কর ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—'জীব পরমাত্মার আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্বরূপ'।

অন্যান্য আচার্য্যগণের ভাষ্যসহ শঙ্করের প্রতিবিম্ববাদের সমালোচনা আমরা পরে ৪র্থ পরিচ্ছেদে করিব।

(৮) জীবাত্মা সর্ব্বগত নহেন

"অদৃষ্টানিয়মাৎ" (২।৩।৫১)

ইহার নিম্বার্কভাষ্যের অর্থ এই—'আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়াও কর্ম্ম ও কর্ম্মভোগের ব্যতিক্রম নিবারিত হয় না; কারণ সকল আত্মাই সর্ব্বগত হইলে সকলই তুল্য, অদৃষ্ট কোন্ আত্মাকে অবলম্বন করিবে তাহার কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।'

"অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্" (২।৩।৫২)

'আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না, এবংবিধ অভিসন্ধি (সঙ্কল্পাদি) বিষয়েও আত্মার সর্ব্বগতত্ববাদে কোন নিয়ম থাকে না।'

"প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ" (২।৩।৫৩)

আচার্য্য নিম্বার্ক এই সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন—

—'স্বশরীরস্থাত্মপ্রবেশাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসমিতি চেন্ন, তত্র সর্ব্বেষামাত্মপ্রদেশানামন্তর্ভাবাৎ।' ইহার বিবৃতার্থ এই—

যদি বল, তত্তৎশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই সঙ্কল্পাদি হইতে পারে, সুতরাং তদ্দ্বারা অভিসন্ধির ও কর্ম্মের নিয়মের সঙ্গতি হইতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সকল আত্মাই সকল শরীরের অন্তর্ভুক্ত, অতএব কোন বিশেষ আত্মাকে কোন বিশেষ

দেহে বিশেষরূপে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। কারণ, সকল আত্মাই সমভাবে সর্ব্বগত। অতএব জীবাত্মার সর্ব্বগতত্ববাদ অপসিদ্ধান্ত।[২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুক্ত জীবের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি-নিরূপণ

আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া জীববাদ (১) বিষয়ে আচার্য্য শঙ্কর ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের

---

(১) প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আমরা বলিয়াছি 'জীববাদ' বলিতে জীবের স্বরূপ (ও কর্ত্তৃত্বাদি)-বিষয়ক মতের বিচার ও তল্লব্ধ সিদ্ধান্তকে বুঝায়। জীবসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় (যথা—দশবিধ সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণ প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি) 'জীব'সংক্রান্ত হইলেও 'জীববাদের' অন্তর্গত নহে। এইজন্য জীবের সংসার-গতি, সংসার-বন্ধের মোচন, মোক্ষের সাধন, মৃত্যুর অবস্থা, উৎক্রান্তি, উৎক্রমণের পথ, বিভিন্নলোকে গমন, পুনরাবর্ত্তন, পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্তির ক্রম, স্বপ্নাদি অবস্থা, প্রতীকোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনার ফলের তারতম্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইতে আমরা বিরত রহিলাম। যাঁহারা এই সকল বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়, ছান্দোগ্যের ৫ম প্রপাঠকের ৩য়খণ্ড হইতে ১০ম খণ্ড, বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণ, ৩য় অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিশেষভাবে পাঠ করিবেন।

কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা মুক্ত জীবের স্বরূপ ও তদন্তর্গত সামর্থ্য এবং ভোগাদি ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায় নামক ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে এই সমুদয় নিরূপিত হইয়াছে। এতৎসংক্রান্ত সূত্রসমূহের মর্ম্মার্থসম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের মধ্যে বিশেষ কোন মতানৈক্য নাই।

উপনিষদে (ছান্দো, ৮।১২।৩) 'স্বরূপাভিনিষ্পন্ন' জীবকেই মুক্ত বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্রে মুক্তের এই সংজ্ঞাই গৃহীত হইয়াছে। 'স্বরূপাভিনিষ্পন্ন' শব্দে কর্ম্মসম্বন্ধ ও তজ্জনিত দেহসম্বন্ধ হইতে নির্মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক স্বরূপে অর্থাৎ অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণভূষিত বিশুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত বুঝায়। (অপহত =বিনষ্ট, অপহতপাপ্মত্ব=আত্মার নিষ্পাপত্ব বা নির্ম্মলত্ব।) এইরূপ অবস্থিতির নামই মুক্তি। মুক্তিতে জীবের স্বরূপাতিরিক্ত অন্য কিছু জন্মে না ; যাহা আপনার 'কেবল' অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনারোপিত রূপ তাহারই আবির্ভাব হয়।

এই পাদের ৪র্থ সূত্রটী এই—

"অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" (৪।৪।৪)

এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য এই—"মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগা-বিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি। তত্ত্বস্য তদানীমপরোক্ষতো দৃষ্টত্বাৎ, শাস্ত্রস্যাপ্যেবং দৃষ্টত্বাৎ।" অস্যার্থ :—'মুক্তপুরুষ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন ; কারণ

তাঁহার তৎকালে সমস্তকেই পরমাত্মস্বরূপে দর্শন হয়, শাস্ত্রও এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন।'

এই অভিন্নরূপে দর্শন করার অর্থ এই নয় যে সর্ব্বতোভাবে এক বলিয়া অনুভব করা। 'দর্শন করা'—কথার মধ্যেই পৃথক্ত্ব বর্ত্তমান। মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মরূপেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন, অণু বা অংশরূপেই তিনি নিজের অভিন্নতা অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করেন। শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সূত্রের বিস্তৃত বিচার করিয়া বলিয়াছেন—'তদুপসম্পন্ন (ব্রহ্মপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত) জীব তৎসাযুজ্য (অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য)-ই লাভ করেন। কারণ বেদে ঐরূপই দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন, নদীসকল যেমন সমুদ্রেই 'সহযোগ' প্রাপ্ত হয়, বিদ্বান্ পুরুষও তদ্রূপ মুক্তিলাভে নামরূপবিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পরমপুরুষে সাযুজ্য লাভ করেন। এস্থলে সাযুজ্যের অর্থ 'সহযোগ'। সাযুজ্যপ্রাপ্তব্যক্তির সালোক্য অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে অবস্থান, স্বারূপ্য অর্থাৎ ব্রহ্মরূপপ্রাপ্তি, সামীপ্য অর্থাৎ ব্রহ্মনৈকট্য এবং সার্ষ্টি অর্থাৎ সমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি অবান্তর ফলস্বরূপেই হইয়া থাকে।

'নদীর সমুদ্রে সাযুজ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলেও প্রকৃত সাযুজ্যপ্রাপ্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-আশঙ্কা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নীরে নীরান্তরের একীভাব ব্যবহারেও উহাদের অন্তর্গত ভেদ অপরিহার্য্য। জলে জলান্তরের প্রবেশ যদি উহাদের অভেদের জ্ঞাপক হইত, তবে তাদৃশ প্রবেশে তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইত না।'

আচার্য্য রামানুজও 'অবিভাগ' শব্দ দ্বারা 'জীবের ব্রহ্মের বিশিষ্টাংশরূপে তাঁহার সহিত স্বরূপগত ঐক্য' এই অর্থ করিয়াছেন এবং মুক্তজীবের ব্রহ্মের সাম্য ও সাধর্ম্যাদি লাভের কথাই বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর যে সাযুজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত অর্থাৎ এক-হইয়া-যাওয়ারূপ মুক্তির কথা বলিয়াছেন তাহা কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই সমর্থন করেন না। শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিতই একমত। সূত্রকারও মুক্তির পর জীবের ভেদের কথাই বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ নির্ব্বাণের কথা কুত্রাপি বলেন নাই, এবং ব্রহ্মের সাম্য-সাধর্ম্যাদি প্রাপ্তি সত্ত্বেও যে তাঁহার সহিত আংশিক ভেদ বর্ত্তমান থাকে তাহাই সূত্রিত করিয়াছেন।

এই পাদের ৫ম হইতে ৭ম সূত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত জীব শুধু 'অপহতপাপ্মা' এবং ঔডুলোমি মুনির মতানুসারে উপনিষদোক্ত 'প্রজ্ঞানঘন' নহেন, অপিচ তিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প (ছান্দো, ৮।১।৫) হয়েন। ৯ম সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষগণ পরব্রহ্মাত্মক হইয়া অনন্যাধিপতি "স্বরাট্" (ছান্দো, ৭।২৫।২) হয়েন এবং সাধনান্তরের সাহায্য ভিন্ন সঙ্কল্পমাত্রই তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ১০ম হইতে ১২শ সূত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত পুরুষ স্বেচ্ছায় কখনও সশরীর, কখনও অশরীর হয়েন, এবং ঐশ্বর্য্যবান্ মুক্ত পুরুষ বহু দেহে আবিষ্ট হইতে সক্ষম হন। ১৩শ ও ১৪শ সূত্রে বলা হইয়াছে, স্বপ্নে যেমন শরীর না থাকিলেও জীব সমস্ত ভোগ করে, তেমনই

শরীর না থাকিলেও মুক্ত জীবের ভোগ সিদ্ধ হয়। মুক্ত জীব দেহবিশিষ্ট অবস্থায়, জাগ্রত জীব যেমন বিষয় ভোগ করে, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। ১৫শ ও ১৬শ সূত্রে বলা হইয়াছে, প্রদীপ যেমন একস্থানে স্থিত হইয়াও তাহার প্রভার দ্বারা অনেক প্রদেশে ব্যাপ্ত বা প্রবিষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষও নিজের জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলে অনেক শরীরে আবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রুতিই ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ চানন্তায় কল্পতে॥"

—(শ্বেত, ৫।৯)

—'কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে পুনরায় শত ভাগ করিলে যেমন সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণু পরিমাণ, কিন্তু এইরূপ অণুস্বরূপ হইলেও তিনি গুণে অনন্ত হইতে পারেন।'

'অতএব মুক্তের সার্ব্বজ্ঞ্য সিদ্ধ হইল'—ইতি বলদেব। তৎপরে ১৭শ সূত্রে বলা হইয়াছে—

"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" (৪।৪।১৭)

—ইহার তাৎপর্য্য এই—মুক্ত পুরুষগণ ইচ্ছা দ্বারা শরীর ধারণক্ষম হইয়াও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি ব্যাপারে সমর্থ নহেন। বেদে সৃষ্টিপ্রকরণে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈত্তি, ৩।১) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে কেবল পরব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, আর পরব্রহ্মের সমুদয় শক্তির সন্নিধান মুক্ত পুরুষে নাই।

'উক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ মুক্ত পুরুষ বিষয়ক নহে এবং মুক্ত পুরুষদিগের সৃষ্টিসামর্থ্য হওয়া শ্রুতি কোন স্থানে উপদেশ করেন নাই।' 'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাবলে যাঁহারা ঈশ্বরসাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বেদব্যাস এই কথা বলিয়াছেন যে তাঁহাদের জগৎসৃষ্টিসামর্থ্য হয় না। কিন্তু এই প্রকরণে সগুণ ব্রহ্মোপাসক অথবা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক বলিয়া কোন স্থানে কোন প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয় নাই; ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহান্তে যখন পরব্রহ্মে মিলিত হয়েন, যখন তাঁহার "ব্রহ্মসম্পত্তি" লাভ হয়, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাই বেদব্যাস এই প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন; এই প্রকরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তবে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞদিগের এইরূপ শ্রেণীভেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ পরব্রহ্মের সহিত একেবারে মিলাইয়া যান, তাঁহাদের আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না; এই মত বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে কোন স্থানে ব্যক্ত করেন নাই; ইহা প্রকৃত হইলে বেদব্যাস তদ্বিষয় অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ রাখিয়া কেবল বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া শিষ্যকে মোহিত করিতেন না; তৎসম্বন্ধে ভেদসকল প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টরূপে সূত্র রচনা করিতেন। এই শেষ প্রকরণে ব্রহ্মসম্পৎপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অবস্থা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে সকল সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন স্থানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মসম্পৎপ্রাপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রদর্শিত হয়

নাই। কেবল প্রতীকে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদের পরব্রহ্মসম্পত্তিলাভই হয় না, তাঁহারা কার্য্যব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া স্পষ্টরূপে এই অধ্যায়ের তৃতীয় প্রকরণের ১৪ সংখ্যক সূত্রে বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন ; নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ভিন্ন কাহারও সম্পূর্ণরূপে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি হয় না, এই শাঙ্করিক মত যদি বেদব্যাসেরও হইত, তবে তৎসম্বন্ধেও এইরূপ স্পষ্টসূত্র অবশ্যই থাকিত। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি দেহান্তে হয়, ইহা তৃতীয় প্রকরণে বর্ণনা করিয়া, পরব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত, সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত পুরুষদিগের অবস্থা কি, তাহা বিচার করিবার নিমিত্তই এই ৪র্থ প্রকরণ রচিত হইয়াছে ; শাঙ্করিক মত প্রকৃত হইলে, এই প্রকরণে তদ্বিষয়ে স্পষ্টসূত্র থাকা কি নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইত না ? শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত-বাদী ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে মুক্তপুরুষের কোন প্রকারও পার্থক্য থাকা স্বীকার্য্য হইতে পারে না ; তাহা স্বীকার করিলে, দ্বৈতাদ্বৈত মত তাঁহার অবলম্বন করিতে হয় ; কারণ পরব্রহ্ম হইতে মুক্তপুরুষের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ স্বীকার করিলে, নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ একেবারে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এই সূত্রে বেদব্যাস বলিলেন যে, ব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত পুরুষদিগেরও পরব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্বাদিশক্তি উপজাত হয় না ; সুতরাং কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিয়াই গেল। যে মতে মুক্ত জীবও পরব্রহ্মের অংশমাত্র, সেই মতে মুক্ত পুরুষদিগের পরব্রহ্মরূপপ্রাপ্তি অথচ সৃষ্টি-সামর্থ্যাদিলাভ না করা স্বভাবতঃই স্বীকৃত ; কারণ অংশ অংশী

হইতে ভিন্ন নহে, অথচ অংশীর সম্যক্ শক্তি অংশে থাকিতে পারে না ; মুক্তপুরুষগণ ভগবদংশ, সুতরাং তাঁহার সহিত তাঁহাদের ঐক্যও আছে এবং শক্তিবিষয়ে খর্ব্বতাও আছে। মুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের ভেদজ্ঞান সম্যক্ বিলুপ্ত হয়, সর্ব্ববিধশক্ত্যাশ্রয় যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান হওয়াতে তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, ইহাই বদ্ধজীবের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ। কিন্তু শাঙ্করিক মত রক্ষা করিতে গেলে এই সূত্রের ও প্রকরণের উপদেশ সকলের অর্থসঙ্কোচ না করিলে চলিবে না, অতএবই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সূত্রের উক্তপ্রকার সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ ও জীবের অন্ততঃ ব্যবহারিক অস্তিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত ; ইহা নিষেধ করিতে কেহ সমর্থ নহেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ দ্বারা এই স্বীকৃত ব্যবহারিক অস্তিত্বেরও কোন প্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না। যাহা হউক, এইস্থলে এইমাত্রই বক্তব্য যে, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষদিগের অবস্থা বিষয়ে বেদব্যাস এই সূত্রে এবং সাধারণতঃ এই প্রকরণে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শাঙ্করিকমতের বিরোধী।' (নিম্বার্ক ভাষ্যটীকা)

এই পদের ১৯শ সূত্রটি এই—

"বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতিমাহ" (৪।৪।১৯)

—ইহার অর্থ এই—'মুক্তপুরুষগণ (জগদ্ব্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও তাঁহারা) জন্মাদিবিকার শূন্য হয়েন ; তাঁহারা অনন্ত-গুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন। মুক্তপুরুষদিগের এইরূপ স্থিতিই শ্রুতি

উপদেশ করিয়াছেন ; যথা, তৈত্তিরীয় শ্রুতি মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতী" 'তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ, এই জীব সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দরূপ লাভ করেন ।'

এই পাদের ২০শ সূত্রে বলা হইয়াছে—

"দর্শয়তশ্চৈকং প্রত্যক্ষানুমানে" (৪।৪।২০)

—অর্থাৎ 'জগতের সৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য যে কেবল ব্রহ্মেরই আছে, তাহা প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ শ্রুতি) এবং অনুমান (অর্থাৎ স্মৃতি) এই উভয়ই স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি, যথা 'করণং করণাধিপাধিপঃ' ইত্যাদি ; স্মৃতি, যথা "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীতা ৯।১০)। অতএব মুক্ত পুরুষদিগের সৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য না থাকা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত।'

এই পাদের ২১শ সূত্রে ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের কোন্ বিষয়ে সাম্য তাহা পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে—

"ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" (৪।৪।২১)

অর্থাৎ—'মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধভোগ সমানভাবে উপলব্ধি করেন'—'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা'—এই স্পষ্ট শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগবিষয়েই সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সার্ব্বকালিক স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পারমার্থিক বৈলক্ষণ্য নিত্যই থাকে, ইহাই প্রকৃত কথা। বেদান্তশাস্ত্রের চরম উপদেশ

এই যে মুক্ত পুরুষের ক্লেশাভাবে এবং আনন্দাংশে ব্রহ্মের সাম্যভাব স্বীকার করা যায়, কিন্তু আর সমস্ত বিষয়েই ভেদ থাকিয়া যাইবে। অতএব ভোগাংশে সাম্য থাকিলেও সামর্থ্য ও স্বরূপাংশে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ইহা দ্বারাও মুক্ত পুরুষদিগের জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারে সামর্থ্য না থাকা সিদ্ধান্ত হয়।'

এই পাদের ২২শ সূত্রে (অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের শেষ সূত্র) বলা হইয়াছে—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (৪।৪।২২)

—শব্দ অর্থাৎ বেদ বলেন, মুক্তের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ সংসারে পুনরাগমন বা পুনর্জ্জন্ম নাই। অতএব মুক্তের পুনর্জ্জন্ম নাই, ইহাই নিশ্চয়।

শ্রীমৎ শঙ্কর এই সূত্রেরও অনর্থক ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা ভগবান্ বাদরায়ণ সগুণ ব্রহ্মোপাসকের পুনরাবৃত্তিই নিষেধ করিয়াছেন, এবং যখন সগুণ ব্রহ্মোপাসকের পুনরাগমন নিষিদ্ধ হইল "তখন নির্ব্বাণ-পরায়ণ সম্যক্‌নির্গুণ-ব্রহ্মদর্শীদিগের অনাবৃত্তি কাজেই স্বতঃই সিদ্ধ আছে," অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিশেষ উপদেশ নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই বাদরায়ণ তাহা করেন নাই। উপরে এই পাদের ১৮শ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্যের সগুণব্রহ্মোপাসক ও নির্গুণব্রহ্মোপাসক এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশের অযৌক্তিকতা সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আচার্য্যের এইরূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নহে।

এই স্থানে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই—

উপনিষদে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক মহর্ষি উদ্দালক আরুণি পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে (৪।৪) জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে আত্মার উৎক্রমণ, পুনর্জন্ম, ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গক্রমে কামনাবান্ পুরুষের পরলোকে স্বীয় কর্ম্মফলভোগান্তে কর্ম্মলোকে পুনরাগমনের কথা এবং অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম পুরুষের প্রাণ উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, এই কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যে (৮।১২) ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে দেবর্ষি প্রজাপতি আত্মার উৎক্রমণ এবং ব্রহ্মজ্যোতিলাভান্তে স্বরূপপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যে (৫।৩।১০) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও তাহার উপসংহারে এবং বৃহদারণ্যকে (৬।২) রাজর্ষি প্রবাহণ পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে জীবাত্মার বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন লোকে গমন এবং অসাধু আত্মার পুনরাবর্ত্তনে কুক্করাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণের কথাও বলিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষদে (৬।৫) ঋষি পিপ্পলাদ নদীর সমুদ্রে বিলয়ের ন্যায় জীবের নামরূপের ব্রহ্মে লয়ের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৮) ঋষি অঙ্গিরাও নদীর সমুদ্রে লয়প্রাপ্তির দৃষ্টান্তদ্বারা জীবের নির্ব্বাণের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্র, প্রজাপতি, প্রবাহণ ও চিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপ মুক্তি স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা ক্রমমুক্তি ও কর্ম্মক্ষয়ান্তে পুনর্জন্মের কথা

বলিয়াছেন। কৌষীতকিতে (১ম অধ্যায়ে) রাজর্ষি চিত্র একটী আখ্যায়িকা দ্বারা পরলোক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার। আমরা উপরে এই নিবন্ধের ১৭ পৃষ্ঠায় সেই আখ্যায়িকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। চিত্র যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন তাহাতে মুক্তজীবের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ এবং অন্য জীবের সহিত ভেদ সম্বন্ধ থাকে। নির্ব্বাণমুক্তিবাদী নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদিগণ বলেন এইরূপ মুক্তি সগুণব্রহ্ম বা অপরব্রহ্মের উপাসকদের জন্য। কিন্তু ইঁহাদের এইরূপ উক্তির কোন শ্রুতি-প্রমাণ নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণ "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" এই সূত্র দ্বারা মুক্ত জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্বীকার করিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীববিষয়ক বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সার-সঙ্কলন

জীববাদ সম্বন্ধে ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলস্বরূপ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত, স্থলবিশেষে প্রয়োজনানুসারে আমাদের বক্তব্যসহ, নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

(১) জীবাত্মার জন্ম ও মরণ নাই। ইনি আগন্তুক চৈতন্য নহেন। ইনি অজ, নিত্যচৈতন্য বা স্বতশ্চৈতন্য ও শাশ্বত। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।" (গীতা, ২।২০)।

(২) জ্ঞানই আত্মার সারগুণ, বুদ্ধি নহে।

(নিম্বার্ক, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ২।৩।২৯ সূত্রও জীবের অণুত্বজ্ঞাপক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। উক্ত সূত্রের 'তৎগুণসারত্বাৎ' এই প্রথম পদে যে 'তৎ' শব্দ আছে, আচার্য্য শঙ্করের মতে তাহা 'বুদ্ধি' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসকলে কুত্রাপি 'বুদ্ধি' শব্দের উল্লেখ নাই। পরন্তু উক্ত ২৯শ সূত্রের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'পৃথগুপদেশাৎ' এই (২৮) সূত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের পার্থক্যের কথাই বলা হইয়াছে, সুতরাং 'তৎ' শব্দ দ্বারা যে জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহাই সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত।

আচার্য্য যে জোর করিয়া 'তৎ' শব্দ 'বুদ্ধি' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াছেন, তদ্দারা আত্মা বুদ্ধিগুণপ্রধান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 'জ্ঞান' বা 'চৈতন্য'ই আত্মার সারগুণ, বুদ্ধি কখনও নহে এবং হইতে পারে না। আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই—শঙ্কর 'বুদ্ধি'কে আত্মার উপাধি বলিয়াছেন। আত্মার জ্ঞানগুণসারত্বই যে সূত্রকারেরও অভিপ্রায়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

আচার্য্য শঙ্কর যে এই ২৯শ সূত্রকে পূর্ব্ববর্ত্তী ১০টি সূত্রের সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াছেন ইহা যে সমীচীন নহে তাহার অপর কারণ এই যে, উক্ত সূত্রগুলিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে

তাহাদের সমস্তগুলির উত্তর ২৯শ সূত্রে নাই, বরঞ্চ সেই সমুদয়ের উত্তর ঐ সকল সূত্রেই দেওয়া হইয়াছে। আরেকটি কারণেও আচার্য্য শঙ্করের মতের অসমীচীনতা প্রমাণিত হয়। এক সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে তাহার অব্যবহিত পরেই সিদ্ধান্তসূত্র থাকা চিরপ্রচলিত রীতি। তর্কিত স্থলে সেই রীতির ব্যতিক্রম হইয়া ১০টি সূত্রের পর সিদ্ধান্তসূত্র থাকার কোনও যৌক্তিকতা দৃষ্ট হয় না।)

(৩) জীবাত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপ, এবং জ্ঞানগুণসারত্বহেতু জ্ঞান-স্বরূপ, কিন্তু কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহেন।

(বৈষ্ণব মতে জীবাত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্; 'জ্ঞানমাত্র' অর্থাৎ 'কেবলই জ্ঞানস্বরূপ' নহেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ২।৩।১৮শ সূত্রের 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাতা' করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর তাহার অর্থ করিয়াছেন 'জ্ঞান'। তাঁহার মতে জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ 'জ্ঞান'পদার্থই জীবাত্মার স্বরূপ।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, জীবকে যে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয় ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানই জীবের 'অসাধারণ গুণ' বা 'সারগুণ', 'এইজন্য লক্ষণাদ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র।' 'সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় জীবের জ্ঞান থাকে না'। 'কিন্তু জীব ভিন্ন আর কাহারো জ্ঞান নাই, জীবের ইহা নিজস্বগুণ; এই অসাধারণ ভাব সূচনার জন্য গুণকেই গুণিরূপে নির্দ্দেশ করা হয়।' —(শ্রীরামানুজ)।

আচার্য্য শঙ্কর যে 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' করিয়াছেন ইহা কোনপ্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। 'জানাতি যঃ সঃ জ্ঞঃ' ইহা কে না জানে? শঙ্কর জোর করিয়া নিজের ইচ্ছামত অর্থ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি যে আত্মাকে 'অণু' না বলিয়া 'বিভু' বলেন, 'জ্ঞ' শব্দের এইরূপ অর্থনির্ণয় তাঁহার সেই মতের অঙ্গীভূত।)

(৪) জীব অণুস্বরূপ, কখনও বিভুস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বগত নহেন।

(শঙ্করের মতে জীব বিভুস্বভাব। ২।৩।১৯ হইতে ২।৩।২৮ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রসমূহে জীব যে অণু তাহাই নানাপ্রকারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জীবের অণুত্ব সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহাও উক্ত সূত্রসমূহে বিচার দ্বারা পর পর খণ্ডন করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে (৬।৪।২৫) যে আত্মাকে "স বা এষ মহানজ আত্মা" এই বাক্যে 'মহান্' অর্থাৎ বিভু বলা হইয়াছে, সূত্রকার ২।৩।২১ সূত্রে 'ইতরাধিকারাৎ' এই কথা দ্বারা তাহা যে ব্রহ্মের সম্বন্ধে, জীব সম্বন্ধে নহে, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই অবস্থায় উক্ত সূত্রসমূহে বাদ ও প্রতিবাদ, পূর্ব্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ, উভয়ই থাকা সত্ত্বেও আচার্য্য শঙ্কর যে অন্যান্য সমুদয় আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া কেন ঐ সকল সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র নির্ণয় করিলেন এবং ২।৩।২৯ সূত্রকে ঐ সমুদয়ের সিদ্ধান্ত সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন তাহার কোনরূপ যুক্তিযুক্ততা দেখা যায় না।

আচার্য্য শঙ্করের ২।৩।৩২ সূত্রের ভাষ্য যে অতিশয় কষ্টকল্পিত তাহা উক্ত সূত্রের আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত সূত্রের শাঙ্করভাষ্য উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নিম্বার্কভাষ্যের অনুবাদক ও টীকাকার ৺তারাকিশোর চৌধুরী (যিনি উত্তরকালে মোহন্ত মহারাজ সন্তদাস বাবাজি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) উক্ত সূত্রের শাঙ্করভাষ্য সমালোচনা করিয়া তাহার যে অসমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

'(জীবাত্মা যদি বিভুস্বভাবই হন, যাহা শঙ্কর প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহা হইলে তার উপাধিভূত) কেবল এক অন্তঃকরণকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মার জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য, যাহা প্রত্যক্ষ, শাস্ত্রপ্রমাণ ও আত্মানুভূতি দ্বারা সিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না। অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে পারে, কিন্তু শাঙ্করমতে জীবাত্মা তদ্রূপ নহেন, সুতরাং বিভুস্বভাব আত্মা কোন বিশেষ অন্তঃকরণের সহিতমাত্র সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বিভুশব্দের অর্থ ই মহৎ, সর্ব্ব-ব্যাপী, সর্ব্ববস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, অতএব আত্মাকে বিভুস্বভাব বলিলে, তিনি সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণের সহিতই সমানরূপে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ, জ্ঞান অজ্ঞান, এতৎসমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং এই দ্বিতীয়া-ধ্যায়ের প্রথমপাদের ২১ সূত্রে "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি

বাক্যে সূত্রকার যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার কোনপ্রকারে সঙ্গতি হয় না। সর্ব্বজ্ঞত্ব ও বিভুত্ব এবং অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অবিভুত্ব, ইহা দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ; যদি জীবও বিভুস্বভাব হইলেন, তবে কোনপ্রকার ভেদবিবক্ষা আর হইতে পারে না, জীবের জীবত্ব লোপ হইয়া যায়, সূত্রকারোক্ত পূর্ব্বোক্ত ভেদসম্বন্ধ অসিদ্ধ হয়, এবং বন্ধ মোক্ষের উপদেশ বালভাষিত বলিয়া গণ্য হয়, "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ইত্যাদি গীতাবাক্যও অসিদ্ধ হয়। অতএব শাঙ্করব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার পরে যে সকল সূত্র এতৎ-সম্বন্ধে গ্রথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও শাঙ্করব্যাখ্যা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয়।'

৩৫ সূত্রে আত্মার 'বিহার'-উপদেশ থাকাতেও ইহার বিভুত্ব ও সর্ব্বগতত্ব নিরাকৃত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই যথাস্থানে বলা হইয়াছে।

২।৩।৪৯ সূত্রে (৮৫ ও ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) জীব যে বিভুস্বভাব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বগত নহেন তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব স্বরূপতঃ বিভু বা ব্যাপকবস্তু হইলে প্রত্যেক জীবের অন্য সকল জীবের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেকেরই অন্যের কর্ম্মফলভোগ সম্ভাবনা হয়, এবং একের কোন কর্ম্মবিশেষের জন্য তাহার বিশেষ দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু ইহা শাস্ত্র ও স্বানুভববিরুদ্ধ। অতএব জীবের বিভুত্ব ও সর্ব্বগতত্ব স্বীকার্য্য নহে।

শঙ্কর এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন যে জীব স্বীয় 'উপাধিতন্ত্র' অর্থাৎ শুধু স্বীয় দেহনিষ্ঠ, 'সন্ততি' অর্থাৎ সকল দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। দেহের ভিন্নতাহেতু কর্ম্মসঙ্কর বা ফলসঙ্কর হয় না।

রামানুজ বলেন, যাহাদের মতে ভ্রান্ত-ব্রহ্ম অথবা অবিদ্যো-পহিত ব্রহ্মই জীব, তাহাদের সেই উভয় মতেই জীব ও পরমাত্মার মধ্যে এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতি-করাদি দোষসমূহ সম্ভাবিত হয়, এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার স্বমত অণুত্ববাদে এই সকল দোষ হয় না ইহা জ্ঞাপনার্থ এই সূত্র করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ বিভুস্বভাব হইলে শুধু স্বীয় দেহের পরিচ্ছিন্নতানিবন্ধন অন্যান্য সকল দেহের সহিত তার সম্বন্ধ কিরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা বোধগম্য নহে। সুতরাং জীব বিভু নহেন, অণু।)

(৫) জীব কর্ত্তা।

(২।৩।৪০ সূত্রে সূত্রকার সূত্রধরের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন। (৮০ ও ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই ইহাতে একমত। কিন্তু শঙ্কর তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা 'জীবাত্মা স্বরূপতঃ অকর্ত্তা' ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার মতে জীব অবিদ্যাহেতু দ্বৈতবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার কর্ত্তৃত্বাদিভাব অপগত হয়, এবং সে মুক্তিলাভ করে। শঙ্করের এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্ম

যখন জগৎকর্তৃত্ব থাকা সত্বেও নিত্যমুক্তস্বভাব, সূত্রকার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তখন ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাঁহা কিরূপে তাহার মুক্তির অন্তরায় হয় তাহা বোধগম্য নহে। জীবকে অকর্ত্তা বলিলে তাহার সাধনাদি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। সাধনবলে অল্পজ্ঞানী মহাজ্ঞানী হয়, অভক্ত ভক্ত হয়, মহাপাপী পুণ্যশীল হইয়া মুক্তির অধিকারী হয়, শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। শঙ্কর যে জীবের কর্তৃত্ব অবিদ্যাজনিত বলিয়াছেন ইহার মর্ম্মও প্রহেলিকা-বৎ মনে হয়। অবিদ্যা যদি সৎ বস্তু হয় এবং আত্মার শক্তি হয়, তাহা হইলে আত্মার কর্তৃত্বের অভাব বলার কোনও যুক্তি দেখা যায় না। যদি ইহাকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে সাংখ্যকার কপিলদেব যে বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তির কথা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা সেই দ্বৈতত্বই স্বীকার করা হয়। আর যদি অবিদ্যা অসদ্বস্তু হয়, তাহা হইলে অসদ্বস্তু বা অবস্তু দ্বারা আত্মার কর্তৃত্ব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। জীবকে অকর্ত্তা বলা সাংখ্য মতের প্রতিধ্বনিবৎ বা প্রভাবজনিত বলিয়া যদি কেহ মনে করে, তবে তাহা দোষের হয় এমন বোধ হওয়ায় কারণ দেখা যায় না।'

একটি প্রচলিত শ্লোক আছে :—

'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ (অনুগীতা)

অনেকে এই শ্লোককে জীবের অকর্ত্তৃত্বের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা সর্ব্বৈব ভুল। শ্লোকের প্রথম চরণে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়াও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয় না বলা হইয়াছে ইহার কারণ এই যে অভ্যাসবশতঃ ইচ্ছাশক্তি জীবকে অন্যদিকে চালিত করে, ইহাতে জীবের কর্ত্তৃত্বই সমর্থিত হয়। এবং দ্বিতীয় চরণের অর্থ এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ (নির্দ্দেশ, প্রেরণা বা অনুপ্রাণনা) যখনই প্রবল হয়, তখন জীবের ইচ্ছাশক্তি পরাভূত হয় এবং জীব তন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে। ইহাতেও জীবের কর্ত্তৃত্বই বিজ্ঞাপিত হয়। 'করোমি' শব্দে ইহা সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত।)

(৬) জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরের প্রেরণা জীবের কর্ম্মানুযায়িনী।

(৭) জীব ব্রহ্মের অংশ, বহু ও ব্রহ্মের শরীরস্থানীয়।

(শঙ্কর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ করেন যে ব্রহ্ম এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয় বস্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু নাই, এবং তিনি সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য। (১) শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদী বা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-বাদী। বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজও এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি সবিশেষ অদ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈত-

---

(১) বৃক্ষের সহিত বৃক্ষের ভেদকে সজাতীয়, বৃক্ষের সহিত লতার ভেদকে বিজাতীয়, এবং বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত পুষ্পপল্লবাদির সহিত তাহার ভেদকে স্বগত ভেদ বলা হয়।

বাদী। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম চিন্মাত্র, কিন্তু রামানুজের মতে তিনি চিদচিদ্‌বিশেষপদার্থসমন্বিত। তিনি আরও বলেন, ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড় এই দুইয়ের সহিত তাঁহার স্বগত ভেদ আছে, চিৎ ও অচিৎ তাঁহার শরীরস্থানীয়, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই নিরংশ নহেন। রামানুজের এই মত জীবের বিভুত্ব-প্রতিষেধক।)

(৮) জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহেন।

(২।৩।৫০ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্যগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। (৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই সূত্রের পাঠ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। নিম্বার্ক 'আভাসা' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'আভাস' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্বার্ক 'আভাসা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'অপসিদ্ধান্ত', রামানুজ 'আভাস' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'সাদৃশ্য'। বলদেব 'আভাস' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস।' কিন্তু মধ্ব 'আভাস' শব্দের 'প্রতিবিম্ব' অর্থ করিয়া অতি সংক্ষেপে জীবসমূহের পরস্পর বৈচিত্র্যের কারণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করও 'আভাস' শব্দের অর্থ 'প্রতিবিম্ব' করিয়াছেন। তিনি বলেন 'জলসূর্য্য (জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব) যেমন বিম্বভূত সূর্য্যের আভাস (প্রতিবিম্ব), তেমনি, জীব ও পরমাত্মার আভাস (প্রতিবিম্ব), ইহা জানিতে হইবে। যেহেতু আভাস, সেই হেতু জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহে, পদার্থান্তরও নহে। যেমন

এক জলসূর্য্য কম্পিত হইলে অন্য জলসূর্য্য কম্পিত হয় না, তেমনি, এক জীবে কর্ম্মফলসম্বন্ধ ঘটিলে তাহা অন্য জীবকে স্পর্শ করে না।' শঙ্কর যদি এই সূত্রের 'আভাস এব চ' এইরূপ পাঠ গ্রহণ না করিয়া 'এব'-র পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যবাচক 'ইব' শব্দ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে 'প্রতিবিম্ব সদৃশ' এইরূপ অর্থ হইত, এবং এই অর্থ গ্রহণে বোধ হয় অন্যান্য আচার্য্যগণের আপত্তি হইত না। কিন্তু জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই এই কথা একেবারেই গ্রহণীয় নহে।

২।৩।৪৩ সূত্রে জীবকে ব্রহ্মের 'নিত্য অংশ' বলিয়া এই সূত্রে তাহাকে পুনরায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলা কখনই সূত্রকারের অভিপ্রায় হইতে পারে না। জীবের সত্বা বাস্তবিক, কিন্তু প্রতিবিম্ব অবাস্তব, এই জন্যও জীবকে প্রতিবিম্ব বলা ঠিক নহে। আরেকটি বিবেচ্য বিষয় এই—জীব দেহপরিচ্ছিন্ন, ইহাকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিলে ব্রহ্মকেও অবয়ব-বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন করা হয় কি না সুধীগণ ইহা ভাবিয়া দেখিবেন। এইরূপ হইলে anthropomorphism (ব্রহ্মে নররূপারোপ বা সাকারব্রহ্মবাদ) আসিয়া উপস্থিত হয় না কি?

শ্রীজীব গোস্বামী ষট্সন্দর্ভ নামক গ্রন্থের তত্ত্বসন্দর্ভে প্রতিবিম্ববাদ অকাট্য যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন এবং শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর প্রমেয়রত্নাবলীর চতুর্থ প্রমেয়ের ৮ম পাদে প্রতিবিম্ববাদ যে বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের কান্তিমালা টীকায় এইরূপ

নিরাকরণের যৌক্তিকতা অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকাকার গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন শঙ্করমতে ব্রহ্ম যখন নির্ধর্ম্মক তখন তাঁহার উপাধির সহিত যোগ হইতে পারে না, তিনি যখন ব্যাপক তখন তাঁহার সম্বন্ধে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভেদ হইতে পারে না, এবং তিনি যখন নিরবয়ব তখন তাঁহার দৃশ্যত্বের অভাব অর্থাৎ তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে পারে না। উপাধিপরিচ্ছিন্ন আকাশস্থ জ্যোতির অংশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, কারণ আকাশের দৃশ্যত্বের অভাব আছে অর্থাৎ আকাশ দেখা যায় না, যেহেতু ইহা নিরবয়ব। শ্রীমৎ বলদেব প্রতিবিম্ববাদ ও পরিচ্ছেদবাদ এই উভয়সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ব্রহ্মের বিভুত্ব ও অবিষয়ত্ব এই দুইটি হেতুদ্বারা এই মতদ্বয় বিদ্বদ্গণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছে। কান্তিমালার টীকাকার এই উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—'কেবলাদ্বৈতবাদীরা কহেন, উপাধিতে প্রতিবিম্বিত, অথবা উপাধি কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীবরূপ হয়েন। ঐ উপাধির অপগম হইলেই শুদ্ধ একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত থাকেন। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত-বাক্যটি নিতান্ত নিরর্থক। কারণ ব্রহ্ম যখন বিভু (অর্থাৎ ব্যাপক) পদার্থ, এবং অবিষয় (অর্থাৎ কোন বস্তুর গ্রাহ্য নহেন) তখন কোনমতেই উপাধিতে প্রতিবিম্বিত অথবা উপাধিকর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যাহার পরিচ্ছেদ আছে, সেই বস্তুই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। এবং যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন সেই বস্তুই অন্য বস্তুর বিষয় হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপক ও অবিষয়

ব্রহ্মপদার্থ কখনই প্রতিবিম্বিত অথবা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যদ্যপি ঐ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেও মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ঐ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে, টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডাদির ন্যায় বিকারিত্বরূপ মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, অতএব প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদবাদ দূষিত, ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।')

(৯) জীব ব্রহ্মের তুল্যস্বভাব (অর্থাৎ 'নিত্যমুক্তস্বভাববান্') নহেন।

(শঙ্করমতে জীব ব্রহ্মের তুল্যস্বভাব, নিত্যমুক্ত; অবিদ্যা-বশতঃ নিজেকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে; বদ্ধভাব তাহার স্বভাব নহে, ইহা ঔপাধিক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইঁহাদের মতে জীব অণু, অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি এবং ব্রহ্ম বিভু, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, সুতরাং এই দুই কখনও সমস্বভাব নহে ও হইতে পারে না।)

(১০) জীব কখনও ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারেন না।

(শঙ্করমতে ঘটের নাশে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায় এবং তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিত হয়, তেমনিই দেহাদি সর্ব্ববিধ উপাধির নাশে জীবও ব্রহ্মে মিশিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া যায় এবং তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিলোপপ্রাপ্ত হয়; তখন এক অখণ্ড চিন্মাত্র ব্রহ্মই থাকেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন।

তাঁহাদের মতে জীব কখনও ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারে না, বদ্ধাবস্থায় যেমন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মুক্তাবস্থায় তেমনই ভিন্ন থাকিবে ; প্রভেদ এই—মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভ করিয়া পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করিবে। বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয় অবস্থায়ই জীব ব্রহ্মের চিরপূজক, চিরসেবক, চিরদাসরূপে জীবই থাকে।

শঙ্কর বলেন, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—জীব ব্রহ্মই, অপর অর্থাৎ তদ্ভিন্ন নহে। বৈষ্ণবমতে জীব ব্রহ্মের অংশ, তাঁর অণুপ্রকাশ, কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০।৯০।৩) আছে—"পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি—" সমুদয় ভূত ইহার (পুরুষের) এক পাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১২।৬) অবিকল এই বাক্যটি দৃষ্ট হয়। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (১০।৪২)—আমি এই সমস্ত জগৎকে আমার একাংশের দ্বারা ধারণ করিয়া আছি (অর্থাৎ এই জগতে মদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, অতএব সর্ব্বত্র কেবল আমাকেই দর্শন কর)। এই কথা বলার পর তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১৫।৭) ভগবান্ বলিয়াছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ"—জীবলোকে আমারই এক সনাতন অর্থাৎ নিত্য (উপাধিপরিচ্ছিন্ন) অংশ জীবভূত (ভোক্তা ও কর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ)। ['মমৈব সনাতনঃ জীবভূতঃ অংশঃ' এইরূপ অন্বয়ও হয়।] বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শঙ্করের মত অপেক্ষা বেদের (পুরুষসূক্ত ও ছান্দোগ্যের)

উক্তি এবং ব্যাসদেব-রচিত গীতোক্ত ভগবদ্বাণীকেই সমধিক আদরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই জগৎ কখনই মায়া বা মিথ্যা নহে। ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যার বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" (৩।৪।১)—'এই সমুদয়ই ব্রহ্ম (কারণ), তাহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে।

(১১) জীবের মুক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তি (অর্থাৎ স্বীয় ব্যক্তিত্বের নির্ব্বাণ) নহে। ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্যাদিলাভ ও তাহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগই মুক্তি। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই মুক্তির সাধন, একমাত্র জ্ঞান নহে।

(শাঙ্করমতে জীবের নিজ স্বরূপ ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির (অন্যকথায়, স্বীয় ব্যক্তিত্বের নির্ব্বাণের) নাম মুক্তি, এবং তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্যের অনুশীলন দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভই মুক্তির সাধন। বৈষ্ণবমতে জীবের ব্রহ্মসান্নিধ্য, সামীপ্য, সাধর্ম্ম্য প্রভৃতি লাভ ও তাহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগই মুক্তি,—ভক্ত রামপ্রসাদের ভাষায়, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি।' আর জ্ঞানমিশ্রা ধ্রুবানুস্মৃতিরূপা, অহৈতুকী ভক্তিই মুক্তির সাধন। শাঙ্করমতে একমাত্র জ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়, তাহাতে ভক্তির কোন স্থান নাই। কিন্তু বৈষ্ণবমতে ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়, জ্ঞানের স্থান ভক্তির নিম্নে, জ্ঞান তাহার সহায়ক।)

(১২) জীব ও ব্রহ্মে অংশাংশিভাব বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ। [উপরে (৭) দ্রষ্টব্য]

(২।৩।৪৩ সূত্রে সূত্রকার জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিভাব বা ভেদাভেদসম্বন্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং শঙ্করও সূত্রের এই অভিপ্রায় স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় জীবের বিভুত্ব ও অকর্তৃত্ব অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জীব বদ্ধাবস্থায় ভেদযুক্ত এবং মুক্তাবস্থায় অভিন্ন, এই কথা বলিলেও ঠিক হয় না, কারণ জীব স্বরূপতঃ বিভু ও অকর্ত্তা হইলে তাঁহার বদ্ধাবস্থা কখনই সম্ভব নহে। আর যদি বদ্ধাবস্থা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় জীবকে পরিবর্ত্তন ও বিকারের অধীন সুতরাং অনিত্য বলিতে হয়, কিন্তু ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শঙ্করেরও অনভিমত। অতএব এই সূত্রের দ্বারাও জীবের কর্তৃত্ব ও অবিভুত্বই সংস্থাপিত হয়, এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।)

(১৩) মুক্ত জীব অণু বা অংশরূপেই ব্রহ্মের সহিত নিজের অভিন্নত্ব অনুভব করেন।

(১৪) মুক্ত জীব শুধু প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ চৈতন্য মাত্র নহেন, তিনি অপহতপাপ্মা, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।

(১৫) মুক্ত জীবের সঙ্কল্পমাত্রই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, ইনি অনন্যাধিপতি স্বরাট্।

(১৬) মুক্ত জীব স্বেচ্ছায় সশরীর ও অশরীর হয়েন।

(১৭) মুক্ত জীব বহু দেহে আবিষ্ট হইতে পারেন।

(১৮) শরীর না থাকিলেও মুক্ত জীবের ভোগ সিদ্ধ হয়।

(১৯) মুক্ত জীব ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন।

(২০) মুক্ত জীব জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিব্যাপারে সমর্থ নহেন।

(২১) মুক্ত জীব জন্মাদি বিকারশূন্য হয়েন।

(২২) জগদ্ব্যাপারসামর্থ্য লাভ না করিলেও মুক্ত জীব আপনাকে অনন্তগুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন।

(২৩) মুক্ত জীবের কেবল ভোগবিষয়ে অর্থাৎ ক্লেশাভাব এবং আনন্দাংশেই ব্রহ্মের সহি সাম্য, কিন্তু সামর্থ্য ও স্বরূপাংশে (অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয়ে) ব্রহ্মের সহিত তাঁহার চিরভেদ।

(২৪) মুক্ত জীবের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব জীববাদের পরিপন্থী

মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতাবাদ

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণবদর্শন ভক্তিদর্শন। এই দর্শন-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম ভক্তিধর্ম্ম। ভক্ত ও ভজনীয়, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ, পূজ্য ও পূজক, সেব্য ও সেবক, ইত্যাকার সম্বন্ধ ব্যতীত ভক্তি অর্থহীন। বৈষ্ণবদর্শনের জীববাদমূলক ভক্তিধর্ম্মে ঈদৃশ সম্বন্ধ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত এবং ভক্তি সার্থক। শাঙ্করদর্শনের মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব জীববাদের একান্ত পরিপন্থী।

ভক্তিধর্ম্মে সর্ব্বজগতে (জগতের সর্ব্বত্র) ব্রহ্মদর্শন ; মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে সর্ব্বজগৎ হইতে ব্রহ্মের নির্ব্বাসন। ভক্তি-ধর্ম্মে প্রেমের স্ফুরণে জীবাত্মার বিশ্বময় সম্প্রসারণ ; মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে বিশ্ব হইতে ইহার সংহরণ ও আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কোচন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শাঙ্করদর্শন বৈষ্ণব-দর্শনের জীববাদ ও তন্মূলক ভক্তিধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। (১)

---

(১) শঙ্করও ভক্তির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভক্তি বলিতে আপামর সকলে যাহা বুঝে তাঁহার ভক্তি তাহা নহে। তাঁহার ভক্তি ও বৈষ্ণবভক্তির সংজ্ঞা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে ভক্তি 'স্বরূপানু-সন্ধান' (বিবেকচূড়ামণি), অর্থাৎ স্বীয় আত্মার স্বরূপানুসন্ধান। এই সংজ্ঞা জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। বৈষ্ণবভক্তির বিভিন্ন সংজ্ঞা এই—

(ক) "সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা।" (নারদভক্তিসূত্র)

(খ) "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" (শাণ্ডিল্যসূত্র)

(গ) "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।" (নারদপঞ্চরাত্র)

(ঘ) "স্নেহপূর্ব্বমনুধ্যানম্।" (রামানুজ)

(ঙ) "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং" ভক্তিরুচ্যতে॥ (গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত)

(চ) "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা" (ধরে প্রেম নাম)। (চৈতন্যচরিতামৃত)

[এখানে প্রেম = ভক্তি]

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই উক্ত সমুদয় সংজ্ঞাতে প্রেম, অনুরক্তি, মমতা, স্নেহ, সেবন, প্রীতি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমস্তেই বৈষ্ণবভক্তির বা প্রকৃত ভক্তির স্বরূপ অভিব্যক্ত।

এই হেতু, বৈষ্ণব জীববাদের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাকল্পে আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের অলীকত্ব এবং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের একদেশিত্ব ও অসমীচীনত্ব প্রদর্শনের জন্য আরো কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করি।

আমরা আচার্য্যের প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তিপ্রণতি-পুরঃসর এই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সর্ব্বাগ্রে আমরা তাঁহার প্রচেষ্টা ও অবলম্বিত ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

প্রথমতঃ, স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য আচার্য্য শঙ্কর শাস্ত্রের

কেবল 'স্বরূপানুসন্ধানে' (অর্থাৎ ভাবের উদয় ভিন্ন) প্রেম, সেবা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের স্ফুরণ ও চরিতার্থতা অসম্ভব। গীতাতে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি" (গী ১৮।৬৪)—

—তুমি আমার অত্যন্ত ইষ্ট (বাঞ্ছিত বা অভিলষিত) অর্থাৎ আমি তোমাকে চাই-ই,

"সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" (গী ১৮।৬৫)—আমি তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমার প্রিয়,

এবং ভাগবতে (৯।৪।৬৪) ভগবান্ নিজকে 'ভক্তজন প্রিয় যাঁর' (অথবা ভক্তজনের প্রিয় যিনি) এই অর্থে "ভক্তজনপ্রিয়ঃ" বলিয়াছেন,—ভাব বা ভক্তি ভিন্ন এই সমস্তই নিরর্থক হইয়া যায়।

গীতার "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ (১৮।৫৫) এবং ভাগবতের "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২০) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য কখনই বৃথা নহে।

অর্থনির্ণয়ে তাঁহার ইচ্ছানুসারে 'ব্রহ্ম'কে কোন স্থলে পরব্রহ্ম এবং কোনও স্থলে বা অপরব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সুযোগমত তিনি তাঁহার ব্যাখ্যার সপক্ষে 'পারমার্থিক' ও 'ব্যাবহারিক' এই দুইটী শব্দ প্রয়োগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, তিনি নিজ মতবাদের অনুকূল (সমর্থনসূচক) উপকরণ সংগ্রহের জন্য সমগ্র প্রস্থানত্রয় আলোড়নপূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং যেখানে যাহা কিছু তৎপোষক বা তৎপোষণোপযোগী সামগ্রী পাইয়াছেন, তাহা যথাশক্তি চয়ন করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি জোর করিয়া যে শ্রুতির যেরূপ ব্যাখ্যা করিলে তাঁহার মত সমর্থিত হয় তাহার সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পাছে তাঁহার মায়াবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় এই আশঙ্কায় তিনি স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্যসমূহের কিরূপ কূট বা কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা এখানে মাত্র দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। এই দুইটীই তাঁহার কঠোপনিষদ্‌ভাষ্য হইতে গৃহীত।

উক্ত উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৩য় (আদিতে ৬ষ্ঠ) বল্লীর ১ম শ্রুতিটী এই :—

"উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥"

অন্বয়ার্থঃ—'এই চিরন্তন অশ্বত্থ অর্থাৎ সংসার-বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল অর্থাৎ সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও নিম্নগামী শাখাযুক্ত। এই সংসার-বৃক্ষের মূল যিনি, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হন।

এই সংসারের মূল ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ইহা উৎপন্ন, এই কথাই যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও জগতের মায়িকত্ব, এই উভয়ই মিথ্যা হইয়া যায়; কাজেকাজেই তিনি শ্রুতির এমন ভাষ্য করিলেন যাহাতে ইহাদের একটিও ব্যাহত না হয়। তিনি তাঁহার ভাষ্যে বলিলেন :—

"অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাব্যক্তবীজপ্রভবঃ, অপরব্রহ্ম-বিজ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিদ্বয়াত্মকহিরণ্যগর্ভাঙ্কুরঃ।"

—'অবিদ্যা (অজ্ঞান), কাম (বাসনা), কর্ম্ম ও অব্যক্তরূপ (প্রকৃতি—মায়ারূপ) বীজ হইতে সমুৎপন্ন, অপরব্রহ্মের (মায়োপহিত ঈশ্বরের) জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত হিরণ্যগর্ভ (সূক্ষ্মশরীরসমষ্টিগত চৈতন্য) যাহার অঙ্কুর।'

—অর্থাৎ ব্রহ্ম সংসার-বৃক্ষের মূল হইলেও মায়া ইহার বীজ এবং 'অপরব্রহ্ম' বা হিরণ্যগর্ভ এই বীজোদ্ভুত অঙ্কুর। মায়াও অপরব্রহ্মকে টানিয়া আনিতে হইল, নহিলে তাঁহার মতবাদের মূলোচ্ছেদ হয়। ইহার উপরে মন্তব্য অনাবশ্যক। আচার্য্যের কৌশল এখানে কিরূপ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ বৈদান্তিক মাত্রেই ইহা অবশ্য বুঝিবেন।

এখন আমরা উক্ত উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ২৩ শ্রুতিটির উত্তরার্দ্ধ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।"

অস্যার্থ ঃ—এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা (আত্মদর্শনার্থ) যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই ইনি লভ্য ; তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।

এই হইল ইহার পরিষ্কার অর্থ, এবং শ্রুতিটীর পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত উত্তরার্দ্ধের সংযোগ রক্ষা করিয়া অর্থ করিলে ইহাই সমীচীন ও একমাত্র অর্থ হয়, এবং ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা হয়।

কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলে ব্রহ্মও নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় থাকেন না এবং জীবও মায়িক থাকে না। অতএব শঙ্কর উদ্ধৃত পাদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিলেন ঃ—

"যমেব স্বমাত্মানমেষ সাধকোবৃণুতে প্রার্থয়তে তেনৈবাত্মনা বরিত্রা স্বয়মাত্মা লভ্যো জায়তে ইত্যেতৎ। নিষ্কামশ্চাত্মানমেব প্রার্থয়তে, আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ। কথং লভ্যতে ইত্যুচ্যতে,—অস্য আত্মকামস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং স্বাং তনুং স্বকীয়ং যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ।

—'এই সাধক স্বকীয় যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন, বরণকারী সেই আত্মা কর্ত্তৃক আত্মাই অর্থাৎ নিজেই নিজের লভ্য—জ্ঞেয় হন। নিষ্কাম পুরুষ আত্মাকেই

প্রার্থনা করেন, এবং আত্মাই (নিজেই) আত্মার (নিজের) লভ্য হন। কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায় ? তাই বলিতেছেন,— স্বীয় আত্মাই যাহার (একমাত্র) কামনার বিষয় হয়, সেই আত্মকামের নিকট আত্মা আপনার পারমার্থিক তনু অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ বিবৃত বা প্রকাশিত করিয়া থাকেন।'

নিরপেক্ষ বৈদান্তিকগণ এই স্থলেও দেখিবেন, কিরূপ নিপুণতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য তাঁহার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মবাদ ও মায়িক জীববাদ রক্ষা করিলেন। এই ব্যাখ্যায় 'পারমার্থিক' শব্দটীর ব্যবহারও পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন।

বলা বাহুল্য আচার্য্যের এইরূপ স্বমতপরিপোষক ব্যাখ্যা সকলকে তৃপ্তি দিতে বা নিরুত্তর করিতে সমর্থ হয় নাই।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অসাধারণ তর্কনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন দর্শনরাজ্যে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক যে তিনি ব্রহ্মের অদ্বৈতলিঙ্গত্বের চিন্তনে এমনই গ্রস্ত বা আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি একদেশদর্শী হইয়া কেবল তাহারই প্রতিষ্ঠার ও সমর্থনের জন্য সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের অনুপম চরিত্র ও প্রতিভার প্রভাবে তাঁহার মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ এতদ্দেশে এমনই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কাহারও কাহারও মতে ও বাক্যে (কিন্তু জীবনে বা কার্য্যে নয়) সময় সময় তাঁহার উক্ত মতবাদের এমনই পরিচয় বা সমর্থন

প্রকাশ পায় এবং ইহার প্রসারে দেশ এমনই সংসারবিমুখ, নির্জীব ও আড়ষ্ট হইয়া ক্লীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে যে, ইহার অসমীচীনত্ব সম্বন্ধে আরো আলোচনা হওয়া সর্ব্বথা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আচার্য্যের উক্ত দুইটী মতবাদ একই সূত্রে গ্রথিত। ইহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য যৌগিক সম্বন্ধ এবং এক অন্যসাপেক্ষ, একটী অপরটীর পোষক বা সহায়ক এবং একটী হইতে অন্যটীকে বিভিন্ন করা অসম্ভব। আচার্য্য মায়াবাদী বলিয়াই অবশ্যম্ভাবিরূপে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী, এবং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী বলিয়াই অপরিহার্য্যরূপে মায়াবাদী।

উক্ত দুইটী মতবাদের এক অন্যসাপেক্ষ বলিয়া আমাদের আলোচনা মিশ্র হওয়া অনিবার্য্য, অর্থাৎ মায়াবাদের আলোচনাতে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের কথা এবং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের আলোচনাতে মায়াবাদের কথা অনিবার্য্যরূপেই আসিয়া পড়িবে। তবে ইহা নিশ্চিত যে এইরূপ মিশ্র আলোচনা সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইবে না। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা এত বিস্তৃত হইতে পারে যে, এই নিবন্ধে তাহার স্থানসঙ্কুলান আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি কেবল সূত্রালোচনার সিদ্ধান্তের উপর বরাত না দিয়া আমরা পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের আরো কিছু আলোচনা করিব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মায়াবাদ

(ক) অবৈদিক ও অলীক

ভারতীয় দর্শনক্ষেত্রে, শুধু ভারতীয় কেন—সমগ্র পৃথিবীর দর্শনক্ষেত্রে, মায়াবাদ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—এক অভিনব আগন্তুক। ইহার প্রথম স্পষ্ট অভ্যুদয় বৌদ্ধদর্শনে। বর্ত্তমান রূপে ইহা আচার্য্য শঙ্কর আচার্য্য গৌড়পাদ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনেকে ইহাকে একটি দার্শনিক প্রহেলিকা (puzzle) বলিয়া মনে করেন।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে পদ্ম-পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥

ইহাতে শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত এবং অসৎশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা লইয়াছে। (ক) এইরূপ নির্দ্দেশ করার

(ক) শঙ্করের মায়াবাদ যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত একথা শঙ্করপন্থী বেদান্তিগণ অবশ্যই স্বীকার করেন না, স্বীকার করিতেও পারেন না। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন বৌদ্ধমত বা মায়াবাদকেই উক্ত শ্লোকে অসৎশাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রাচীন বৌদ্ধমতের মায়াবাদকে

কারণ · এই—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মাধ্যমিক বা মহাযান সম্প্রদায়ের 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক আদি গ্রন্থোক্ত কয়েকটি মতের সহিত শ্রীমৎ শঙ্করের মতের নিম্নলিখিত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে :—

(১) উক্ত সম্প্রদায়ের মতে অবস্থা দ্বিবিধ, পারমার্থিক ও সাংবৃতিক। শঙ্করও বলেন অবস্থা দুই, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক। 'পারমার্থিক' শব্দটিও শঙ্কর বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) উক্ত মতে মুক্তিতে জীব ও জগতের শূন্যতায় পরিণতি, শঙ্করের মতে জীব ও জগতের ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মে ও বৌদ্ধদের 'শূন্যে' এবং শঙ্করের লয়বাদ ও বৌদ্ধদের শূন্যবাদে প্রভেদ কতটুকু তাহাও ভাবিবার বিষয়।

(৩) শঙ্করের 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' এই দুইটি শব্দও উক্ত 'প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

(৪) মুক্তিতে অবিদ্যার বিনাশ হয়, এই বিষয় উভয়েই একমত।

"প্রচ্ছন্ন" বৌদ্ধমত বলার সার্থকতা থাকেনা। যাহা 'বৌদ্ধ' তাহাকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলার অর্থ কি? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। উক্ত বেদান্তিগণ আবার একটি উল্টা কথা বলেন যে, উক্ত শ্লোকের মায়াবাদ 'বর্ত্তমানে প্রচলিত কতিপয় বৈষ্ণবমত ও সাংখ্যমতকে বুঝাইতে পারে।'—(শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের অদ্বৈতবাদ, ১৫১ পৃঃ)। সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন।

(৫) উক্ত বৌদ্ধমতে 'আমি শূন্যতামাত্র' এইরূপ জ্ঞানোদয়ে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি, শঙ্করের মতে 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ।

বৌদ্ধ প্রভাবের উক্ত প্রমাণ ব্যতীত শ্রীমৎ শঙ্কর ও অন্যান্য আচার্য্যগণের ভাষ্যাদির স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারাও বহুকাল হইতে অনেকেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শঙ্কর বৌদ্ধ ও সাংখ্য প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। ইঁহারা বলেন তাঁহার 'নির্গুণ ব্রহ্ম', বৌদ্ধমতের 'শূন্য' ও সাংখ্যের 'পুরুষ' অনেকটা এক পর্য্যায়ভুক্ত, তাঁহার 'মুক্তি' বৌদ্ধ 'নির্ব্বাণ' (বা বিনাশ) ও সাংখ্যের 'মোক্ষ' এই দুইয়ের প্রকারভেদ মাত্র এবং তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধ মায়াবাদের একটি মার্জ্জিত সংস্করণ ভিন্ন অপর কিছু নহে।

মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার বেদান্ত সূত্রের প্রারম্ভেই প্রথম অধ্যায়ের ১ম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা শঙ্করও সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন, শাস্ত্রের অন্য সমস্ত বাদ দিলেও কেবল তাহা দ্বারাই শঙ্করের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ও তৎসঙ্গে তাঁহার মায়াবাদ সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়।

উক্ত সূত্রটী এই—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।২)। ইহার অর্থ :—যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্ট্যাদি অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয় (তিনিই ব্রহ্ম)।

শঙ্কর নিজেও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতি-

নিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্-ব্রহ্মেতি।"

—'সর্ব্ববিধ নাম ও রূপে ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাশিত, অনেক কর্তৃ ও ভোক্তৃ সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশ-কাল-হেতুক ক্রিয়াফলের আশ্রয় মনের দ্বারা ও অচিন্ত্য রচনারূপ এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম।'

এই সঙ্গে আমরা শঙ্করের আরেকটী সূত্রভাষ্যের শেষাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৪৩ সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ"—জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্য অবিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে (তেমনই ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ বিষয়ে) বিশেষ বা ভেদ নাই। অতএব ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশাংশিভাব প্রতীত হয়।

যিনি এই দুই সূত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন তিনি যে কেমন করিয়া মায়াবাদী ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন, ইহা নিতান্তই দুর্বোধ্য। এইরূপ বহুস্থলে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-তত্ত্বের বিরোধী বাক্যের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াও তিনি যেই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী সেই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদীই রহিয়া

গেলেন। এই জাজ্জ্বল্যমান অসামঞ্জস্য বাস্তবিকই নিরতিশয় দুরবগাহ। ইহার কারণ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ দিকের চিন্তনে তাঁহার একান্ত আবিষ্টতা বা মগ্নতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

যাহা হউক, উপরি-উদ্ধৃত দুইটি সূত্রে এবং এই দুইয়ের শঙ্করাদি আচার্য্যগণের ভাষ্যসমূহে ইহা পরিস্ফুট যে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়লিঙ্গাত্মক এবং জীব ও ব্রহ্মে অংশাংশিসম্বন্ধ। আর যেহেতু ব্রহ্ম জগতের সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তারূপে সক্রিয়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব তিনি সগুণ (সবিশেষ), এবং যেহেতু তিনি জগতের সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা এবং জগৎ তাঁহার কার্য্য, অতএব তিনি অবশ্যই জগতের অতীত, তিনি নির্গুণ (নির্ব্বিশেষ)। সুতরাং শঙ্করের নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ ভিত্তিহীন। আবার যেহেতু জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য, অতএব জগৎ কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশে মায়ার কোনও স্থান নাই, সুতরাং শঙ্করের মায়াবাদ অলীক।

ব্রহ্মসূত্রের আদ্যোপান্ত আলোচনা দ্বারা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহাই বারংবার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই নিবন্ধের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে আমরা জীববাদ বিষয়ে উক্ত আচার্য্যগণের বিবিধ বিচারসহ যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকগণ ইহা অবগত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত উপনিষদে যেমন স্থানে স্থানে আরুণি, যাজ্ঞবল্ক্য পিপ্পলাদ, অঙ্গিরা ও মাণ্ডুক্য প্রভৃতি ঋষিগণের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতমতের উল্লেখ আছে, তেমনি উপনিষদেই ছান্দোগ্যের

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে এবং কৌষীতকির প্রথম ও তৃতীয়াধ্যায়ে সেই মতের ভ্রমও প্রদর্শিত হইয়াছে।

(খ) অবৈদিকত্ব ও অলীকত্বের প্রমাণ

শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ বলেন, মায়াবাদ অভিনব উদ্ভাবন নহে, ইহার বীজ উপনিষদেই আছে। বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি ইহার প্রধান শ্রৌত ভিত্তি। আমরা সমগ্র বাক্যটীই উদ্ধৃত করিতেছি, কারণ ইহার পূর্ব্বাংশ যেমন মায়াবাদের শ্রৌত ভিত্তি, তেমনই উত্তরাংশ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রধান শ্রৌত ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত।

"—যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎকেন কং পশ্যেত্তৎকেন কং শৃণুয়াত্তৎকেন কমভিবদেত্তৎকেন কং মন্বীত তৎকেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বি-জ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।' (২।৪।১৪)—'যে স্থলে (মনে হয়) যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেই স্থলে এক জন অপর জনকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে জানে। (কিন্তু) যখন ইহার (ব্রহ্মবিদের)

নিকট সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়—তখন সে কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে, কিরূপে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে, (এবং) কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহাদ্বারা এই সমুদায়কে জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে? অয়ি! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?

মায়াবাদিগণ খুব দৃঢ়তার সহিত বলেন, এই ‘দ্বৈতমিব’—‘যেন দ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে’, এই বাক্যের ‘যেন’ শব্দের মধ্যে মায়াবাদের বীজ সুস্পষ্ট, কারণ ‘যেন’ বলাতেই বুঝিতে হইবে দ্বৈত সত্য নহে, ইহা মিথ্যা, অতএব মায়া। ইঁহাদের মতে এই ‘ইব’ বা ‘যেন’ শব্দ মায়াজ্ঞাপক হইল। এই জন্য মায়াবাদকে সংক্ষেপে ‘ইব’-বাদ বা ‘যেন’-বাদ বলিলে ইহার অর্থ বোধ হয় খুব সহজবোধ্য হয়। যাহা হউক, এই ‘ইব’ বা ‘যেন’ শব্দকে উপলক্ষ করিয়া দ্বৈতকে একেবারে মায়া বা ধাঁধা (illusion) বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা দেখা যায় না। আমরা ক্রমশঃ ইহা প্রদর্শন করিতেছি।

আমাদের প্রথম বক্তব্য এই—যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির প্রথম ভাগস্থ ‘দ্বৈতমিব’ বাক্যে ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগে মায়াবাদিগণ-কর্তৃক যে সমস্যার উদ্ভব বা সূচনা হইয়াছে, আমাদের মনে হয় তাহার সমাধান ঐ উক্তির উত্তর ভাগস্থ ‘যত্র বা অস্য সর্ব্ব-মাত্মৈবাভূৎ’ এই বাক্যাংশে প্রযুক্ত ‘এব’ শব্দের মধ্যেই নিহিত

আছে। যাহা স্থূলদৃষ্টি বা বহির্দৃষ্টিতে 'দ্বৈতমিব' বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই সূক্ষ্মদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি বা (ঋষি সনৎকুমারের ভাষায়) 'আত্ম'-দৃষ্টিতে 'আত্মা এব' বলিয়া উপলব্ধ হয়। প্রাকৃত দৃষ্টিতে যাহা 'দ্বৈতমিব', ধ্যান-দৃষ্টিতে তাহা 'আত্মা এব' অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত কিছু নহে। আপাতপ্রতীয়মান দ্বৈতত্বের মৌলিক অদ্বৈতত্বে বা একত্বে পরিণতিই (resolution of apparent duality into real unity) প্রকৃত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব প্রতিপাদনেই 'ইব' শব্দের পর 'এব' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা, নইলে ইহার ('এব' শব্দ প্রয়োগের) কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-ফল-শাখা-প্রশাখা প্রভৃতির দৃশ্য ভিন্নতার সমাধান ইহার সর্ব্বাঙ্গ-বিতত প্রাণশক্তির অদৃশ্য একতন্ত্রতার উপলব্ধিতে। 'যেন সর্ব্বমিদং ততম্' (গীতা, ২।২৭)—যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত (জগৎ) ব্যাপ্ত, 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ, (গীতা, ৭।৫)—যাহা দ্বারা এই জগৎ বিধৃত,—আমাদের দৃষ্টি যখন 'সর্ব্বমিদং' বা 'ইদং জগৎ' হইতে 'যেন ততম্' বা 'যয়া ধার্য্যতে' এর উপর নিবদ্ধ হয়, তখন 'সর্ব্বং বা 'জগৎ' মিথ্যা বা 'মায়া' হইয়া যায় না, পরন্তু 'যেন' বা 'যয়া'র অর্থাৎ ব্রহ্মের নিরপেক্ষ সত্তাতে ইহার ('সর্ব্বং' বা 'জগৎ' এর) আপেক্ষিক সত্তা আরো দৃঢ়রূপে বা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ইব'র সমাধান 'এব'তে,—'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা 'ইব' (গী, ৭।৬)—এই সমস্ত (জগৎ) সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে (ব্রহ্মে) গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, এই ভগবদ্বাণীতে 'ইব' শব্দের প্রয়োগে 'মণিগণাঃ'

'মায়া' হইয়া যায় নাই,—ইহাতে 'ইব' সমস্যার সমাধান সর্ব্ব সন্দেহের অতীত।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই—বিষয় জগৎকে যে কি অর্থে 'দ্বৈতমিব' বলা হইয়াছে, 'দ্বৈতমিব' বাক্যদ্বারা তাহাকে যে একেবারে মিথ্যা বলা হয় নাই, তাহা উক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদেরই অন্যত্র পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদের ৩য় শ্রুতিতে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' প্রসঙ্গে আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বা-চারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সতম্"।

'হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সমুদয় মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, অর্থাৎ, মৃত্তিকার বিকার 'ঘট, শরা' প্রভৃতি 'এইটা ঘট' 'এইটা শরা' ইত্যাকার বাক্য বা ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই এক একটি নামে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া (জ্ঞাত) উক্ত হয়, কেবল মৃত্তিকাই সত্য।' সেইরূপ (দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান) জগতের কারণভূত ব্রহ্মই সত্য, একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই জগৎকে (সত্যরূপে) জানা হয়। জগতকে যে 'দ্বৈতমিব' বা এক প্রকার 'মিথ্যা' বলা হইয়াছে, তাহা এই অর্থে, কিন্তু ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা এই অর্থে নহে। মৃত্তিকার অতিরিক্ত ঘট, শরা প্রভৃতির অস্তিত্ব যে অর্থে মিথ্যা, জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে একান্ত পৃথক্

অস্তিত্বও সেই অর্থেই মিথ্যা বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে ইহা একান্ত মিথ্যা নহে। আরেকটী কথা এই :—

শুধু দ্বৈতভাব কেন, জগতে বহুত্ব বা নানাত্বও ত আছে এবং স্বয়ং ব্রহ্মই বহু বা নানারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ৬ষ্ঠ অনুবাকে উক্ত হইয়াছে :—সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।"—'তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম (বা পরমাত্মা) ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তিনি তপস্যা করিলেন অর্থাৎ সৃজ্যমান জগৎ-রচনাদি বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, সৃষ্টি করিলেন।' ইহার পরেই সপ্তম অনুবাকে আছে :—

"ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।"

'—তাহা অর্থাৎ অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে সৎ অর্থাৎ প্রকাশিত নামরূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ আপনাকে জগৎরূপে প্রকাশ করিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ংকর্ত্তা বলে। ইতি।'

অথচ, কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (২।১।১১)—ইঁহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই, এবং আরো উক্ত হইয়াছে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (২।১।১০)—যে ইঁহাতে (ব্রহ্মেতে) নানারূপ দেখে, সে মৃত্যু

হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পুনঃপুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়)। ["নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্যটি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়া বিশ্রুত 'বিবেকচূড়ামণি'তেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।] কিন্তু এই বাক্যের এরূপ অর্থ নয় যে, এই প্রত্যক্ষ নানাত্ব একেবারে মিথ্যা বা illusion. ইহার প্রকৃত অর্থ এই, নানাত্বকে আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে একান্ত পৃথক্ বা স্বতন্ত্রভাবে দর্শন মিথ্যাদর্শন, ইহা অদ্বৈত আত্মা বা ব্রহ্মে অনুস্যূত ও অধিষ্ঠিত, ইহা ব্রহ্মের অন্তর্গত ব্রহ্মেরই বিচিত্র প্রকাশ, ব্রহ্মেরই বিশ্বরূপ। (১)

তাই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হে জগন্নিবাস, তুমি অক্ষয়, তুমি ব্যক্ত স্থূল ও অব্যক্ত সূক্ষ্ম এবং ইহাদেরও অতীত মূল কারণ ব্রহ্ম (১১।৩৭) "তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি চন্দ্র, তুমি প্রজাপতি,

---

(১) কৌষীতকি উপনিষদে (৩।৮) পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে— নো এতন্নানা। তদ্ যথা রহস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্থ অর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।.........এব লোকপালঃ, এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্ব্বেশঃ।"—ইহা (প্রকৃত বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম) নানা নহে (অর্থাৎ নানাত্মক একমাত্র)। যেমন রথের নেমি অরসমূহে স্থাপিত এবং অরসমূহ নাভিতে স্থাপিত, তেমনি এই সকল ভূতমাত্রা প্রাজ্ঞামাত্রাসমূহে স্থাপিত এবং প্রাজ্ঞামাত্রাসমূহ প্রাণে স্থাপিত। এই প্রাণই আনন্দময় অজর ও অমর প্রজ্ঞাত্মা।......ইনি লোকপাল। ইনি লোকাধিপতি। ইনি সর্ব্বেশ।

তুমি প্রপিতামহ" (গীতা, ১১।৩৯) এবং পরিশেষে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং,
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ (১১।৪০)

—তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার, হে সর্ব্ব, তোমাকে সর্ব্বদিকে নমস্কার। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিত-বিক্রম, তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মক) অর্থাৎ ত্বদতিরিক্ত কিছুই নাই।

অর্জ্জুনের এই সকল বাক্যে সমস্ত নানাত্ব ও বহুত্ব ব্যাপিয়া সর্ব্বাত্মক সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম বর্ত্তমান—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' ইহাই নিঃসন্দেহ পরিস্ফুট।

অর্জ্জুনের উক্ত বাক্যসমূহের অনুরূপ ভাবাত্মক বাক্য আমরা শ্বেতাশ্বতর ঋষির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতেও প্রাপ্ত হই—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥"
(শ্বেত, ৪।১—২)

—'যে অদ্বিতীয়, বর্ণরহিত, প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরমাত্মা নানা শক্তি যোগে অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে সমুদয় জগৎ প্রথমে জন্মে এবং যাঁহাতে অন্তকালে প্রতিগমন করে, সেই দেবতা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন্। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা। তিনিই দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই প্রজাপতি।'

ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্রে ঋষি তাঁহার উক্তরূপ মনোভাবকে যে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন উপনিষদ্ সাহিত্যে তাহা অতুলনীয় :—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তরিদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥

(শ্বেত, ৪।৩—৪)

—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডহস্তে গমন কর, তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। তুমিই নীল পতঙ্গ, লোহিত চক্ষু শুকাদি,

মেঘ, ঋতু এবং সাগরসমূহ। অনাদিস্বরূপ তুমি ব্যাপকরূপে রহিয়াছ, যাঁহা হইতে সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

তারপর মুণ্ডকোপনিষদে (১।১।৬) বলা হইয়াছে—"বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"—সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, নিরতিশয় সূক্ষ্ম ও অব্যয়, যিনি 'ভূতযোনি', তাঁহাকে জ্ঞানিগণ দর্শন করেন। যিনি অব্যয়, যিনি কোন কারণেই ব্যয়িত হন না, তিনিই স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমূহের কারণ। তার পরের শ্রুতিতে আরো বলা হইয়াছে—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ (মুণ্ড, ১।১।৭)

—যেমন ঊর্ণনাভ নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনই এখানে অর্থাৎ 'সংসারমণ্ডলে' অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদয় উৎপন্ন হয়।

উক্ত উপনিষদের ৯ম শ্রুতিতে আছে—

"তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়তে"

—সেই (সর্ব্বজ্ঞ) হইতে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্ন জন্মিয়াছে।

ইহার পরে দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের ১ম শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

> তদেতৎ সত্যম্—
> যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
> সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
> তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
> প্রজায়ন্তে তত্রচৈবাপি যন্তি ॥

—ইহা সত্য, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ বিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

ইহার পরেই অতি বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে—এই অক্ষর-পুরুষ হইতেই প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, আলোক, জল এবং সমুদয়ের আধারভূতা পৃথিবী, দ্যুলোক, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ব্রীহি, যব, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, ওষধি প্রভৃতি সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যার বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" (৩।৪।১)—এই সমুদয়ই ব্রহ্ম (কারণ), তাঁহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহাতেই জীবিত থাকে।

আবার ছান্দোগ্যের সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডে ঋষি সনৎকুমার বলিতেছেন—"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি।

স এব এঁষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি।

—আত্মাই (অর্থাৎ ভূমা ব্রহ্মই) অধোভাগে, আত্মাই উর্দ্ধভাগে আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই বামে—আত্মাই এই সমুদয় (জগৎ)। যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট্ হন।

এই সমুদয় এবং আরো বহু বেদমন্ত্রের সম্মুখে "তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা" (সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়) আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ অন্তর্হিত হইয়া যায় না কি? আমাদের মনে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য যে প্রবল বাত্যা যেমন মেঘকে অপসারিত করে ('অভ্রমিবাতিবাতঃ [ভাগ, ১১।১২।৪৭]) তেমনই, উক্তরূপ শ্রুতি-বাক্যসমূহ মায়াবাদরূপ মেঘকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে সমর্থ।

ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও নানা স্থানে নানা প্রকারে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের অবস্থিতি ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের কথাই বলা হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের ৩য় স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে ভগবান্ কপিলদেব সাংখ্যযোগ কথন উপলক্ষে স্বীয় মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন :—

"এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তঃ যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥

—(মা, আমি যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিলাম) এই সকলই (গণনা দ্বারা) সংখ্যাত (হইয়াছে) ; এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান ; এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। কাল কে ?—

"প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥ (১৭)—

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির চেষ্টা যাহা হইতে হয়, সেই ভগবান্‌ই 'কাল' এই সংজ্ঞায় উপলক্ষিত হয়। ভগবান্ কে ?—

"অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষঃ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥১৮॥

—যিনি আত্মমায়া দ্বারা প্রাণিসকলের অন্তরে নিয়ন্তৃস্বরূপে এবং বহির্ভাগে কাল স্বরূপে সম্যক্ প্রকারে অর্থাৎ তাহাদের বিকারে অসংস্পৃষ্ট হইয়া অনুস্যূত আছেন, তিনিই ভগবান্, তিনিই কাল।

আবার ৩য় স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকে কপিলদেব মাতাকে বলিতেছেন :—"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা"—আমি (ব্রহ্ম) সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছি।

৭ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ৪৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্"

—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বভূতে (স্থাবর জঙ্গমে) ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন (ভগবৎ সত্বার প্রত্যক্ষ অনুভূতি মানবের পরমপুরুষার্থ)।

আবার ১১।১৯।১২ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিতেছেন—

*　　　*　　　*

"মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ" ॥ (১১।২৯।১২)

—হে উদ্ধব * * * নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃতরূপে ও আত্মারূপে আমাকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করিবে।

অন্যত্র (১১।১৯।১৯) পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সমীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ ॥

—এই যে মন, বাক্য ও শরীরবৃত্তি দ্বারা সর্ব্বভূতে মদ্ভাব (ঈশ্বরের অস্তিত্ব চিন্তন), ইহাই সকল কল্প অর্থাৎ বিধি বা শাস্ত্রের মধ্যে সমীচীন, এই আমার মত।

এইরূপে ভাগবতের অগণিত স্থলে ব্রহ্মের সগুণত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে, গীতাতেও নানাস্থানে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই জগৎ যে ব্রহ্মের একাংশের দ্বারা বিধৃত এই তত্ত্বজ্ঞাপক ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের শ্রুতি এবং গীতোক্ত ভগবদ্বাণী আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এতদ্বিষয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য। অতএব আঁমরা দেখিলাম, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও ভক্তিশাস্ত্রের কোথাও মায়াবাদের (এবং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের) অবিসংবাদিত অটল প্রতিষ্ঠাভূমি পাওয়া গেল না।

(গ) মায়ার অর্থ, শাঙ্কর ও বৈষ্ণব

সঙ্করের মতে, ব্রহ্ম একান্ত নির্ব্বিশেষ, তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ। তিনি যখন নিষ্ক্রিয়, তখন জগৎরূপ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না, আবার তিনি যখন নির্গুণ, তখন গুণময়ী প্রকৃতিরূপে তাঁহার পরিণাম্ অসম্ভব, কারণ ইহা স্ববিরোধী। তবে এই দৃশ্যমান্ জগতে যে আছে বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা আছে এইরূপ বলা যায় না ; ইহা ইন্দ্রজালবৎ দৃষ্টিবিভ্রম। ইহা অলীক, মিথ্যা। যেমন সৎরজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প অর্থাৎ সদ্বস্তু রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সৎব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ, অর্থাৎ ব্রহ্মে জগৎভ্রম হয় ; অতএব ইহার বাস্তব সত্তা নাই, ইহা ভ্রমাত্মক, একটা ধাঁধা (illusion) মাত্র। ইহার সত্তা ব্যাবহারিক, পারমার্থিক নহে। এই ভাবে শঙ্করের মতে মায়া হইল ভ্রম বা ধাঁধা, এবং ইহা সদসদ্বিলক্ষণা, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ এই দুই লক্ষণের মধ্যে কোনটিই ইহাতে নাই, ইহাকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। মায়ার এইরূপ অভিনব সংজ্ঞার ফলে এই জগৎ আছে কি নাই কিছুই বলা যায় না—আছে বলা যায় না এইজন্য যে ইহা ভ্রমপ্রমাদাদি অসত্যবহুল, আর নাই বলা

যায় না এইজন্য যে ইহা সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর। অতএব ইহা ধাঁধা, ইহা মিথ্যা।

শঙ্কর জগৎকে অসৎ বলেন নাই, মিথ্যা বলিয়াছেন। অসৎ ও মিথ্যা এই দুইয়ের অর্থে প্রভেদ এইরূপ—যাহার অস্তিত্বই নাই এবং যাহা কখনও দৃষ্টিগোচর অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না তাহা অসৎ, আর যাহার অস্তিত্ব নাই অথচ যাহা দৃষ্টিগোচর অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তাহা মিথ্যা। আকাশকুসুম ও বন্ধ্যাপুত্রের কোনও অস্তিত্ব নাই এবং ইহাদিগকে কখনও দেখা যায় না, এইজন্য ইহারা অসৎ, মিথ্যা নহে। আর রজ্জু কখনও সর্প নহে। অথচ ভ্রম-বশতঃ ইহা সর্পরূপে দৃষ্ট হয়, এইজন্য রজ্জু-সর্প মিথ্যা, অসৎ নহে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে শঙ্করের মায়া একটি 'কিম্ভূত-কিমাকার' উদ্ভাবন, একটি অদ্ভুত কল্পনা। তাঁহারা এক বাক্যে মায়াবাদ প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করিয়াছেন।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের রাজ্যে নানাত্ব বা বহুত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ইহা ব্যাখ্যা করিলেন শঙ্কর অভিনব অর্থজ্ঞাপক মায়ার সাহায্যে, কিন্তু বৈষ্ণবমতে ইহা দ্বারা ব্রহ্মকে তাঁহার একত্বের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া একদিকে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বা সসীমই করা হইল এবং অপরদিকে ব্রহ্মের দ্বারা বহুত্ব উৎপাদন অসম্ভব বলিয়া তাহা অস্বীকার করাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে ক্ষুণ্ণ বা খর্ব্ব অর্থাৎ প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হইল। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' এই যে দৃষ্টান্ত, বৈষ্ণবমতে ইহাও

সমীচীন নহে। রজ্জু ও সর্প উভয়ই সদ্বস্তু, এই উভয়ের জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে থাকিলেই একে অন্য ভ্রম সম্ভব হয়, কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত যখন আর অন্য সদ্বস্তু (যথা জগৎ) নাই, তখন ব্রহ্মে জগৎভ্রম এইরূপ কথা কোনপ্রকারে সঙ্গত বা সার্থক হয় না। অতএব, রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। বৈষ্ণবমতাবলম্বিগণ আরো বলেন যে, শঙ্করের মায়াবাদে স্ব-তন্ত্র ব্রহ্মকেও পরতন্ত্র হইতে হইয়াছে, কারণ তাঁহার মতে জীব অন্য কেহ নহেন, ব্রহ্মই মায়োপহিত হইয়া জীবরূপে প্রতীয়মান, সুতরাং শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের কেবলত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহার ফলে ব্রহ্ম মায়াধীশ না হইয়া মায়াবশই হইলেন।

বৈষ্ণব মতে, মায়া ঐশী সৃজনীশক্তি, এই শক্তির প্রভাবে জীব ও জগতের সৃষ্টি অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীম ব্রহ্মের অভিব্যক্তি, দেশেও কালে তাঁহার আত্মপ্রকাশ। উপরে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, অবিকৃত ব্রহ্মই আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করিয়া জগৎরূপে প্রকাশ করিলেন। এই যে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অসীম, অবিকৃত, অচ্যুত হইয়াও তাঁহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুত না হইয়াই—তাঁহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই—জীব ও জগৎরূপে সসীম বহুতে পরিণত হইলেন, বৈষ্ণবমতে ইহা তাঁহার ঐ সৃজনীশক্তিরই পরিচায়ক। এই জীব ও জগতাত্মক সৃষ্টি সৎ, ইহা ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, ভান বা মিথ্যা নহে। পরিণামবাদিগণের, তথা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের, এই শ্রুতিসম্মত মত।

শঙ্করের মতে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' কিন্তু বৈষ্ণবমতে ব্রহ্ম যেমন সত্য জগৎও তেমনই সত্য, এই দুইয়ের সত্তার মধ্যে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এইরূপ কোনও ভেদ নাই, কারণ, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয়াত্মক, জগৎ ব্রহ্মেরই বাহ্যপ্রকাশ, কার্য্য বা শরীর।

(ঘ) প্রতীচ্য দর্শনে তথাকথিত মায়াবাদ

অনেকে বলেন, এই মায়াবাদ বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতেও দৃষ্ট হয়। এই উক্তি কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, আচার্য্য শঙ্করের দার্শনিক মতের সদৃশ মতবাদ কতিপয় প্রতীচ্য দার্শনিকের মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের মতবাদকে শঙ্করের মতের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন বলা যায় কিনা, ইহাই বিচার্য্য।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (খৃঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭) মতের সহিত এক বিষয়ে শঙ্করের মতের সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট। শঙ্কর জগৎকে সত্যের ভান, মায়া বা মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর প্লেটো বলিয়াছেন, জগতের সমস্ত বস্তু ideas বা অব্যক্ত সত্যের প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব (images) মাত্র, মৌলিক সদ্বস্তু নহে। (১) আরো আশ্চর্য্যের বিষয়

---

(১) 'আভাস এব চ' এই বাদরায়ণ সূত্রের শঙ্করভাষ্য উপরে দ্রষ্টব্য।

এই যে, প্লেটোর দর্শনধারার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী মিশর দেশীয় দার্শনিক প্লোটিনাস্ (খৃঃ ২০৫-২৭০) আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তাঁহারই ন্যায় পুণ্য, দার্শনিক চিন্তন এবং, সর্ব্বোপরি, সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত এক হওয়া, অর্থাৎ আমাদের পরিভাষায়, বেদান্ত-চিন্তন ও অপরোক্ষানুভূতিমূলক যোগসাধন দ্বারা ব্রহ্মীভূত হওয়া বা ব্রহ্মৈকত্বপ্রাপ্তি অর্থাৎ সাযুজ্যই মানবের পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১)

আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় দর্শনধারার প্রবর্ত্তক ফরাসী-দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ডেকার্ট্ (Descartes—খৃঃ ১৫৯৬-১৬৫০) এবং আচার্য্য শঙ্কর এই উভয়ের চিন্তা-প্রণালীর মূলে এক অত্যাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তত্ত্ব-নির্ণয়ে শঙ্করের 'নেতি নেতি' (ইনি এই নহেন, ইনি এই নহেন)

---

(১) প্লোটিনাসের মত ইউবার্উয়েগ্ কর্ত্তৃক এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—"The business of man is to return to God, whom he, as a sensuous being, has estranged from himself. The means by which this return is to be accomplished are virtue, philosophic thought, and above all, the immediate ecstatic intuition of God and the becoming one with Him."—Uberweg's Hist. of Phil., Vol. I, pp. 241-42.

পন্থা বা ব্যতিরেক প্রণালী অবলম্বন এবং ডেকার্টের জাগতিক সর্ব্ববস্তু, স্বীয় দেহ, এমন কি ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ অবলম্বনে তত্ত্বের সন্ধান, এই দুইই একই অতৃপ্তি বা জিজ্ঞাসা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। সন্দেহ চিন্তার প্রকারভেদ মাত্র। সর্ব্ববিষয়ে সন্দিহান হইয়া সন্দেহাত্মক চিন্তার অনুসরণে ডেকার্ট্ পরিশেষে এই মূলসত্য দেখিতে পাইলেন: "Cogito, ergo sum" (I think, therefore I am)—আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি। (১) এই আত্মজ্ঞানই যে সর্ব্বজ্ঞানের

---

(১) ইঁহার চিন্তাপ্রণালী ও তত্ত্বনির্ণয় সম্বন্ধে ফল্‌কেন্‌বার্গের গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে:—"I doubt or deny that the world is what it appears to be, that there is a God, that eternal objects exist, that I have a body, that twice two are four. One thing, however, it is impossible for me to bring into question, namely, that I myself, who exercise this doubting function, exist. * * * I doubt everything except that I doubt, and that, in doubting, I am. * * * The whole content of consciousness is destroyed; consciousness itself, the doubting activity, the being of the thinker is indestructible. * * * Thus the settled point of departure required for knowledge is found in the self-certitude of the thinking ego. 'Cogito, ergo sum' is the

মূল, এই অমূল্য তত্ত্ব ভারতে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজার (খৃঃ ১৬৩২-৭৭) মতবাদও এখানে উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতমত পোষণের জন্য স্পিনোজা তাঁহার স্বজাতীয়গণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি জগৎকে বস্তু বা স্বাধীন সত্তা (substance) বলেন নাই, ইহার সমস্তই একমাত্র বস্তু বা স্বতন্ত্র সত্তা ঈশ্বরের বিধা, প্রকার বা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা (modes) মাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (১)

---

first and most certain of all truths * * * the existence of the mind is therefore the most certain of all things. We know the soul better than the body. It is for the present the only certainty, and every other is dependent on this, the highest of all."—Falckenburg's Hist. of Phil., pp. 89-90.

(১) "Finite things are *modi* of the infinite substance, mere states, variable states, of God. By themselves they are nothing, since out of God nothing exists. They possess existence only * * * as transitory forms of the unchangeable substance. They are not in themselves but in another, in God."—Falckenburg., p. 128.

জার্মান দার্শনিক কাণ্টের (খৃঃ ১৭২৪-১৮০৪) প্রতিরূপ বা প্রত্যাভাসবাদ (phenomenalism)ও ইন্দ্রিয়গোচর দ্রব্যকে প্রকৃত সত্তা বা বস্তু (thing-in-itself) বলিয়া স্বীকার করে নাই, ইহা প্রকৃত সত্তার প্রতিরূপ, আলেখ্য বা প্রত্যাভাস (phenomenon), ইহার প্রকৃত সত্তা নাই, কিন্তু ব্যাবহারিক সত্তা (empirical reality) আছে।

আধুনিক দার্শনিক ব্র্যাড্‌লী (Bradley)ও অনেকটা এইরূপ মতই অন্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি চরমতত্ত্ব experience বা অনুভূতিকে কেবল বা স্বতন্ত্র (absolute) এবং জগৎকে তাহার দৃশ্য বা প্রতিকৃতি (appearance) অর্থাৎ অস্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দৃশ্য বা প্রতিকৃতি অসৎ নহে এবং ইহা চরমতত্ত্বে কখনও লয়প্রাপ্ত হয় না। (১)

উপরের আলোচনাতে আমরা ভারতীয় মায়াবাদী শাঙ্কর বেদান্তীদের মতের সহিত এই সকল প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের বিভিন্ন মতের কোন-না-কোন বিষয়ে যে সাদৃশ্য দেখিলাম তাহার কোনটিই শঙ্করের মতের সহিত সম্পূর্ণ এক নহে। শঙ্করের মায়া (illusion) বলিতে যাহা

---

(১) 'No appearance is lost in the Absolute'......'The Absolute is not other than its appearances.' Etc., etc. —Dr. Halder's Neo-Hegelianism, pp. 242-43.

বুঝায়, ইঁহাদের মতের একটিও তাহা নহে। শঙ্করের সহিত ইঁহাদের ঐক্য এইস্থলে যে, শঙ্করের ন্যায় ইঁহারাও জগৎকে ব্রহ্মের সহিত এক করেন নাই। শঙ্করের মায়া সদসদ্‌বিলক্ষণা—ইহাকে সৎও বলা যায় না—অসৎও বলা যায় না,—ইহা মিথ্যা। কিন্তু উক্ত দার্শনিকগণের প্রতিবিম্ব (image), বিধা (mode), প্রত্যাভাস (phenomenon) ও প্রতিকৃতি (appearance)—ইহাদের একটিও মিথ্যা নহে। (১)

---

(১) কাণ্টের প্রত্যাভাসবাদের বিচারে ফল্‌কেন্‌বার্গ লিখিয়াছেন : "The critical philosopher is far from degrading bodies to mere illusion. * *. * Phenomenon and illusion are not the same. The transcendental distinction between phenomena and things-in-themselves must not be confused with the distinction common to ordinary life and to physics." Hist. of Phil., p. 346.

ইহার মর্ম্ম এই :—সূক্ষ্মতত্ত্ববিচারকুশল দার্শনিক (কাণ্ট্) জাগতিক দ্রব্যনিচয়কে মায়াতে অধঃপাতিত করেন নাই। মায়া এবং প্রত্যাভাস এক নহে। স্বতন্ত্রসত্তাবৎ বস্তু ও প্রত্যাভাসের মধ্যে যে অলৌকিক প্রভেদ আছে, আমাদের সাধারণ জীবন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসুলভ বিভেদের সহিত তাহা মিশ্রিত করা ঠিক নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, আমরা সাধারণ লৌকিক ভাষায় ইন্দ্রধনুকে বাস্তবসত্তাহীন দৃশ্য বা মায়া বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহা নহে। কারণ, ইহার পশ্চাতে সূর্য্যালোক ও বৃষ্টির সংযোগ বা সমবায় 'thing-in-itself' বা বাস্তবসত্তারূপে বর্ত্তমান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ

আমরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মায়াবাদের অবৈদিকত্ব ও অলীকত্বের প্রমাণ বিষয়ক প্রস্তাবে বেদ, ভগবদ্গীতা ও ভাগবত হইতে যে সকল সগুণ-ব্রহ্মাত্মক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাদ্বারা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। তথাপি পূর্ব্ব কথামত এবং বিশেষ প্রয়োজনবোধে আমরা এই পরিচ্ছেদে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-মতের আরো কিছু আলোচনা করিব।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা বলিয়াছি, মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণোল্লিখিত মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের একটী প্রসিদ্ধ উক্তি শাঙ্করিক মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রধান শ্রৌত ভিত্তি। উক্ত সমগ্র উক্তিটী আমরা সেই স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি। বর্ত্তমান আলোচনায় ইহার যে অংশ প্রয়োজনীয় আমরা এখন তাহা এখানে পুনরুদ্ধৃত করিতেছি।

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ...তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।"—'কিন্তু যখন ইহার (ব্রহ্মবিদের) নিকট সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়, তখন

সে কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে···(এবং) কিরূপে কাহাকে জানিবে ? অয়ি ! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে ?'

এই স্থলে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই—এই যে যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যখন ব্রহ্মবিদের নিকট সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়, তখন সে কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে······ইত্যাদি', আমাদের মনে হয়, ইহার সম্যক্ উত্তর ঋষি সনৎকুমার ছান্দোগ্যের ৭ম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডে প্রদান করিয়াছেন। সনৎকুমার বলিয়াছেন, "ভূমাবিৎ দেখেন 'তিনিই (অর্থাৎ ভূমা ব্রহ্মই) অধোভাগে, তিনিই ঊর্দ্ধভাগে, তিনিই পশ্চাদ্‌ভাগে, তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে—তিনিই এই সমুদয়।' এই দৃষ্টিতে ভূমাবিৎ ঊর্দ্ধ, অধঃ ইত্যাদিতে তাঁহার আবেষ্টনকেই দেখিলেন, এবং নিজে দ্রষ্টারূপে স্বতন্ত্র রহিলেন, সুতরাং এই দৃষ্টি দ্বৈতদৃষ্টি বা দ্বৈতাত্মক দৃষ্টি। তারপর 'অহম্'-দৃষ্টিতে ঋষি উপদেশ করিলেন, 'আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্দ্ধভাগে······আমিই এই সমুদয়।' ইহা অদ্বৈতাত্মক দৃষ্টি। কিন্তু পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন এই দৃষ্টিতেও দ্রষ্টা এবং অধঃ, ঊর্দ্ধ প্রভৃতি ভেদ রহিয়াছে, অতএব ইহাকে সম্পুর্ণ অদ্বৈতদৃষ্টি বলা যায় না। যাহা হউক, আবার ইহারই পরে ঋষি 'আত্ম'দৃষ্টিতে উপদেশ করিলেন, 'আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধভাগে······আত্মাই এই সমুদয়।' এই দৃষ্টি দ্বৈতাদ্বৈতাত্মক বা ভেদাভেদাত্মক, ইহাতে দ্রষ্টার ব্যষ্টি-আত্মাকে

দৃষ্টের সমষ্টি-আত্মার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই 'আত্ম'দৃষ্টির কথা বলিয়া ঋষি তাঁহার উপদেশের উপসংহারে বলিলেন—'যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন, এবং তিনি স্বরাট্ হন।'

'যখন সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়'—এই হইল 'আত্ম'-দৃষ্টি বা সম্যক্ দৃষ্টির কথা। 'অহম্'দৃষ্টিতে ভূমাবিৎ ব্যষ্টি-আত্মা জীবের ও সমষ্টি-আত্মা ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব বা অভেদত্বই দর্শন করিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টি যথেষ্ট বা সম্যক্ দৃষ্টি নহে। 'আত্ম'-দৃষ্টি অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক দৃষ্টিই সম্যক্ দৃষ্টি। 'যখন সমুদয় আত্মাই হইয়া যায়' তখন ভূমাবিৎ 'আত্ম'-দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ এবং স্বরাট্ হন। দ্বৈত-দৃষ্টি বা 'অহম্'-দৃষ্টিতে নহে, 'আত্ম'-দৃষ্টিতে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক দৃষ্টিতে—যে দৃষ্টি 'অহম্'-সমেত-সর্ব্ব আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার অন্তর্গত সেই দৃষ্টিতে, অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টিতে—ভূমাবিৎ স্বীয় সর্ব্বাত্মক আত্মার বা সমষ্টি-আত্মার মধ্যেই নিজে ব্যষ্টিভাবে 'মিথুন'রূপে রতি করেন, ক্রীড়া করেন, আনন্দ করেন—সর্ব্বাত্মকরূপে নিজেকে অর্থাৎ আত্মগত ব্যষ্টিকে (যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়) আঘ্রাণ করেন, দর্শন করেন, জানেন'—এবং স্বরাট্ হন।

মুণ্ডকোপনিষদেও বলা হইয়াছে, যিনি 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ'

(ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম) তিনি 'আত্মক্রীড়' ও 'আত্মরতি' হন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক পরমাত্মাত্বেই ক্রীড়া করেন এবং পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন। আমাদের মতে, এই উভয় বাক্যের সারনিষ্কর্ষ এই—ব্রহ্মবিদের 'আত্ম'-দৃষ্টি বা সম্যক্ দৃষ্টিতে 'মিথুন' ভাব বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ কখনও বিলুপ্ত হয় না এবং ইহাই চরম তত্ত্ব।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই—যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত বাক্যে যে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদরহিত অবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহার জ্ঞান তিনি কেমন করিয়া লাভ করিলেন। যদি সেই অবস্থা তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে "বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ?" এইরূপ প্রশ্ন তিনি কখনও করিতে পারেন না। আর যদি তাহা তাঁহার জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় হয় তাহা হইলে সেই অবস্থা আছে কি নাই, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। আদত কথা এই—জ্ঞানক্রিয়ার বিশ্লেষণে যাজ্ঞবল্ক্য এবং শঙ্করপন্থিগণ শুধু জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদের দিকই দেখিয়াছেন, কিন্তু সেই ভেদের মধ্যে যে অভেদ অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান তাহা দেখেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বৈব একপেশে। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ার মূল ভাব এই—'আমি ইহা (এই বিষয়) জানিতেছি,' (দেখিতেছি, শুনিতেছি ইত্যাদি)—'আমি' এবং 'ইহা', জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয়ী ও বিষয়, এই দুইয়ের কোনটিকে ছাড়িয়া 'জানিতেছি' (অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া) হইতেই পারেনা, জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতা হয়না, জ্ঞাতৃ ছাড়া জ্ঞেয় সম্পূর্ণ অর্থহীন। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়

সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব, (১) জ্ঞানের জ্ঞানত্বই থাকেনা, আর জ্ঞান যদি না থাকে তাহা হইলে আত্মাও থাকেনা, কারণ জ্ঞানই জ্ঞাতৃ-আত্মার স্বরূপ লক্ষণ। অতএব জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ-বিবর্জ্জিত যে অবস্থার কথা যাজ্ঞবল্ক্য এবং শঙ্করবেদান্তিগণ বলেন, তাহার কোনও অর্থ নাই, কারণ সেই অবস্থায় জ্ঞানই হইতে পারে না ; আর যেখানে জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই সেখানে আত্মাও থাকেনা। যদিই বা অজ্ঞেয় কোন অবস্থা এবং তদবস্থ বস্তু আছে এমন কেহ বলেন, তদবস্থা ও তদ্‌বস্তু সম্বন্ধে কোন কথা কস্মিনকালেও বলা চলেনা, কারণ উহা জ্ঞানের বহির্ভূত, জ্ঞানবিবর্জ্জিত, আত্মার আত্মত্ববিরহিত অবস্থা বা বস্তু, যাহার কাহারও নিকট কোনও মূল্য নাই ও থাকিতে পারেনা,—যাহা শূন্য বা অবস্তু, কারণ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', এক অদ্বিতীয় আত্মা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

সুষুপ্তিতে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ, এমন কি, আমাদের

---

(১) জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাভেদবোধ জ্ঞানের স্বরূপ বা মৌলিক লক্ষণ। ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে জানা যায় না। এই দুইয়ের কেবল একটিতে কোনও রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। অথচ প্রকৃত বস্তু নানা নহে, একমাত্র। যথা, কৌষী (৩৷৮) :—

"যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যু র্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু র্যদ্‌বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যু র্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ। নো এতন্নানা।"

আত্মজ্ঞানও ব্যষ্টি-আত্মাতে থাকেনা। (১) এই যে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সাময়িক অভেদ এবং আত্মজ্ঞানের সাময়িক তিরোভাব, ইহাও মূল জ্ঞানেরই অন্তর্গত, কারণ, সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া আমরা ইহা বুঝি অর্থাৎ জ্ঞাত হই, সমষ্টি-জ্ঞান হইতে ইহা ব্যষ্টি-জ্ঞানে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

এই অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহা সুস্পষ্ট যে সুষুপ্তি-ভঙ্গে আমাদের আত্মজ্ঞান এবং ইহার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত বা সম্বদ্ধ আমাদের বিষয়জ্ঞানও ফিরিয়া আসে। ইহার অর্থ এই যে সুষুপ্তিতে আমাদের আত্মজ্ঞান আমাদের আত্মজ্ঞানরূপেই অবিনষ্ট অবস্থায় ছিল এবং সেই জন্যই জাগরণে তাহা আমাদের নিকট আমাদের আত্মজ্ঞান বলিয়াই প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে সুষুপ্তিতে আমাদের ব্যষ্টি-আত্মজ্ঞান আমাদেরই সমষ্টি-আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে আমাদের পরস্পরের ব্যষ্টি-আত্মজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত না হইয়া স্বীয় স্বীয় ভিন্নতা বা পৃথক্‌ত্ব সমেতই বর্ত্তমান ছিল। অতএব এই অভিজ্ঞতার সারনিষ্কর্ষ এই যে সমষ্টি-আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত প্রত্যেক ব্যষ্টি-আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। সুতরাং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ নিতান্তই ভিত্তিহীন।

---

(১) ছান্দোগ্যের ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদে প্রজাপতির প্রতি ইন্দ্রের উক্তি এই :—"নহি খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি"— হে ভগবন্, এই সময়ে (অর্থাৎ সুষুপ্তিতে) নিশ্চয়ই এই পুরুষ (জীবাত্মা) নিজেকে 'এই আমি' এই ভাবে জানেনা এবং এই সকল বস্তুকেও জানেনা। (ছান্দ, ৮।১১)।

সুষুপ্তিতে যাহা ঘটে আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় বিস্মৃতিতেও আংশিকভাবে তাহাই ঘটে। সুষুপ্তি ও জাগরণে যেমন আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের যাওয়া আসা হয়, বিস্মৃতি এবং পুনঃ-স্মৃতিতেও ঠিক সেইরূপই আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের আংশিক যাওয়া আসা হইয়া থাকে।

সসীম জীবের নিদ্রা-জাগরণ ও স্মৃতি-বিস্মৃতি যে অসীম চিরস্মৃতিশীল, চিরবিনিদ্র আত্মার মধ্যেই সংঘটিত হয়, অর্থাৎ সসীম-অসীমের (জীব-ব্রহ্মের) ভেদ যে অদ্বিতীয় মৌলিক আত্মার অভেদেরই অন্তর্গত, এই দিকে যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টি পড়ে নাই (অথবা যথোচিতভাবে পড়ে নাই) বলিয়াই তিনি একান্ত-অভেদবাদী এবং সেই জন্যই তিনি ভেদকে 'ইব', ভান বা মিথ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই—ভেদ অসীমেরই অন্তর্গত না হইলে ইহা কখনও জীবের নিকট প্রকাশিত হইত না। ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে জীব ও ব্রহ্মকে একান্ত অভেদ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মকেই নিদ্রা-জাগরণ ও স্মৃতি-বিস্মৃতির অধীন করিয়াছেন। অতএব ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে 'ইব'বাদ বা মায়াবাদ এবং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ সর্ব্বথা অসমর্থনীয়। ফলতঃ জগৎতো ধাঁধা নয়, মায়াবাদিগণই বিভ্রান্ত হইয়া ধাঁধায় পড়িয়াছেন।

বৃহদারণ্যকে (২।৪ ও ৪।৫) যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন এক অখণ্ড আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সমস্ত বস্তুই আত্মা, অনাত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই। আত্মা ভিন্ন যখন কিছুই নাই তখন 'আমি ইহা জানি'. ইহার অর্থ এই যে 'আত্মাই আত্মাকে জানে', অর্থাৎ

আত্মাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, অতএব জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব আত্মারই অন্তর্ভূক্ত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের ভেদ আত্মা বা ব্রহ্মের মধ্যে নিত্য,—এই সত্য যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ্য করেন নাই। এই জন্যই তিনি বৃহদারণ্যকে অন্যত্র (৪।৩) বলিয়াছেন যে সুষুপ্তিতে এই ভেদ একেবারে চলিয়া যায়, সুতরাং মৃত্যুতে এই ভেদ থাকে না। ইহার সমর্থনে তিনি সৈন্ধব লবণের জলে মিশিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত সমীচীন হয় নাই, কারণ লবণ ও জল ভিন্ন বস্তু, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলতঃ এক। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন লবণ জলে মিশিয়া গেলেও যেমন তাহার লবণত্ব যায় না, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিশিয়া গেলেও তাহার আত্মত্ব থাকে (অর্থাৎ সে বিনষ্ট হয় না), শুধু তাহার ভেদ-জ্ঞান থাকে না। লবণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা মোটেই গ্রহনীয় নহে।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই তিনি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'বিজ্ঞাতাকে কাহা দ্বারা জানিবে ?'—এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়না কি যে তিনি যে দ্বৈত বা ভেদকে 'ইব' অর্থাৎ ভান বা মিথ্যা বলিয়াছেন ইহা তাঁহার দ্বিধাহীন, নিঃসন্দিগ্ধ বা নিশ্চিত প্রতীতি নহে, কারণ যদি ইহা তাঁহার নিশ্চিত প্রতীতি হইত তাহা হইলে তিনি ভেদসূচক উক্ত 'বিজ্ঞাতা' শব্দ কখনও ব্যবহার করিতেন না, যেহেতু 'বিজ্ঞাতা' বলিলেই 'বিজ্ঞেয়' বা 'বিজ্ঞাত' থাকা অনিবার্য্য, অর্থাৎ ভেদাত্মক জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ অপরিহার্য্য।

অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের সহিত রামানুজ, নিম্বার্ক, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোনও বিরোধ নাই। কিন্তু তাঁহার বৌদ্ধপ্রভাবজনিত মায়াবাদ এবং দার্শনিক যুক্তিতর্কের বলে বৌদ্ধ শূন্যবাদের স্থলে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই বিরোধের কারণ উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দেখিলেন, এই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ শূন্যবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র।

আর এক কথা এই—শঙ্করের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ শেষ বা সমগ্র কথা নহে, কারণ নির্ব্বিশেষত্ব ব্রহ্মের এক দিক্। উপনিষদে উভয় ভাবাত্মক শ্রুতিই আছে, কিন্তু শঙ্কর নির্ব্বিশেষ ভাবের অনুধ্যানে এমনই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি শুধু তাহাই দেখিলেন, তাহাতেই মগ্ন হইয়া রহিলেন, অপর দিকে, ব্রহ্মের সবিশেষত্বের দিক্ আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না, পরন্তু মায়াবাদের অবতারণা করিয়া তাহা একেবারে উড়াইয়া দিলেন। যাহা হউক, নির্ব্বিশেষত্ব চরম তত্ত্ব নহে। (১)

---

(১) এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে য়ুরোপের বর্ত্তমান যুগের জর্মান্ দার্শনিক ক্যাণ্ট্, ফিক্টে, হেগেল্ প্রভৃতি এবং আরো আধুনিক কালের দার্শনিক ষ্টার্লিং, গ্রীণ্, কেয়ার্ড্ ভ্রাতৃদ্বয়, ব্র্যাড্‌লী, ওয়ালেস্, ম্যাক্‌টেগার্ট্, হলডেইন্ ভ্রাতৃদ্বয়, রয়েস্ প্রভৃতির দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ এবং সেই সকল মতবাদের চমৎকার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও বিবৃতি হইতে অনেক জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা বেদান্তের তত্ত্বসমূহকে সহজবোধ্য করার পক্ষে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ॥
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥
—(১৬—২০)

উদ্ধৃত উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমতত্ত্বের বিবৃতি দ্বারা যে (সবিশেষ) ক্ষরপুরুষ এবং (নির্ব্বিশেষ) অক্ষরপুরুষ এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করিয়া শঙ্কর তাঁহার স্বীয় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতমতের অনুকূল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই মত ও ব্যাখ্যা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Essays on the Gita নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনিও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, নিষ্ক্রিয় অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে ক্রিয়মাণ ক্ষরপুরুষ

কর্ম্মব্রহ্ম, এই উভয়কে ধারণ ও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মা পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম বিদ্যমান। আমরা তাঁহার বাক্যগুলি চয়ন করিয়া নিম্নে ফুটনোটে উদ্ধৃত করিলাম। (১)

---

(১) Sri Aurobinda's Essays on the Gita: "And what is this Divine, whom Krishna declares himself to be? It is the Purushottama beyond the self that acts not, beyond the Prakriti that acts, foundation of the one, master of the other, the Lord of whom all is the manifestation, who even in our present subjection to Maya sits in heart of his creatures governing the works of Prakriti." P. 52.

"The Gita is going to represent the Ishwara, the Purushottama as higher even than the still and immutable Brahman....... For the Purushottama is the Supreme Brahman."

"In reality the idea of the Purushottama is already announced in the Upanishads, though in a more scattered fashion than in the Gita and as in the Gita, the Supreme Brahman or Supreme Purusha is constantly described as containing in himself the opposition of the Brahman with qualities and without qualities, *nirguna guni*. He is not one of these things to the exclusion of the other which seems to our intellect to be its contrary." P. 132.

The Brahman is one but self-displayed in two aspects, the immutable being and the creator and

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বেদেও পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত। এই 'পুরুষোত্তম' শব্দটি বেদে কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এইজন্য কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে দোষ আরোপ করেন এবং এই শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অন্যদের মতে এই শব্দটি লইয়া কলহ করা চলে না, কারণ, এই শব্দের অর্থবোধক 'অক্ষরপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ' এইরূপ বাক্য বেদে নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়

---

originator of works in the mutable becoming, *Atman*, *Sarvabhutani* ; it is the immobile omnipresent Soul of things and it is the spiritual principle of the mobile working of things, Purusha poised in himself and Purusha active in Prakriti, it is *akshara* and *kshara* In both of these aspects, the Divine Being, Purushottama, manifests himself in the Universe. P. 168.

The impersonal Brahman is not the very last word, not the utterly highest secret of our being ; for impersonal and personal, finite and infinite turn out to be only two opposite, yet concomitant aspects of a Divine Being unlimited by these distinctions who is both these things at once. God is an ever unmanifest infinite ever self-impelled to manifest himself in the finite ; he is the great impersonal Person of whom all personalities are partial appearances ; he is the Divine who reveals himself in the human being, the Lord seated in the heart of man. P. 190.

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে ২য় শ্লোকে এইরূপ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥

—সেই দিব্যপুরুষ নিরাকার বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ, অমনাঃ, শুভ্র এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষরপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ।

যে মায়াবাদের সাহায্যে শঙ্কর নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই মায়াবাদ ক্রমশঃ সমগ্র ভারতকে গ্রাস করিল, হিন্দুজাতি ইহা দ্বারা আড়ষ্ট হইয়া সংসারবিমুখ ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। মায়াবাদের শিক্ষা এই—সংসারটা কিছু না। শঙ্কর তাঁহার মোহমুদ্গরে লিখিয়াছেন : "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ"—কে তোমার স্ত্রী, কে তোমার পুত্র, অর্থাৎ ইহারা কেহই তোমার নয়—ইহারা মায়া। তাঁহার মণিরত্নমালাতে প্রশ্নোত্তর-ছলে বলা হইয়াছে, "কিমত্র হেয়ং?"—এই সংসারে হেয় কি? "কনকঞ্চ কান্তা"—ধন ও স্ত্রী; "দ্বারং কিমেকং নরকস্য?"—নরকের এক (একমাত্র?) দ্বার কি?—নারী। আর 'কৌপীন-পঞ্চকে' তাঁহার চরম শিক্ষা হইল—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" —কৌপীনধারী অর্থাৎ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই ভাগ্যবান্।

মায়াবাদী শঙ্করের এইরূপ শিক্ষা এমনই ভাবে ভারতের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে যে ইহার প্রভাব হইতে উদ্ধারলাভ সহজসাধ্য নহে।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর-উপলক্ষে উচ্চারিত শ্রীমদ্‌ভগবত-গীতার মহাবাণী এক দিকে বলিতে গেলে সংসারবিরাগ ও কর্ম্ম-বিমুখতার অব্যর্থ প্রতিবাদ এবং অপর দিকে ইহাকে পরবর্ত্তী কালের শাঙ্কর মায়াবাদ-নিরসনেরও অমোঘ অস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই অমর বাণীর শিক্ষা—সংসার মিথ্যা নহে, ইহা সম্ভোগের বস্তু, ইহা হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে চলিবে না, অধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহাকে উপভোগ করিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ অবসাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ" (২।৩)—হে অর্জ্জুন, তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥" (২।৩৭)

—যদি যুদ্ধে হত হও তাহা হইলে (ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জনের জন্য) তুমি স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি যুদ্ধে জয়ী হও তাহা হইলে এই পৃথিবীকে ভোগ করিবে। অতএব, হে অর্জ্জুন, যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া তুমি উত্থান কর।

আবার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের পর শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন—

"তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্॥" (১১।৩৩)

—অতএব তুমি উঠ (যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হও) এবং যশ লাভ কর; শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া সমৃদ্ধিযুক্ত (prosperous) রাজ্য ভোগ কর।

ইঁহার পরে সঞ্জয়ের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের শেষ কথা এই :—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥ (১৮।৭৮)

—যেখানে (যে পক্ষে) যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন, সেই পক্ষে শ্রী (সম্পদ্), বিজয়, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজমান, ইহাই আমার নিশ্চয়জ্ঞান বা সিদ্ধান্ত।

অর্থাৎ কল্যাণকামী জীবের পক্ষে সর্ব্বোপরি যোগেশ্বর ভগবানের কৃপা ত চাই-ই, (১) কিন্তু তাই বলিয়া 'মায়াময়মিদং অখিলং হিত্বা', এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীকে মায়াময় ভাবিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে অথবা তাহাতে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে চলিবে না, তাহাতে "ধনুর্দ্ধর" হইয়া পূর্ণ উদ্যমে ভগবৎপ্রদত্ত পুরুষকারের বলে সকল শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ইহাই গীতার শেষ বাণী। এই বাণীতে মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের স্থান নাই।

---

(১) সকল আপাতবিরোধের সামঞ্জস্য যাঁহার মধ্যে, সর্ব্বসংযোগ ও সমন্বয়ের অধিপতি যিনি তিনিই "যোগেশ্বর" পরমপুরুষ ভগবান্।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব জীববাদের সম্প্রসারণ

বঙ্গদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি দার্শনিক মতবাদের নাম শ্রুত হওয়া যায়, একটি শাঙ্কর দর্শনের নির্ব্বিশেষ অভেদবাদ এবং অপরটি শাক্ত ও বৈষ্ণবদর্শনের ভেদাভেদবাদ।

বঙ্গীয় হিন্দুগণ প্রায়শঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ পরস্পর পরস্পরের দর্শন ও ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত। এই দুই সম্প্রদায় প্রতিবেশিভাবে একত্র বাস করেন এবং ইঁহাদের ধর্ম্মমতেরও সংমিশ্রণ হইয়াছে। শিবদুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি নামে কোনো সম্প্রদায়েরই আপত্তি বা অভক্তি নাই। একই গৃহে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, গণেশপূজা, দোল-যাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসব এবং শিবদাস, কৃষ্ণদাস, রাধারাণী, দুর্গারাণী প্রভৃতি নামকরণ হইয়া থাকে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্ম্মের প্রভাবই এই সংমিশ্রণ, মৈত্রী ও সম্প্রসারণের মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। এতদ্দেশে শাঙ্কর মত সন্ন্যাসাশ্রমীদের মধ্যেই আবদ্ধ এবং তাহাও অনেকটাই মতে, কার্য্যে তত নহে। প্রাচীনতন্ত্রের দর্শন-শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতমণ্ডলী এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত বিবুধগণের মধ্যেও মতের দিক্ দিয়া শাঙ্কর দর্শনের পক্ষপাতী বা অনুরাগী কতিপয় দার্শনিক দেখা যায় বটে,

কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে তাঁহাদের মত ও কার্য্যের সামঞ্জস্য নাই, অনুষ্ঠানে ও আচরণে তাঁহারা ভেদাভেদবাদী। (১) ইহার বিশেষ কারণ এই—শাঙ্কর দর্শন একান্ত জ্ঞানমূলক, ইহার মধ্যে পূজ্য ও পূজক, সেব্য ও সেবক এই সম্বন্ধ এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্রেম-ভক্তির স্থান নাই। শুষ্ক দর্শন সরস ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে না। শঙ্করের কৈবল্যমুক্তিবাদ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও তৃপ্তিপদ বা বাঞ্ছিত নহে। যাহাতে জীবের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব-

---

(১) আচার্য্য শঙ্কর নিজেও জীবনে কার্য্যতঃ স্বীয় দার্শনিক মতের সম্পূর্ণ অনুযায়ী হইয়া চলেন. নাই,—তৎকৃত গঙ্গাস্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, আনন্দলহরী প্রভৃতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি যে জীবনকে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ইহা ধর্ম্মজীবনের অনুকূল নহে, এইরূপ বিভাগের ফলে সংসার-ক্ষেত্রে অসংখ্য উভচর বা দ্বি-আচারী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ দ্বি-আচার বা স্বৈরাচার দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অকল্যাণ সাধন করিতেছে। শঙ্করের ভক্তিরসাত্মক স্তোত্রগুলি পাঠ করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে তিনি যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিরসনে এবং তাঁহার ভাষ্যাদি প্রণয়নে নিরত ছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত হইয়া নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-বাদী জ্ঞানপন্থী ছিলেন এবং তৎপরবর্ত্তী জীবনে ভগবৎপ্রসাদে ভক্তি-তত্ত্ব লাভ করিয়া উক্ত স্তোত্রগুলি রচনা করেন। শুনা যায় সাধুদের মধ্যে এইরূপ একটী কথা প্রচলিত আছে। মতান্তরে এই সকল স্তোত্র শঙ্করের প্রণীত নহে।

ভোক্তৃত্ব কিছুই থাকে না তাহা 'লয়বাদ'। মানুষ এইরূপ মুক্তি চায় না।

এক সময়ে বঙ্গদেশ বেদান্ত বলিতে উপনিষদ্ বা ব্রহ্মসূত্রকে না বুঝিয়া শাঙ্কর দর্শনকেই বুঝিত; শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পার্শ্বদ ভক্তগণ ও অনুরাগী অনুবর্ত্তিগণ এই ভ্রম হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের প্রভাবে শাঙ্করিক মায়াবাদ ও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রসার অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে। বেদান্তের শাঙ্কর ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বেদান্তসম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদমূলক প্রেমধর্ম্ম প্রচার দ্বারা চৈতন্যদেব সমগ্র বঙ্গদেশ ও উৎকলকে ভক্তির বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়,' এই প্রচলিত বাণীতে সেই প্লাবনের আংশিক বর্ণনা ইতিহাসে ও দেশবাসীদের অন্তরে চির-মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।(১) এই কথা পূর্ব্বে ও উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায়

---

(১) নবদ্বীপে যে ভক্তির কিরূপ বান ডাকিয়াছিল তাহার কথা চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে :—

"ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তন ঘরে ঘরে।
আনন্দের নদী বহে নদীয়া নগরে॥"

সার্ব্বভৌমোদ্ধার নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ—

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥

* * * *

সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের অর্থ যেই হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।

* * * *

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥

* * *

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্র জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

* * *

ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥

আর যে যে কহে কিছু সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে করেন লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

* * *

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥

এই উদ্ধৃত বর্ণনাতে শ্রীচৈতন্য অতি তীব্রভাষায় আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যকে তাঁর কল্পনাপ্রসূত 'নাস্তিকশাস্ত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই—শ্রীমৎ শঙ্কর অত্যন্ত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম দার্শনিক বিশ্লেষণে ব্রহ্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি স্বরূপাভিধানে অভিহিত করিয়া এমন বস্তু বা অবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন যে, বলিতে গেলে তাঁহার ব্রহ্মবাদ একপ্রকার শূন্যবাদে যাইয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাঁহার মুক্তিবাদও বিনাশ-বাদের নামান্তর মাত্র। তাঁহার মতে জীবের মুক্তির অর্থ ব্রহ্মের সহিত 'সাযুজ্য' অর্থাৎ তাঁহার সহিত একীভূত, এক কথায়, ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া,—স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে জীবের মহাপরি-নির্ব্বাণ। আচার্য্য শঙ্করের মতকে যে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত' বলা হয়, তাঁহার ঈদৃশ ব্রহ্মবাদ ও মুক্তিবাদ সেই উক্তিরই সমর্থন করে।

আর এই নিছক জাজ্বল্যমান ধ্রুব সত্য জগৎকে ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি বা ভোজবাজী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া—অর্থাৎ এই জগৎ, এই মানবজীবন একটা ভ্রম, ফাঁকি বা ধাঁধামাত্র—এই শঙ্কর

মায়াবাদ, যাহাতে মানবকে সংসারের প্রতি উদাসীন ও কর্ম্মবিমুখ করিয়া নিরুদ্যম ও নির্ব্বীর্য্য করিয়া দেয়,—ইহা যে জীবের ও জগতের কিরূপ অকল্যাণকর তাহা সহজেই বোদ্ধব্য। (১) এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন—

জীব নিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

(উক্ত ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

আর, আচার্য্য শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ—অর্থাৎ 'রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়' এই ঘটনায় সদ্‌বস্তু রজ্জুর বিবর্ত্ত যেমন অসৎবস্তু সর্প, সেইরূপ সৎব্রহ্মের বিবর্ত্ত এই জগৎ এবং ইহা অসৎ ও মায়াময়, এই মত (সহজ ভাষায়, ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন ত হয়ই নাই, পরন্তু ইহা বাস্তবিকও নয়, ব্রহ্মেতে ইহার ভান হইয়াছে মাত্র, এই মত) যে ভ্রান্ত এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পরিণামবাদ অর্থাৎ কারণরূপী ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বীয় অংশভূত জগৎরূপ কার্য্যে পরিণত হইয়াছেন, এই মতই যে সত্য, তাহার

---

(১) এই মায়াবাদকে লক্ষ্য করিয়া কবি দ্বিজেন্দ্রলাল পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন :—

'সংসারটা কিছু না—
একটা কিছু 'উঃ', একটা কিছু 'ইঃ',
একটা কিছু 'আঃ'—
সংসারটা কিছু না।'

আলোচনা আমরা যথেষ্ট করিয়াছি। এই সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥

(উক্ত ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শাঙ্কর মতে ব্রহ্ম কেবল ও নিঃসঙ্গ (সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত)। জীবাত্মা এমন ব্রহ্মকে চায় না। যিনি রসস্বরূপ ('রসো বৈ সঃ'), লীলারসময়, হৃদয়বিহারী, মনোমোহন, 'সুন্দর-মধুর-রসরূপ', জীবাত্মা তাঁরই জন্য অগস্ত্য-তৃষায় চিরতৃষিত। তাই শাস্ত্রে পূজা, অর্চ্চনা, বন্দনা, আরাধনা, উপাসনা, স্তবস্তুতি প্রভৃতির এমন বিপুল আয়োজন। নইলে এই সমস্ত সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যায় এবং জীবাত্মার সেই অন্তর্নিহিত অদম্য রস-পিপাসার অতৃপ্তিতে তাহার জীবন শুষ্ক, নীরস, কঠোর ও দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। এমন জীবন কোন মানবের স্পৃহনীয় নহে। এইজন্যই শঙ্করপন্থী চরম বৈদান্তিকগণকেও ভক্তিপথের পথিক হইতে দেখা যায়।

শঙ্করপন্থীরা বলেন, শঙ্কর উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার কোন অর্থ নাই। তিনি ব্যাবহারিক

জীবন সম্বন্ধেই এই কথা বলিয়াছেন। ব্যাবহারিক জীবন তো অবিদ্যাচ্ছন্ন অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং সেই জীবনের সাধনও মিথ্যা। মিথ্যা জীবনের মিথ্যা সাধন কাহারও আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে না। শাঙ্কর বৈদান্তিকের উপাসনার অর্থ 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহম্' প্রভৃতি মহাবাক্যের অনুচিন্তন। ইহার দ্বারা জীবের ব্রহ্মের সহিত অভেদের যে একটা দিক্ আছে সেই দিকের প্রতি সাধকের মনোযোগ আকৃষ্ট ও চিন্তা নিবদ্ধ হয়, ইহাতে প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু এই একপেশে অনুধ্যানে জীবাত্মার পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। এই সকল মহাবাক্যের মধ্যেই 'অহম্' এবং 'ব্রহ্ম', 'সঃ' এবং 'অহম্' এই দুইয়ের স্পষ্ট ভেদ অনুস্যূত রহিয়াছে, এই ভেদের সংযোজনী শুধু এই সকল মন্ত্রের অনুশীলনরূপ জ্ঞানযোগই পর্য্যাপ্ত নহে, কিন্তু তৎসহ ব্রহ্মপূজার্চ্চনাদি ভক্তিযোগ এবং ফলাভিসন্ধিরহিত 'ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি'রূপ কর্ম্মযোগের সমন্বয়, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতোক্ত জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের সমুচ্চয়ই ব্রহ্মসাধনের পূর্ণ আদর্শ।

এই তিনের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব একমাত্র ভক্তিকেই সার বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা :—

'কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ'—ম, লী, ৯ম পরিচ্ছেদ।

'প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন'—

ম, লী, ৯ম পরিচ্ছেদ

'ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়'—ম, লী ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

'ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি॥'

ইত্যাদি—ম, লী, ২০শ পরিচ্ছেদ।

(ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৪।২৯)

যে ব্রহ্মৈকত্বের কল্পনায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শিহরিয়া উঠিতেন, সেই ব্রহ্মৈকত্ববোধক সোঽহমাদি মন্ত্রসাধনের অধিকারী কে, অথবা আচার্য্য শঙ্কর এবং তাঁহার পদবীতে আরূঢ় সাধক ভিন্ন অন্য কেহ অধিকারী আছে কি না, ইহাও ভাবিবার বিষয়।

জীবন ও জগৎ মিথ্যা নহে; জ্ঞানের স্ফুরণে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায় (ব্র, সূ, ২।১।১৪) এবং গীতোক্ত বিশ্বরূপদর্শন তখনই সত্য ও সার্থক হয়।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমরবাণী এই :—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

(মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ)

ভাগবতে (৯।২৯।১১) পঞ্চ প্রকার মুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী ব্রহ্মের সহিত 'একত্ব' বা সাযুজ্য'। শাঙ্কর মতে এইটীই, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য বা একত্ব,

অন্য কথায় ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিই (বা ব্রহ্মই হইয়া যাওয়া, অর্থাৎ জীবের ব্যক্তিত্বের নির্ব্বাণই) মুক্তি। শ্রীচৈতন্য এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণাভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥'

(মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

'সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য।'

(আদিলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ)

ব্রহ্মসূত্রও মুক্তিপ্রকরণে মুক্ত পুরুষদিগের সাযুজ্য বা পূর্ণ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির কথা বলেন নাই, মুক্ত অবস্থায়ও জীবের জীবত্ব যে বিলুপ্ত হয় না ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসকদের সম্বন্ধেই এইরূপ বলা হইয়াছে, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদের সম্বন্ধে নহে।

এই বিষয়ে আমাদের ১ম বক্তব্য এই—সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুই করা হইয়াছে। সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই দুইয়ের আধাররূপ ব্রহ্ম একই, এই দ্বৈতভাব তাঁহার অন্তর্গত, এই দুইটী তাঁহার দুইটী বিধা বা প্রকার (aspect) মাত্র। একই পরমপুরুষ সগুণ ও নির্গুণ উভয়াত্মক। স্বরূপের দিক্ দিয়া তিনি নির্গুণ, কিন্তু শক্তির এবং

তৎপরিচায়ক কার্য্যের দিক্ দিয়া তিনি সগুণ। শক্তি তাঁহার আশ্রিত, গুণ তাঁহার শক্তির বিকার, সুতরাং গুণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বা সংযোগ নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রে যে নির্গুণকে সগুণের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, নির্গুণভাব ব্রহ্মের স্বরূপগত এবং সগুণভাব তাঁহার শক্তিগত। স্বরূপ অসীম, কিন্তু শক্তি যখন স্বরূপের আশ্রিত বা অধীন তখন তাহা যত বৃহৎই হউক না কেন তাহাকে অসীম (infinite) বলা যায় না, তাহাকে অনির্দ্দেশ্য (indefinite) বলিতে হয়। কিন্তু সাধনার দিক্ দিয়া সগুণ সাধনার স্থান নির্গুণ সাধনার উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। এই দ্বিবিধ গুণত্বের একান্ত বিভেদ বা পার্থক্য হয় না। সূক্ষ্ম দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া তাঁহাকে জীবের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত করিয়াছে। এমন ব্রহ্মে জীবের কোনও প্রয়োজন নাই। 'নামে রুচি, জীবে দয়া' এই হইল ধর্ম্মের কষ্টি-পাথর। নির্গুণ ব্রহ্মবাদের ধর্ম্ম এই পরীক্ষায় টেঁকে কিনা ধর্ম্মার্থী সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই—নির্গুণোপাসক কেবলা-দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মন্ত্রের উপাসনা সর্ব্বসাধারণের ধারণাতীত এবং সর্ব্বসাধারণ ইহার অধিকারী নহে।

আমাদের তৃতীয় বক্তব্য এই—গীতাদি শাস্ত্র সগুণো-পাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় ১২শ

অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে যাঁহারা সগুণের উপাসক তাঁহারা 'যুক্ততম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠযোগী, ১২।৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যাঁহারা অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণের উপাসক 'ক্লেশোঽধিক-তরস্তেষাম্' তাঁহাদের অধিকতর ক্লেশ হয়, এবং ১২।৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে, সগুণোপাসকগণকে ভগবান্ 'মৃত্যুসংসারসাগর' হইতে অচিরে উদ্ধার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব বা নির্গুণত্ববাদ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

আপনি শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥

(ম, লী, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

প্রকৃত কথা এই—উপনিষদে ভেদ-প্রতিপাদক এবং অভেদ-প্রতিপোষক উভয়বিধ শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্কর এবং তৎপন্থী কেবলাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ অভেদ-প্রতিপাদক শ্রুতিগুলিকেই অতিরিক্ত সমর্থন করিয়া ভেদসূচক শ্রুতিগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ, জগৎকে মিথ্যা, ভ্রম বা মায়ার বিজৃম্ভণ এবং জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন। আর সবিশেষ-বাদী শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজ প্রভৃতি উক্ত উভয়বিধ শ্রুতির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন

করিয়াছেন যে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয়াত্মক, জগৎ সত্য, জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও নিয়ামক এবং জীব নিয়ম্য, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মের কার্য্য ও শরীরস্থানীয় এবং ব্রহ্ম ইহার আত্মা, এবং এইজন্য অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ইহার মধ্যে নানাত্ব থাকা সত্ত্বেও ইহার অভেদত্ব পরিস্ফুট। ভেদ ও অভেদসূচক শ্রুতিগুলি ইহাই নির্দ্দেশ করে। ব্রহ্মসূত্রকারের মতও এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে। এই বিচিত্র জগৎ মায়ামরীচিকাবৎ সম্পূর্ণ অলীক, ইহা দৃশ্যতঃ থাকিয়াও বাস্তবিক পক্ষে একেবারেই নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। ছান্দ্যোগ্যের ৬।২।৩ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"—'সেই সৎস্বরূপ ঈক্ষণ করিলেন (আলোচনা করিলেন বা সংকল্প করিলেন) আমি বহু হই, আমি জন্মগ্রহণ করি', তার পরেই সৃষ্টির সূচনা হইল—এই যে শ্রুতি-বাক্যে সৃষ্টিতে ব্রহ্মের বহুত্ব বা নানাত্বে পরিণতির কথা বলা হইয়াছে, ইহার নিষেধ বা খণ্ডন কুত্রাপি নাই, এই শ্রুতি পরিণামবাদের অকাট্য শব্দ-প্রমাণ।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরায় হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥

ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥
(ম, লী, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পরিণামবাদ আচার্য্য শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ অপেক্ষা বহু পুরাতন। প্রাচীনতম দার্শনিক সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলদেব ইহার উদ্ভাবক বলিয়া বিশ্রুত।

পরিণামবাদের অর্থ এই—কারণরূপী ব্রহ্ম জগৎরূপ কার্য্যে পরিণত বা রূপান্তরিত হইয়াছেন। 'কার্য্যকারণয়োরভেদঃ'—কিন্তু কারণের কার্য্যে বিদ্যমানতা রূপান্তরিত অবস্থায়, অর্থাৎ জগৎ রূপান্তরিত ব্রহ্মপদার্থ, যেমন ঘটশরাবাদি মৃত্তিকার এবং কুণ্ডলবলয়াদি সুবর্ণের রূপান্তর মাত্র। সুতরাং ঘটাদি ও মৃত্তিকা এবং কুণ্ডলাদি ও সুবর্ণের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক বা অভেদ হইলেও পরস্পরের সহিত ভেদযুক্ত ইহা সুস্পষ্ট। কারণের দিক্ দিয়া আমাদের ব্রহ্মের সহিত অভেদ থাকিলেও কার্য্যের দিক্ দিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ কথা আমরা কখনও বলিতে পারি না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণবদর্শনের অপর নাম ভাগবতদর্শন (পৃঃ ৬)। প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাভূমি। এই জন্য ইহা ভক্তিদর্শন। ভক্তির মূলে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। উপাস্য উপাসক, পূজ্য পূজক, প্রেমিক প্রেমাস্পদ, ভজনীয় ভক্ত, এই সম্বন্ধ ভিন্ন পূজা, অর্চ্চনা, প্রেম, ভক্তি এই সমস্তই অর্থশূন্য ; এবং এই সকলের

অভাবে মানবজীবন নীরস এবং সম্ভোগের অযোগ্য, সুতরাং অস্পৃহনীয় এবং পরিণামে অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। বৈষ্ণব-দর্শনের জীববাদে মানুষ ব্রহ্মের অণুপ্রকাশ, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, ব্রহ্মাধিষ্ঠিত ও ব্রহ্মাশ্রিত, সুতরাং মানুষ একাধারে নরহরি বা নরনারায়ণ। এই দুইয়ের মধ্যে প্রেমালাপ, প্রেমলীলা, 'কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ' নিত্য চলিয়াছে।

এই প্রেমলীলার ফলে ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট ব্রহ্ম নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত।

এই স্থলে জীববাদ-প্রসঙ্গের পূরকরূপে শ্রীচৈতন্যের চরমতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ধারণা সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য পরব্রহ্মকেই কৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে আছে—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই তত্ত্ব (জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক) ব্রহ্ম, (যোগিগণ কর্ত্তৃক) পরমাত্মা ও (ভক্তগণ কর্ত্তৃক) ভগবান্ নামে অভিহিত হন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্য যাহা বলিয়াছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

'জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥"

ইহার পূর্ব্বে ৮ম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—

'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥'

এই সকল উক্তি দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহ যে কৃষ্ণ বলিতে শ্রীচৈতন্য 'সর্ব্ব অবতারী', অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার, মূলকারণ পূর্ণব্রহ্মকেই বুঝিতেন।

শঙ্করদর্শনের প্রভাবে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ প্রভাবান্বিত, মানুষ সংসারবিমুখ ও সন্ন্যাসপ্রবণ; উৎকট নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে যখন মানুষ একান্ত শুষ্ক ও পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ সম্পর্কে এবং স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সমঞ্জসীভূত উৎকর্ষ-সাধনে উদাসীন, দেশের এই মহাদুর্দ্দিনে বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয় দেশকে রক্ষা করিয়াছিল।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে জীবনের মহান্ আদর্শ কি উচ্চ ও বিশাল

শ্রীচৈতন্যকৃত নিম্নলিখিত শ্লোকে অতি সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (চৈ-চ, আ, ৭)

এই আদর্শ-সাধনই কৃষ্ণার্পিত জীবনের লক্ষ্য। এই আদর্শের গুরুত্বকে লক্ষ্য করিয়াই মহাপ্রভু "মাত্র সাড়ে তিন জন বৈষ্ণব আছে" এই কথা বলিয়াছিলেন এবং এই আদর্শ-সাধন যে কি কঠিন ইহা উপলব্ধি করিয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে উন্মুখ একজন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি বলিয়াছিলেন :—

বৈষ্ণব হইবারে ছিল বড় সাধ,
'তৃণাদপি সুনীচেন' ঘটাল প্রমাদ।

জগাই মাধাইর নৃশংস ব্যবহারের প্রতিদানে

'মেরেছ কলসীর কাণা,
তাই বলে কি প্রেম দিবনা?'

নিত্যানন্দের এই উক্তি সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের নিদর্শন। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর non-violence বা অহিংস-নীতির বাণীও এইরূপ আদর্শপ্রসূত। হতভাগ্য বঙ্গদেশ সাধনক্ষেত্রে মহাপ্রভুর উক্ত অমরবাণীকে যথোচিত সম্মান করিতে পারিল না, ইহা তাহার কম লজ্জা ও অগৌরবের কথা নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের এই পূর্ণাঙ্গ উচ্চ আদর্শ বৈষ্ণবদর্শন-সম্মত জীববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ফলকথা এই, একান্ত জ্ঞানমূলক দর্শনে বা ধর্ম্মে মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সমূহের কোনরূপ স্ফুরণ, অনুশীলন, বিকাশ বা সম্ভোগের স্থান নাই। সেইজন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভারতীয় দর্শনকে উন্নত জীববাদমূলক ভক্তি-দর্শনে ও ভক্তিধর্ম্মে পরিণত করিয়া এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সেই ভক্তি-ধর্ম্মকে সম্প্রসারিত ও দৈনন্দিন জীবনের উপজীব্য এবং জীবাত্মার সরসতা ও পূর্ণানন্দের সহায়ক করিয়া দেশের যে অনির্ব্বচনীয় কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

নবম পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রে বৈষ্ণব জীববাদের অনুপ্রবেশ

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈষ্ণব জীববাদ এতদ্দেশে সামাজিক মহাবিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল।

রূপ ও সনাতন পূর্ব্বে গৌড়ের নবাব সৈয়দ হুসেন শাহ্ সাহেবের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা মুসলমান ছিলেন। (১) শ্রীচৈতন্য ইঁহাদিগকে (রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করিয়া)

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ইঁহাদের উক্তিরূপে লিখিত আছে 'ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।' ইহাতে প্রমাণ হয় ইঁহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু কোনও কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদিগকে কর্ণাটের কোনও হিন্দুরাজবংশজাত

নিজের মণ্ডলীভুক্ত করেন। মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে গোস্বামী (গোঁসাই) বা বৈষ্ণবমণ্ডলীর আচার্য্য করিয়াছিলেন।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

মহাপ্রভুর এই শিক্ষা চিরাগত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা তদ্দ্বারা তাঁহাদের পিতৃকুলকে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়াই মনে করা হইত। এখনও কোন নবদীক্ষিত বৈষ্ণবের পূর্ব্বকুলের পরিচয় জানিতে হইলে 'আপনি কোন্ কুল উদ্ধার বা পবিত্র করিয়াছেন?' এইরূপ প্রশ্ন করা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও দেবতার পূজার্চ্চনা বা প্রসাদ-গ্রহণ নিষিদ্ধ।

'না করিবে অন্য দেবের নিন্দন বন্দন।
না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ॥'

এই কথা এখনও একটি বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের মুখে শোনা যায়, যদিও কার্য্যতঃ ইহা প্রায় কোন বৈষ্ণবই পালন করেন না। শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিকারিভেদ কদাপি স্বীকার করেন নাই। হরিনামে সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার।

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হইতে পারে, ইঁহাদের কোনও দূর পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন এবং হয় ইঁহারা নিজে অথবা ইঁহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে, অদ্বৈতচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য বর দান করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

অদ্বৈত বলেন, যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা, ধন, কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গান গাইয়া॥—(মধ্যলীলা)

প্রচলিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেরূপ আঘাত করিয়াছিল তেমনটি আর কখনও হয় নাই। এই ধর্ম্মের আদর্শ সম্পূর্ণ সমদর্শন, সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন। মহাপ্রভু যে মহাপ্রাণতার সহিত আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা এখন বৈষ্ণবসমাজে লুপ্ত হইয়া ইতিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেতর জাতীয় (যথা বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয়) লোককে নহে, ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী রূপ, সনাতন, ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব, প্রভৃতিকেও গোস্বামী পদবীতে অধিষ্ঠিত করিয়া এবং তদ্দ্বারা ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্চপদবীভুক্ত লোকদিগকেও মন্ত্রদানের অধিকার দিয়া, এবং অনাবিল বিশ্বপ্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ যবন হরিদাসকে অত্যুচ্চ সম্মান ও গৌরবের পাত্র করিয়া, মহাপ্রভু সমাজতন্ত্রে কি অভাবনীয় বিপ্লব আনয়ন করিয়া গণসংযোগের (mass

contact-এর) সূত্রপাত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গণসংযোগের আন্দোলনকারী দেশসেবকগণের ইহা বিশেষ অনুধাবনীয়।

সমাজতন্ত্রের দিক্ দিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আরও যে-সমুদয় আমূল সংস্কারের সূচনা করিয়াছিল তাহার মধ্যে বৈষ্ণবদের অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পরিণত বয়সে নারীর বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত বিধিসম্মত ছিল।

এই ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইয়াছিল এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজন এবং বাহ্যিক আড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্য নিরাকৃত হইয়াছিল। পুরুষ ও নারীর পরস্পর যৌন নির্ব্বাচনে হরিনাম উচ্চারণে, শুধু পুষ্পমাল্য বা তুলসীর কণ্ঠী বিনিময়ে উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইত এবং কৃষ্ণপ্রীতি-কামনায় বৈষ্ণবভোজনরূপ মহোৎসব দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইত।

এই সকল সংস্কারের আংশিক প্রচলন এখনও স্থানে স্থানে নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

এখন আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উপসংহারে আমাদের শেষ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(১) তত্ত্বের মীমাংসা

দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত এই তিন মতের কথাই ব্রহ্মসূত্রে উল্লেখ আছে। ১।৪।২১ সূত্রে আচার্য্য ঔডুলোমির দ্বৈতমত, ১।৪।২২ সূত্রে আচার্য্য কাশকৃৎস্নের অদ্বৈত মত এবং ১।৪।২০ সূত্রে আচার্য্য আশ্মরথ্যের ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই সকল মতবাদ বহুল যুক্তি বিচার দ্বারা অধিকতর বিকশিত করিয়া গিয়াছেন। ঔডুলোমির মতে জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে সম্পূর্ণ মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার ভেদ বর্ত্তমান থাকে। কাশকৃৎস্নের মতে জীব ও ব্রহ্মে একান্ত অভেদ, কোন অজ্ঞাত কারণে উভয়ের ভেদ প্রতীয়মান হয় মাত্র। আশ্মরথ্যের মতে ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধের ন্যায়,—এক অন্য হইতে একান্ত ভিন্ন অথবা একান্ত অভিন্ন, ইহার কোনটিই নহে।

শিবসংহিতাতে একটি শ্লোক আছে—

দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥

ব্রহ্মসূত্রের বিবিধ ভাষ্যটীকাদি এবং শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় ইহাই মীমাংসিত হয় যে একান্ত দ্বৈত বা একান্ত অদ্বৈত মতবাদ কোনপ্রকারেই সমর্থনীয় নহে, দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদই প্রকৃত পারমার্থিক তত্ত্ব। অতএব তুলনায় অন্যান্য মতের খণ্ডন ও ভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠামূলক বৈষ্ণব দর্শনের জীববাদই অনুমোদনীয়।

(২) ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব

বৈষ্ণব জীববাদমূলক ভক্তিধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মিষ্টিক্ (mystic) বা মৌনপন্থিগণের ও ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী সুফী সম্প্রদায়ের ভক্তিধর্ম্মও অতি মধুর এবং পরম উপাদেয়।

পুণ্যশ্লোক সেণ্ট্ ফ্রান্‌সিস্ অব এসিসি, তাপসী রাবেয়া, ম্যাডেম্ গ্যঁায়ো, জেলালুদ্দিন রুমী ও হুসেন মন্‌সুর্ প্রভৃতি বৈদেশিক সাধকসাধিকাগণের এবং দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের সাধক তুকারাম, মেবারের তাপসী মীরা বাঈ, পঞ্চনদের গুরু নানক এবং উত্তর ভারতের কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি ভারতীয় সাধকসাধিকাগণের পুণ্য জীবনচরিত ও তাঁহাদের অপূর্ব্ব সাধনকাহিনী অধ্যয়ন করিলে এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় যে,

ইঁহারা সকলেই ভগবৎস্ফূর্ত্তির প্লাবনে বৈষ্ণব ভক্তগণের ন্যায় পরমভাগবত হইয়া গিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ঈদৃশ মহাভাগবতগণই ভক্তিসাধন দ্বারা এই বিশাল জগৎকে চিরদিন সরস, সজীব ও মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন ও রাখিবেন।

ভক্তিই মুক্তির মুখ্য সাধন। ভক্তিই মানবজীবনের মধু।

(৩) মানবের আধ্যাত্মিক মূল্য

বৈষ্ণব দর্শনের জীববাদ এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব ও এই জীববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তৎপ্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের প্রভাব জীবের আধ্যাত্মিক মূল্য (spiritual value) ও অধিকারের বার্ত্তা ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া দেশে এক মহা যুগান্তর ও অপূর্ব্ব নব জাগরণ আনয়ন করিয়াছিল, এবং 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' এই সঞ্জীবনী বাণী কার্য্যে পরিণত করিয়া দলিত নিগৃহীত জীবের প্রাণে অভিনব আশার সঞ্চার করিয়াছিল, এই জন্য বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্ম্মের নিকট দেশের ঋণ অপরিশোধ্য।

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বের সর্ব্বত্র একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও জাগরণ লক্ষিত হইতেছে। 'মানবতা,' 'বিশ্বমানবতা' (humanism) প্রভৃতি বাক্যে মানবের আধ্যাত্মিক মূল্যের কথা সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া আলোচিত ও আন্দোলিত হইতেছে। উত্তর আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশের উপরে লিখিত

আছে 'Humanity is the nation'—বিশ্বমানবসমষ্টিই জাতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বহু পূর্ব্বে মানবের এই মূল্য ঘোষণা করিয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২১শ পরিচ্ছেদোক্ত শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর এই মহাবাণী বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হইয়াছিল :—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

এই মানবাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের অণুপ্রকাশ, সুতরাং তাঁহারই স্বরূপে গড়া এবং স্বয়ং ভগবান্‌ প্রত্যেক আত্মাতে লীলারসময়রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জগন্ময় অনির্ব্বচনীয় প্রেমলীলা করিতেছেন এবং মানবাত্মা সজ্ঞানে সেই লীলার সহচররূপে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। জীবাত্মার এই যে আধ্যাত্মিক মূল্য, ইহার কথা আর কোথাও এমন প্রাণস্পর্শিণী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জানি না। জীবপ্রসঙ্গে ভগবানের যে এই অপূর্ব্ব 'লীলারসময়' নাম, ইহা এই প্রেমধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মেরই নূতন সৃষ্টি।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবোক্ত উল্লিখিত মহাবাণীর পূর্ব্বাভাসরূপে বঙ্গের ভক্ত কবি চণ্ডীদাস, তাঁহার অন্তরে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির শুভ-মাহেন্দ্রক্ষণে, উচ্চৈঃস্বরে বিশ্বমানবকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

"শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর-কোমল কণ্ঠে অনুপম ছন্দে উচ্চারিত হইয়া এই মহামানবতার বাণী দিগ্‌দিগন্তে বিতীর্ণ হইতেছে।

বৈষ্ণবদর্শনরূপ ক্ষীরসমুদ্রমন্থনোত্থিত জীববাদের মুকুটমণি-স্বরূপ আশা, আশ্বাস ও আনন্দপূর্ণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মহাবাণী দেশদেশান্তরের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া সাগরমেখলা বসুন্ধরার নিখিলসিন্ধুত্থিত বিপুল তরঙ্গরাশির জীমূতমন্দ্রে, সমগ্র পৃথিবীময় উদ্‌ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হউক, বিশ্ববাসী উৎকর্ণ হইয়া ভারতের মহামানবকণ্ঠনিঃসৃত এই উদ্দীপনী জগজ্জাগরণী বাণী শ্রবণ করুক, এবং মধুর-কল্যাণ-কীর্ত্তি শ্রীভগবানের এই সুমঙ্গল অবদানকে জয়ধ্বনির সহিত নতশিরে বরণ করুক, শ্রীভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা।

"যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥" (ভাগ, ২।৪। ১৪)

—যাঁহার সুমধুর নাম ও গুণকীর্ত্তন, যাঁহার ধ্যান ও স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার স্তুতিবন্দন, যাঁহার লীলা-মহিমা-শ্রবণ, যাঁহার পূজন অর্চ্চন সদ্যঃ মানবের পাপকলুষ বিনাশ করে, সেই পবিত্র-মধুর-মঙ্গলকীর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ওঁ হরি ওঁ

পরিশিষ্ট

আচার্য্যগণের মতবৈচিত্র্যের চুম্বক।

(১) শাঙ্কর মত

বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ।

শঙ্কর মায়াবাদী ও কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন। ইঁহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু নাই, জীবও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নহে। জীব অবিদ্যোপহিত ব্রহ্ম, এবং জগৎ মিথ্যা, মায়ার খেলা বা ইন্দ্রজালমাত্র। এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ।

অবিদ্যা বা মায়ার বিনাশে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। জীব জ্ঞানস্বরূপ, বিভুস্বভাব ও সর্ব্বগত। জীব বহু নহে, এক। জীব অকর্ত্তা।

ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, চিন্মাত্রস্বরূপ এবং সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদরহিত।

মায়া সদসদ্‌বিলক্ষণা, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অনির্ব্বচনীয়া ব্রহ্মশক্তি। ইহাই জগতের উপাদান কারণ। জীব যে পর্য্যন্ত মায়াধীন থাকে, সেই পর্য্যন্ত মায়ার কার্য্য এই জগৎপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া মনে হয়, এই অর্থে মায়া সৎ। আর বেদান্তজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে মায়া অপসৃত হইলে জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞানও তিরোহিত হয়, এই অর্থে মায়া অসৎ।

মায়া বিনষ্ট হইলেই জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তার ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সে নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, ইহাই জীবের মুক্তি এবং বিশুদ্ধজ্ঞানই মুক্তির সাধন।

(২) শ্রীকণ্ঠের মত

শ্রীকণ্ঠ শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

ইঁহার মতে বস্তু তিন—পতি (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম), পশু (জীব), এবং পাশ (জড়)। শিবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জগতের প্রেরক ও নিয়ামক ; তিনি স্বতন্ত্র। জীবকে 'পশু' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শিবের নাম পশুপতি। শৈব-দর্শন ব্রহ্মের অন্তঃকরণরূপ সূক্ষ্ম শরীর স্বীকার করেন, যদিও তাঁহার শরীর 'কর্ম্মাদিপাশজাল'নির্ম্মিত নহে। এই মতে ঈশ্বর জীব ও জড় হইতে ভিন্ন, কিন্তু একান্ত ভিন্ন নহেন। জীব ও জড় ঈশ্বরের অধীন। জীব কর্ত্তা, ভোক্তা, অণু বা বিভুস্বভাব ও বহু। জীব বহু অথচ বিভু অর্থাৎ প্রতি শরীরে এক, এই মত দুর্ব্বোধ্য।

ইঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ ও সক্রিয়। তিনিই চেতনা-চেতনসমন্বিত জগৎরূপে পরিণত, তিনিই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ, জগৎ তাঁর কার্য্য। সুতরাং ইনি পরিণামবাদী।

মুক্তি ব্রহ্মের গুণসাম্য অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্য্য এবং নিরতিশয় আনন্দ লাভ। উপাসনা ও ঈশ্বরপ্রসাদ মুক্তিলাভের উপায়। বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তে শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

(৩) নিম্বার্ক-মত

নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদী। ইঁহার মতে বস্তু তিন—চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম। ব্রহ্মের সহিত চিৎ অচিৎ বস্তুদ্বয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অংশাংশিভাবে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন। চিৎ বা জীব ভোক্তা, অচিৎ বা জড় ভোগ্য, এই উভয় ব্রহ্মের আশ্রিত, এবং ব্রহ্ম প্রেরয়িতা বা নিয়োজক। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ, এবং এই উভয়গুণই পারমার্থিক। এই মতে পুরুষোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই জীবের উপাস্য।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান ও পরাভক্তি প্রভৃতি সমস্তই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিজকে ও জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনার দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির উদয়ে উপাসনাই ব্রহ্মলাভ বা মুক্তির উপায়। মুক্তির অর্থ স্বীয় ব্রহ্মরূপতার উপলব্ধি বা নিজকে (এবং জগৎকে) ব্রহ্মরূপে দর্শন।

এই মতে জীব অণু, বহু, কর্ত্তা ও জ্ঞাতৃস্বরূপ।

মুক্তির পরেও জীবের জীবত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। অতএব ইনি পরিণামবাদী।

ব্রহ্ম সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন, এইটি তাঁহার 'অচিন্ত্য'-শক্তিনিবন্ধন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর নিম্বার্ক-প্রভাব সুস্পষ্ট, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(৪) রামানুজের মত

রামানুজ-মতে বস্তু তিন—চিৎ (বা জীব), অচিৎ (বা জড়) এবং ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম)। রামানুজ শঙ্করের ন্যায় এক অখণ্ড-অদ্বিতীয়-ব্রহ্মবাদী হইলেও শঙ্করের মতে ব্রহ্ম চিন্মাত্র, ইঁহার মতে ব্রহ্ম চিদচিদ্-বিশেষবস্তুসমন্বিত এবং এই চিদচিদ্‌বস্তু ব্রহ্মের শরীর, এই জন্য ইনি শঙ্করের ন্যায় কেবলাদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী ও বিবর্ত্তবাদী নহেন, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী এবং পরিণামবাদী। ইনি বিষ্ণুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইঁহার মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, সগুণ, নিখিলকল্যাণের আকর গুণময় পুরুষ। জীব কর্ত্তা, ভোক্তা, অণু, নিত্য, বহু ও ভগবানের নিত্যদাস। শঙ্করের ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ভেদরহিত। রামানুজের ব্রহ্ম স্বগত ভেদসমন্বিত।

শঙ্করের মতে জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়ার নাম মুক্তি, রামানুজের মতে ব্রহ্মসান্নিধ্য বা ব্রহ্মধামে (বৈকুণ্ঠে) অপ্রাকৃত দেহে নারায়ণের দাসরূপে সমান ভোগের নাম মুক্তি।

ইঁহার মতে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের প্রকার, সুতরাং ব্রহ্মাশ্রিত ও নিত্য। ব্রহ্ম চিদচিদ্‌বস্তুনিচয়ের মধ্যে অন্তর্যামী ও নিয়ামকরূপে অবস্থিত। ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ, তিনিই কার্য্যরূপে পরিণত। সৃষ্টি তাঁহার পরিণাম। রামানুজ পরমপুরুষ ব্রহ্মকে বাসুদেব ও নারায়ণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। পুরুষোত্তম বাসুদেবের নিরবচ্ছিন্নস্মরণরূপ ধ্যান এবং জ্ঞানানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মেতর সকল বিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্য এবং তাঁহাতে নিরতিশয় আনন্দরূপা ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়।

(৫) **মধ্ব-মত**

মধ্ব বা পূর্ণপ্রজ্ঞ একান্তভেদবাদী বা দ্বৈতবাদী। ইঁহাকে স্বতন্ত্রা-স্বতন্ত্রবাদীও বলা হয়।

ইঁহার মতে পদার্থ বা তত্ত্ব দ্বিবিধ—একটি স্বতন্ত্র, অপরটি অস্বতন্ত্র। ইনি ব্রহ্মকে বিষ্ণু ও নারায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। অশেষ-সদ্‌গুণসম্পন্ন বিষ্ণুই স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত অর্থাৎ জীব ও জড় অস্বতন্ত্র। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মের সহিত জীবের সেব্যসেবক সম্বন্ধ। জীব অণু, বহু, ভগবান্‌ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাঁহার নিত্যদাস। ইঁহার মতে ব্রহ্ম, জীব ও জড়ে ভেদ নিত্য। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জড়ের ভেদ, জীবে জীবে ভেদ এবং জীবে জড়ে ও জড়ে জড়ে ভেদ—এই সর্ব্বপ্রকার ভেদই অনাদি ও অবিনশ্বর এবং পারমার্থিক।

মুক্তিতেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ বর্ত্তমান থাকে। মুক্তির অর্থ ব্রহ্মের সান্নিধ্য বা সালোক্য ও সারূপ্যলাভ এবং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

ভক্তিই মুক্তির উপায়।

ইঁহার মতে সাধন তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ, জ্ঞান।

সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন ধারণের নাম অঙ্কন ; বিষ্ণুর নামানুসারে পুত্রাদির নাম রাখার নাম নামকরণ ; এবং দানাদি কায়িক, দয়াদি মানসিক ও সত্যকথনাদি বাচিক সাধনের অনুশীলন দ্বারা বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণের নাম ভজন।

(৬) বল্লভীয় মত

বল্লভ বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী। ইঁহার মতে শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ অশুদ্ধ ও ব্রহ্মসূত্র-বিরুদ্ধ।

জীব অণু, জ্ঞাতা, ভোক্তা, নিত্য ও ভগবানের সেবক।

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, কিন্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে তিনি নির্ব্বিকার, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত, অন্তর্যামী, প্রাকৃত-গুণবর্জ্জিত, কিন্তু আনন্দাদি স্বরূপানুবন্ধিগুণবিশিষ্ট, প্রাকৃত-আকার-রহিত, কিন্তু রসাকার সচ্চিদানন্দরূপ। ইনি অবিকৃত-পরিণামবাদী।

ইনি জীব ও জগৎ এবং ব্রহ্মের অভেদবাদী। ব্রহ্ম বিভু ও প্রকটানন্দ, জীব অণু ও তিরোহিতানন্দ, শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম এক। ইঁহার মতে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই শুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ ইঁহাকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদী বলেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি অদ্বৈতবাদী।

ইনি ব্রহ্মকে কৃষ্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন, গোলোকধামস্থ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীভাবে পতিরূপে সেবাদ্বারা তাঁর সাযুজ্যলাভই মুক্তি। ইনি ভক্তিমার্গ অপেক্ষা প্রীতিমার্গ বা পুষ্টিভক্তিমার্গকে মুক্তির উৎকৃষ্টতর সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুষ্টিমার্গের অপর নাম রাগমার্গ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বল্লভ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং উভয়ের মধ্যে বিচার হইয়াছিল, বল্লভের পুষ্টিমার্গসাধন দ্বারা শ্রীচৈতন্য প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ভগবদনুগ্রহের নাম পুষ্টি। ভগবান্

অনুগ্রহ করিয়া জীবকে বরণ করেন। বিষয়ত্যাগ এবং দেহাদি সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ সমর্পণ ও তাঁহার সহিত পত্নীভাবে নিত্য রসাবেশে বাসই পুষ্টিভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ সাধন।

(৭) বলদেব বিদ্যাভূষণের মত

বলদেব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। ইঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্য চৈতন্য অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতানুযায়ী।

এই ভাষ্য মধ্ব-ভাষ্যের অনুসারী হইলেও বলদেব মধ্বের ন্যায় একান্ত ভেদবাদী নহেন, ভেদাভেদবাদী।

ইঁহার মতে তত্ত্ব ৫টী :—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। জীব অণু, নিত্য ও বহু।

ইনি পরিণামবাদী। পরিণামের কারণ ভগবানের শক্তি। ভগবান্ এবং তাঁহার শক্তি উভয়ই অচিন্ত্য। সুতরাং সেই কারণ ও কার্য্যের ভেদাভেদও অচিন্ত্য। অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও নির্ব্বিকার।

এই সম্প্রদায়ের উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পরাভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। মুক্তি ভগবানের সহিত ভোগসাম্য। মুক্ত জীবও ভগবান্ হইতে পৃথক্। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে সাধনীয়।

——:*:——

জীবের উৎক্রমণাদি-বিষয়ক তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার।

আমরা ৩য় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে (৮৮পৃঃ) ফুট্‌নোট জীবের মৃত্যুর অবস্থা, উৎক্রমণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম এইগুলি আমাদের এই নিবন্ধের অন্তর্গত নয় বলিয়া আমরা এতদ্বিষয়ক আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। এখন পাঠকগণের তৃপ্তি এবং এই নিবন্ধের পরিপূর্ত্তির জন্য বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও ব্রহ্মসূত্র হইতে এই সকল তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়া এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) উৎক্রমণাদি

জীব মৃত্যুকালে সূক্ষ্মভূত-সমন্বিত হইয়া ভূতাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত উৎক্রমণ করেন (ব্র-সূ, ৩।১।১,৩)। যাঁহারা "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্‌" (ছা, ৫।১০।২)—'ইষ্ট' অর্থাৎ যজ্ঞাদি এবং 'পূর্ত্ত' অর্থাৎ বাপী, কূপ, তড়াগ, উদ্যান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও 'দান' অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ধূমাদি পিতৃযান পথে দক্ষিণায়নে পিতৃলোকে ও তৎপরে চন্দ্রলোকে যাইয়া "যাবৎ সম্পাতম্‌" (ছা, ৫।১০।৫)—'কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত' তথায় বাসান্তে পুনরায় (যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে) ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, ধূম ও অভ্র অতিক্রম করিয়া মেঘরূপ প্রাপ্ত হইয়া বর্ষণদ্বারা জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হন এবং ব্রীহিযবাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আহার্য্যরূপে পুরুষে এবং পুরুষ হইতে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া ভোগায়তন দেহলাভ করিয়া ভূমিষ্ট হন। আর যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন জ্ঞানী ও অরণ্যবাসী তাপস তাঁহারা অর্চ্চিরাদি দেবযান পথে (ব্র-সূ,৩।৩।৩১) উত্তরায়ণে দেবলোকে এবং তথা হইতে আদিত্যে ও পরে বিদ্যুল্লোকে (বৃহ, ৬।২।১৫)—ছান্দোগ্যমতে প্রথমে সংবৎসরে তৎপরে আদিত্যে, চন্দ্রমাতে ও বিদ্যুতে (ছা,৫।১০।২)—

গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। "তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ"—তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না (বৃহ, ৬।২।১৫)। কিন্তু যাহারা 'অনিষ্ট'কারী অর্থাৎ পাপী তাহাদের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয় না, তাহারা যমপুরে গমন করে (ব্র-স্থ, ৩।১।১৩,১৪)। ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় কথিত হইয়াছে যাহারা পিতৃযান ও দেবযান এই দুইয়ের কোন পথেই গমন করে না তাহারা মৃত্যুর পর পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন করিয়া "কক্কুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি" (ছা, ৫।১০।৭,৮) প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে এই সকল জীব 'কীট, 'পতঙ্গ', 'দন্দশূক' (সর্প বা রাক্ষসাদি) রূপে জন্মগ্রহণ করে (বৃ, ৬।২।১৬)। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মকৃৎ তাঁহারা বিশিষ্ট জাতিকুলে আয়ুষ্মান্, শ্রী ও সদাচারসম্পন্ন এবং মেধাবী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন (নি, ভা)।

(২) স্বপ্নাদি অবস্থা

বৃহ, ২।১ ও ৪।৩এ এবং ব্র-স্থ, ৩।২এ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই নিবন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির কথা বলিয়াছি। ইহার অধিক এই নিবন্ধে বলার প্রয়োজন নাই।

(৩) মোক্ষের সাধন

'ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনারূপ সাধন দ্বারা' (শঙ্করের মতে 'সমাধি দ্বারা') ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হন (ব্র-স্থ, ৩।২।২৪)। 'ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে উপাসক ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভ করেন, তিনি অপাপবিদ্ধ হন' (ঐ ২৫)। ব্রহ্মই কর্ম্মফলদাতা (ঐ ৩৯-৪৩)।

এক ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্ব বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে (ব্র-স্থ, ৩।৩।১)।

(শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধেই এই সূত্র করা হইয়াছে, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মত স্বীকার করেন না)। উপাসনার প্রণালী সর্ব্বত্র এক নহে, অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন (ব্র,৩।৩।৫৯)। সর্ব্ববিধ উপাসনায় ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব, আনন্দরূপত্ব, সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি স্বরূপনিষ্ঠগুণ সকল গ্রহণীয় (ব্র, ৩।৩।৬,১২ ; ছা, ৮।১।৫)। 'উপাসনা-কালে গুণচিন্তনের সহিত গুণীর ও ধ্যান সংযোজনা করিবে' (ব্র, ৩।৩।৪৪—নিম্বার্কভাষ্যার্থ), এবং বদ্ধাবস্থা হইতে অতীত, মুক্তস্বরূপে—ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে প্রত্যগাত্মাকে (জীবাত্মাকে) চিন্তা করিবে, কারণ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্তস্বরূপই উপাসনাবলে মুক্তাবস্থায় লাভ করা যায়' (ব্র, ৩।৩।৫৫—নি,ভা)। 'সামান্য উপাসনা দ্বারা মুক্তি হয় না, দৃঢ় উপাসনা দ্বারা জ্ঞানের উদয়ে মুক্তি হয়' (ব্র, ৩।৩।৫২)। মৃত্যু পর্য্যন্ত বিহিত কর্ম্মাচরণ করিবে (ব্র, ৩।৪।৭)। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক না হইলেও, তিনি লোকহিতার্থে সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিবেন (ঐ ১৪)। জ্ঞানী ব্যক্তি ইচ্ছামত গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে বা না থাকিতে পারেন, কিন্তু থাকিলে তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণ অবশ্য করিবেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কোন প্রকারে লিপ্ত হইবেন না (ঐ ১৫)। সন্ন্যাসা-শ্রমীর বিদ্যাসাধনই উপদিষ্ট হইয়াছে, কর্ম্ম নহে (ঐ ১৭ এবং ৩।৪।৩৫)। আশ্রমবিহিত কর্ম্মের সহিত 'শম' (মনের নিগ্রহ), 'দম' (বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), 'তিতিক্ষা' (অপকারীর প্রতি অপকার ইচ্ছা না করা), 'উপরতি' (বিষয় হইতে নিবৃত্তি), 'শ্রদ্ধা' (শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস), 'সমাধি' (চিত্তের একাগ্রতা) প্রভৃতির সাধনাভ্যাসও আবশ্যক (ব্র, ৩।৩।২৭)। আহারশুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের নির্ম্মলতা হয় বলিয়া আহারশুদ্ধি আবশ্যক, কিন্তু জীবনসঙ্কটকালে ইহার ব্যতিক্রম দূষণীয় নহে (ঐ ২৯,৩০)। আশ্রমী অনাশ্রমী সকলের পক্ষেই জপাদি-

সাধন ও বিহিত (ঐ ৩৭, নি, ভা)। প্রতীক উপাসনা বিরাট পুরুষের অঙ্গরূপেই বিহিত, স্বতন্ত্ররূপে নহে (ঐ ৬২,৬৩)। প্রতীকোপাসক-গণ ব্রহ্মলোকে গমন ও বাসের পর ব্রহ্মার সহিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন (নি, ভা)। বেদ বলেন এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপরের উপাসনা করিবে না (ব্র, সূ, ৩।৪।৬৭)।

এই সমস্ত বিষয়ে মোটের উপরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই।